ত্রিপিটকের সূত্রপিটকান্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের চতুর্থ গ্রন্থ

ইতিবুত্তক

অনুবাদক:

ভদন্ত মেত্তাবংশ স্থবির

রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি।

A part of The Tripitaka
Suttapitaka-Khuddakanikaya' 4th part ITIVUTTAKA Transalated into Bangali by VENERABLE METTA BANGSHA THERO, Rajbana Vihara, Rangamati.

প্রকাশকাল : ২৫৫৫ বুদ্ধবর্ষের পহেলা বৈশাখ ১৪১৯ বাংলা, ১৪ই এপ্রিল, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার।

প্রকাশনায় : সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ।

সংশোধনে : শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির

সহযোগিতায় : শ্রীমৎ আনন্দ মিত্র স্থবির
শ্রীমৎ রত্নাঙ্কুর স্থবির
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু
শ্রীমৎ জ্ঞানদীপ ভিক্ষু
শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু
শ্রীমৎ ক্ষান্তিবংশ ভিক্ষু
শ্রীমাণ সুমনবংশ শ্রামণ
শ্রীমাণ মৈত্রীজগত শ্রামণ
শ্রীমাণ ধর্মরাজ শ্রামণ
শ্রীমাণ চিত্তহস্ত শ্রামণ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : বুদ্ধ-শাসন উন্নয়ন উপাসক-উপাসিকা পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

গ্রন্থসত্ত্ব : গ্রন্থকার

মুদ্রণে : **এ্যাড পয়েন্ট**, ৬ মোমিন রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ২৮৬৬৯১৭

A part of The Tripitaka Suttapitaka-Khuddakanikaya' 4th part ITIVUTTAKA Transalated into Bangali by VENERABLE METTABANGSHA THERO, Rajbana Vihara, Rangamati, Bangladesh. Published by Buddhist male and female devotees. First Edition: 14/04/2012.

অর্হৎ পরমপূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)

প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথের

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য লোকোত্তর গুরু-উপাধ্যায়, বুদ্ধ-শাসনের কৃতী
ধ্বজাধারী, মহান আর্যপুরুষ, বুদ্ধ-জ্ঞান শিখায় উজ্জীবিত নির্বাণ
পথের পথ প্রদর্শক, সর্বজনপূজ্য অর্হৎ, শ্রাবকবুদ্ধ **পরম শ্রদ্ধেয়**
ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় এবং মদীয়
শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু, পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদসহ বহুগ্রন্থ
প্রণেতা, অতুলনীয় প্রতিভাধর, প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত
প্রবর **শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির**
মহোদয়ের শ্রীকরকমলে এ গ্রন্থটি
প্রগাঢ় শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ পূজা ও
উৎসর্গ করছি।

এই পূজা ও উৎসর্গ জনিত পুণ্য-সম্পদ সকল প্রাণীর
হিত-সুখার্থে পুলকিত অন্তরে বিতরণ করছি।
তদনুমোদনে সমস্ত জীব-জগত শান্তি
সলিলে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত
হোক, আমাদের সর্ব-আসব
ক্ষয়ে অমৃত-নির্ঝর পরম
সুখময় নির্বাণ লাভের
হেতু হোক, ইহাই
আমার আন্তরিক
কামনা।

ভদন্ত মেত্তাবংশ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

পরমপূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তের আশীর্বাণী

'ইতিবুত্তক' এই শব্দটির সন্ধি বিশ্লেষণ করলে ইতি+উত্তক এখানে 'ব' আগম হয়েছে, অর্থাৎ ইহা উক্ত হয়েছে। কার দ্বারা উক্ত হয়েছে? ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক উক্ত হয়েছে। 'ইতিবুত্তক' গ্রন্থের প্রত্যেকটি সূত্র শুরু হয়েছে "বুত্তঞ্হেতং ভগবতা বুত্তমরহতাতি মে সুতং" এই শব্দটি দিয়েই। প্রত্যেকটি সূত্রে গদ্যে যা' বর্ণিত, পুন গাথাকারেও প্রায় তা' উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কেবল আধ্যাত্মিক নহে, পারমার্থিক লোকোত্তর ভাবরসেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ছোট্ট পরিসরে এক একটি মণি-খণ্ডতুল্য প্রতীয়মান হয় ইতিবুত্তক গ্রন্থে বিধৃত সমুদয় সূত্রসমূহ। তাই ইতিবুত্তক গ্রন্থটিকে বিখ্যাত 'ধম্মপদ' গ্রন্থের যমজ ভ্রাতাও বলা চলে।

আমার প্রিয় শিষ্য স্নেহভাজন মেত্তাবংশ ভিক্ষু এই ইতিবুত্তক গ্রন্থটি পালি হতে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে সাধুবাদযোগ্য কাজ করলো।

সূত্রপিটকের গ্রন্থসমূহের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ভুক্ত এই ইতিবুত্তক গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ বহুলভাবে প্রচারিত হয়ে বাংলা ভাষা-ভাষীদের মনে বুদ্ধজ্ঞানের আলো দান করুক, তাদের মন-চিত্তকে বুদ্ধের বিমুক্ত রসে সঞ্জীবিত করুক, সকলেই জীবন দুঃখের চির অবসানে উজ্জীবিত হয়ে ইহ-জীবনেই পরম শান্তি নির্বাণ সমুদ্রে অবগাহন করুক; সকলেই সুখী হোক!

ভবতু সব্ব মঙ্গলম!

সাধনানন্দ মহাস্থবির

(সাধনানন্দ মহাস্থবির)

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

ভূমিকা

পালি ত্রিপিটকে সূত্রপিটক পর্যায়ভুক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ইতিবুত্তক' খণ্ডটি খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত চতুর্থ গ্রন্থ। ইহার আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় 'ইহা এরূপই বলা হয়েছে'। এখানে যতগুলো সূত্র আছে, তাদের প্রত্যেকটির শুরুতেই উল্লিখিত হয়েছে এরূপ একটি বাক্য– "বুত্তঞ্হেতং ভগবতা বুত্তমরহতাতি মে সুতং" অর্থাৎ ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এভাবেই উক্ত (কথিত) হয়েছে; যা আমার দ্বারা শ্রুত হয়েছে।

'ইতিবুত্তক' গ্রন্থটি ৪টি নিপাতে বিভক্ত। প্রত্যেকটি নিপাতকে আবার কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে একক নিপাতে আছে ৩টি বর্গ; দ্বিতীয় নিপাতে আছে ২টি বর্গ; তৃতীয় নিপাতে আছে ৫টি বর্গ। কিন্তু চতুর্থ নিপাতে কোন বর্গ নেই, কেবল ১৩টি সূত্র আছে। অপরদিকে পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি নিপাতের বর্গসমূহের প্রত্যেকটিতে ১০টি করে সূত্র।

একক নিপাতের প্রথম বর্গে সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে– লোভ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, ম্রক্ষ (কপটতা), মান, সর্বপরিজ্ঞা, মানপরিজ্ঞা, লোভপরিজ্ঞা এবং দ্বেষপরিজ্ঞা; এই ১০টি বিষয়।

দ্বিতীয় বর্গে সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে– মোহপরিজ্ঞা, ক্রোধপরিজ্ঞা, ম্রক্ষপরিজ্ঞা, অবিদ্যা নীবরণ, তৃষ্ণা সংযোজন, প্রথম শৈক্ষ্য, দ্বিতীয় শৈক্ষ্য, সংঘভেদ, সঙ্ঘসামগ্রীকতা এবং প্রদুষ্টচিত্ত; এই দশটি বিষয়।

তৃতীয় বর্গে সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে– প্রসন্নচিত্ত, মৈত্রী, উভয়ার্থ, অস্থিপুঞ্জ, মিথ্যাবাক্য, দান এবং মৈত্রী ভাবনা; মাত্র এই সাতটি বিষয়।

দ্বিতীয় নিপাতের প্রথম বর্গে সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে– দুঃখবিহার, সুখবিহার, তাপনীয়, অতাপনীয়, প্রথমশীল, দ্বিতীয়শীল, আতাপী, প্রথমনকুহন, দ্বিতীয়নকুহন এবং সৌমনস্য; এই দশটি বিষয়।

দ্বিতীয় নিপাতের দ্বিতীয় বর্গে সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে– বিতর্ক, দেশনা, বিদ্যা, প্রজ্ঞাপরিহীন, শুক্লধর্ম, অজাত, নির্বাণধাতু, স্মৃতিযুক্ত বিশ্রাম, শিক্ষানিসংশ, জাগ্রত, অপায়িক ও দৃষ্টিগত; এই বারোটি সূত্র।

তৃতীয় নিপাতের প্রথম বর্গে সন্নিবেশিত হয়েছে– মূল সূত্রাদি মোট দশটি সূত্র। দ্বিতীয় বর্গে সন্নিবেশিত হয়েছে– পুণ্যকার্য সূত্রাদি মোট দশটি সূত্র। তৃতীয় বর্গে সন্নিবেশিত হয়েছে– মিথ্যাদৃষ্টি, সম্যকদৃষ্টি আদি দশটি সূত্র। চতুর্থ বর্গে সন্নিবেশিত হয়েছে– বিতর্ক, সংকারাদি দশটি সূত্র। পঞ্চম বর্গে সন্নিবেশিত হয়েছে– অগ্রপ্রসাদ, জীবিকা, সজ্ঘাটিকোণাদি দশটি সূত্র।

চতুর্থ নিপাতে কোন বর্গ নেই। তবে এখানে সবচেয়ে সূত্রের সমাবেশ হয়েছে। ব্রাহ্মণধর্মযাগ সূত্র, সুলভ সূত্র, আসবক্ষয় সূত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র ও শীলসম্পন্ন সূত্রাদি মোট ১৩টি সূত্র এখানে স্থান পেয়েছে।

দেখা যায় 'ইতিবুত্তক' গ্রন্থে নিপাত বা বর্গসমূহের বিভাজন প্রক্রিয়া কোন বিধি-নিয়ম অনুসারে হয়নি। পালি পিটকীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে এজাতীয় বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোন সময় দেখা যায় বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে, আবার কোন সময়ে বিষয়বস্তুর সংখ্যাগত দিকটিকে বিবেচনায় রেখে করা হয়। কিন্তু, ইতিবুত্তকে সেই জাতীয় কোন বিধান অনুসৃত হয়নি।

ইতিবুত্তকে সর্বমোট সূত্র সংখ্যা ১১২টি হলেও প্রায় প্রত্যেকটি সূত্র মাত্র গুটিকয় বাক্য ও গাথাতেই সীমাবদ্ধ। তবে, প্রত্যেকটি

বাক্যের বিষয়বস্তু 'ধম্মপদ' গ্রন্থের মতো আকর্ষণীয় ও পারমার্থিক ভাব সমৃদ্ধ। যেমন, গ্রন্থটির শুরুতেই একক নিপাতের প্রথম বর্গের লোভ সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে– "একধম্মং ভিক্‌খবে পজহথ; অহং বো পাটিভোগো অনাগামিতায। কতমং একধম্মং? লোভং ভিক্‌খবে একধম্মং পজহথ; অহং বো পাটিভোগো অনাগামিতাযা'তি।" অর্থাৎ "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা একটি মাত্র বিষয়কে পরিত্যাগ কর। আমি নিশ্চিত ভাবে বলছি এতে অনাগামিত্বের সৌভাগ্য লাভ হয়। সেই একটি বিষয় কি? হে ভিক্ষুগণ! লোভ ত্যাগই হচ্ছে সেই এক মাত্র ধর্ম।"

অতঃপর সেই একই বিষয়টি ধম্মপদের গাথাসমূহের ন্যায় অপূর্ব ছন্দবন্ধো করে পুনঃ ব্যক্ত করা হলো, এভাবে–

"যেন লোভেন লুদ্ধাসে সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্গতিং।
তং লোভং সম্মদঞ্ঞায পজহন্তি বিপস্সিনো।
পহায ন পুনাযন্তি ইমং লোকং কুদাচন"ন্তি ॥

তার অনুবাদে দাঁড়ায়–

"লোভে লুব্ধ অভিভূত যেই সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যকজ্ঞানে লোভের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'লোভ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"

'ইতিবুত্তক' গ্রন্থের সর্বত্র প্রায় এই নিয়মেই সকল সূত্রগুলো পরিবেশিত হয়েছে। তবে গাথাগুলোর বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যতা তার ছন্দ, অলংকার ও কাব্যরূপ এতো মনোরম ও এতো আকর্ষণীয় যে, বার বারই বিখ্যাত গ্রন্থ ধম্মপদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিম্নোক্ত গাথাটি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে অট্‌ঠিপুঞ্জ সুত্তে (একক নিপাত ততিয বগ্গে)–

"একস্সেকেন কপ্পেন পুগ্গলস্সট্‌ঠি সঞ্চযো।

সিযা পব্বতসমো রাসি ইতিবুত্তং মহেসিনা ॥"
সো খো পনাযং অক্খাতো বেপুলো পব্বতো মহা।
উত্তরো গিজ্ঝকূটস্স মগধানং গিরব্বজে ॥"

ইহার অনুবাদ দাঁড়ায়–

"একেক জন্মের প্রতিটি অস্থি-কঙ্কাল,
যদি সঞ্চয় করা হতো এক কল্পকাল;
সেই কঙ্কাল স্তুপ হতো পর্বত সমান,
এই সত্য প্রকাশে বুদ্ধ-মহাচক্ষুষ্মান।
তিনি এর সাদৃশ্যতা করেন বর্ণনা,
বৈপুল্য পর্বত সম করিয়া তুলনা;
গৃধ্রকূট পর্বতের উত্তর দিকেতে,
মগধের দুর্গ বলে ইহা জগতেতে।"

গাথাটির প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে ভারতের বর্তমান বিহার রাজ্যের ঐতিহাসিক বিখ্যাত পুণ্যতীর্থ সেই রাজগৃহের এক অনুপম ছবি। একের পর এক স্বল্প পরিসরের সুউচ্চ পর্বত মালায় পরিবেষ্টিত এই রাজগীরি, সেই আড়াই হাজার বছর আগে মগধরাজ বিম্বিসার বেছে নিয়েছিলেন আপন রাজধানীর নিরাপদ আশ্রয়রূপে। প্রকৃতি যেন সত্যাই এক নিরাপদ দুর্গ তৈরি করে রেখেছিলেন তার আপন খেয়ালে, চারিদিকে শতশত মাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ সমতলের মাঝখানে। মহাকারুণিক বুদ্ধের বিচরণ ভূমি, মগধরাজ হতে প্রথম বিহার বেণুবন উদ্যান গ্রহণের স্থান, বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিনমাস পরে অনুষ্ঠিত প্রথম ধর্মসঙ্গায়নের স্থান এই রাজগৃহ। ত্রিপিটকের অসংখ্য স্থানে উল্লিখিত ঘটনা প্রবাহের স্থান এই রাজগৃহকে মাত্র চারটি পংক্তিতে কেমন অপূর্ব শৈল্পিক দক্ষতায় তুলে ধরা হয়েছে এখানে নিখুঁত উপমায়।

"ইতিবুত্তক" গ্রন্থের অনুবাদক স্নেহভাজন মেত্তাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক ইতিবুত্তকের সমুদয় গাথা এ'ক্ষণে মূলের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলা পদ্যছন্দেই অনূদিত হয়েছে। ফলে ইতিবুত্তকের আধ্যাত্মিক ভাবরস

পিপাসুগণ পালি গাথা যেভাবে সহজে মুখস্থ করতে সক্ষম হবেন, ঠিক বাংলা পদ্য অনুবাদটিও একই ভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন।

উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ কর্মটি চলাকালে অনুবাদক মহোদয় আমার সহায়তা নিয়েছেন। তবে, বরাবরের ন্যায় রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে আমার অন্যান্য দায়িত্ব ব্যস্ততার মাঝে, এ জাতীয় আরো অনেকের অনুবাদ সহায়তা প্রার্থীতা সত্যিকার অর্থে আমার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিস্থিতি বিবেচনা করে বুদ্ধিমান অনুবাদক মহোদয় প্রতিদিন শুধুমাত্র একটি-দুইটি গাথা নিয়েই অনুবাদ সহায়তার জন্যে আমার কাছে আসতেন, তাই তেমন কোন বিরক্তির কারণ হয়ে উঠতো না; অধিকন্তু, তাতে বিচরণ করে করে প্রতিটি গাথার আধ্যাত্মিক ভাবরস সমূহ মহামূল্যবান মণি-মুক্তা খণ্ডতুল্য মনে হতো।

স্নেহভাজন মেত্তাবংশ ভিক্ষু যেদিন "খুদ্দকপাঠো" নামক গ্রন্থটি সম্পাদন করে আমার নিকটে গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দেয়ার আবেদনে উপস্থিত হয়েছিল, সেদিনই আমি তার মধ্যে সৃজনশীল মনন প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলাম। আর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম এ'প্রতিভাটি, অনুকূল পরিবেশে বিকশিত হলে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে আর বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনে তাঁর সাহিত্য সংস্কৃতির উপকরণ দিয়ে সমৃদ্ধ করণে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থতা প্রতিপাদিত হলো তৎলিখিত "মার বিজয়ী অর্হৎ উপগুপ্ত" এবং "লাভী শ্রেষ্ঠ অর্হৎ সীবলী" এ'দুই চরিত গ্রন্থের মাধ্যমে। এই চরিত গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনা মাধুর্য, ভাষা অলংকারের চমৎকারিত্বতা জনমনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় এবং এই তরুণ লেখক অতি অল্প সময়েই জনপ্রিয় ও উচুমানের লেখকের পর্যায়ে স্থান করে নেন।

বর্তমান 'ইতিবুত্তক' গ্রন্থটি একটি পিটকীয় গ্রন্থ। ফলে, অনুবাদক হিসেবে এখানে লেখকের শৈল্পিক স্বাধীনতা খুবই সীমিত। প্রতি

পদে পদে দৃষ্টি রাখতে হয় কোথাও মূল-বিচ্যুতি ঘটছে কি-না, মূলের অর্থ বিপর্যয় ঘটছে কিনা। ফলে, পাঠকবর্গ ইতিবুত্তক গ্রন্থের বর্তমান অনুবাদটি সে আলোকে মূল্যায়ণ করলে লেখকের প্রতি যথার্থ বিবেচনা হবে মনে করি। অধিকন্তু, অতি উপাদেয় আধ্যাত্মিক প্রীতিরসে ভরপুর সুগন্ধি পুষ্প-সজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালাতুল্য ইতিবুত্তকে গাথাসমূহের ভাবরস আমাকে যে ভাবে আপ্লুত করেছে, আশাকরি রসজ্ঞ পাঠক সমাজও একই ভাবে আপ্লুত হবেন ইতিবুত্তক গ্রন্থটির মাঝে একান্ত মনে বিচরণ করে করে। আর একারণেই আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জয়তু বুদ্ধ সাসনম্!
বুদ্ধবাণীর জয় হোক!

২৫৫০ বুদ্ধবর্ষের
২৭শে ডিসেম্বর, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

সূক্তোচ্ছ্বাস

মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ সংসার-তাপতপ্ত জীবগণের দুঃখ মুক্তির জন্য যে অমৃতোপম নৈর্বাণিক ধর্মোপদেশ রত্নরাজি বিতরণ করেছেন, তা ধর্ম সংগ্রাহকগণ সুমহান ত্রিপিটক শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এই সুমহান ত্রিপিটক বুদ্ধের আদি, মধ্য এবং অন্তিম বাণী সন্নিবেশিত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম গ্রন্থসমূহের সমাহার বা ত্রিরত্নের আধার। বাণীর ব্যাপকতার কারণে প্রত্যেক পিটক বা খণ্ড আবার অনেকগুলো গ্রন্থ নিয়ে গঠিত। সূত্রপিটককে পঞ্চনিকায়ে বিভাগ করা হয়েছে; যেমন– (ক) দীর্ঘ নিকায়, (খ) মধ্যম নিকায়, (গ) অঙ্গুত্তর নিকায়, (ঘ) সংযুক্ত নিকায় ও (ঙ) খুদ্দক নিকায়।

(ক) দীর্ঘ নিকায়– এই গ্রন্থ শীলস্কন্ধ বর্গ, মহাবর্গ ও পাটিকবর্গ ভেদে তিনবর্গে বিভক্ত। এই তিনবর্গে মোট ৩৪টি দীর্ঘ আকারের সূত্র আছে।

(খ) মধ্যম নিকায়– এই গ্রন্থটি মূল, মজ্ঝিম ও উপরিপণ্ণাসক ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। এ গ্রন্থে সর্বমোট ১৫২টি মধ্যমাকারের সূত্র সন্নিবেশিত আছে।

(গ) সংযুক্ত নিকায়– গদ্য, পদ্য বা পদ্য-পদ্য শৈলীতে রচিত ছোট বড় আকারের ৭,৭৬২টি সূত্রের মিশ্রণ। এ কারণে এ সংগ্রহকে সংযুক্ত নিকায় বলা হয়।

(ঘ) অঙ্গুত্তরনিকায়– এতে ৯,৫৫৭টি সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর ক্রমোত্তর সংখ্যার ভিত্তিতে নানা নিপাতে বিভাজিত ও সজ্জিত হওয়ার এ নিকায়কে অঙ্গুত্তর নিকায় বলা হয়।

(ঙ) **খুদ্দকনিকায়–** এ নিকায়টি সূত্রপিটকের পঞ্চম ও অন্তিম–নিকায় নামে খুদ্দকনিকায় হলেও, বস্তুত এটি মোটেই খুদ্রক (ছোট) আকারের নয়। আকারের দৃষ্টিতে উপরোক্ত পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে এ নিকায়টিই সর্বাপেক্ষা বিশাল। তা হলে এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে 'সূত্রপিটকে'র চার নিকায় অপেক্ষা শেষের এ নিকায় বড় হওয়া সত্ত্বেও এনিকায়ের নাম 'খুদ্দকনিকায়' কেন দেওয়া হল? এ নামের সার্থকতা কোথায়? এ প্রশ্ন যে আজকের পাঠকের মনেই প্রথম উঠেছে, তা নয়। অতীতের পাঠক-বর্গের মনেও এধরণের প্রশ্ন জেগেছিল। এর সার্থকতা দর্শানোর উদ্দেশ্যে অর্থকথা আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর অর্থকথায় স্পষ্ট করে বলেছেন– 'খুদ্দকনিকায়' শব্দটি কোন এক গ্রন্থ বিশেষের নাম নয়। এটি বিভিন্ন উপদেশাবলী সম্বলিত ১৫টি স্বতন্ত্র গ্রন্থের এক সামূহিক নাম বিশেষ। এর অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর নাম এরূপ– ১. খুদ্দকপাঠো, ২. ধম্মপদ, ৩. উদান, ৪. ইতিবুত্তক, ৫. সুত্তনিপাত, ৬. বিমানবত্থু, ৭. পেতবত্থু, ৮. থেরগাথা, ৯. থেরীগাথা, ১০. জাতক, ১১. নিদ্দেস, ১২. পটিসম্ভিদামগ্গো, ১৩. অপদান, ১৪. বুদ্ধবংস ও ১৫. চরিয়াপিটক। সুমহান ত্রিপিটক পর্যায়ভুক্ত সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের ১৫টি গ্রন্থের মধ্যে চতুর্থ গ্রন্থ বর্তমান অনূদিত এই "ইতিবুত্তক"।

ত্রিপিটকের নব বিভাগেও (নবাঙ্গ সত্থুশাসন) এ গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

নবাঙ্গ সাত্থুশাসন (নয় প্রকার অঙ্গযুক্ত বুদ্ধশাসন)-এর অংশ হিসেবে এই ইতিবুত্তকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। কারণ সমস্ত ত্রিপিটকের বুদ্ধ-বচনকে নয়টি অঙ্গে ভাগ করা হয়েছে। কিরূপে বুদ্ধের ধর্ম অঙ্গবশে নববিধ? তা হল : (১) সূত্র, (২) গেয্য, (৩) ব্যাকরণ, (৪) গাথা, (৫) উদান, (৬) ইতিবুত্তক, (৭) জাতক, (৮) অদ্ভুতধর্ম এবং (৯) বেদল্য।

(১) সূত্র : উভয় বিভঙ্গ, নিদ্দেশ, খন্ধক, পরিবার: সূত্রনিপাতের মঙ্গল সূত্র, রতন সূত্র, নালক সূত্র এবং সূত্র নামে ব্যবহৃত বুদ্ধের অন্যান্য বাক্য সূত্র নামে অভিহিত।

(২) গেয়্য : সংযুক্ত নিকায়ের সগাথবর্গ এবং গাথাযুক্ত সকল প্রকার সূত্রের নামই গেয়্য নামে অভিহিত।

(৩) ব্যাকরণ : বিশেষত সংযুক্তকে সকল প্রকার সগাথবর্গ, সমগ্র অভিধর্ম পিটক নিগাথক বা গাথাবিহীন সমস্ত সূত্র এবং অন্যান্য যা কিছু আট অঙ্গের অন্তর্গত যে সব বুদ্ধ-বাক্য আছে, তৎসমুদয়কে ব্যাকরণ বলে।

(৪) গাথা : ধর্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা ও সূত্রনিপাতের অমিশ্রিত গাথাজাতীয় সূত্রসমূহ; তা গাথা নামে অভিহিত।

(৫) উদান : চিত্তের আনন্দদায়ক বিবেক ও ধর্মভাবে পরিপূর্ণ ৮২টি সূত্রের সমষ্টিকে উদান বলে।

(৬) ইতিবুত্তক : 'ভগবা এরূপ বলেছেন'– এরূপ উক্তির মাধ্যমে প্রবর্তিত ১১২টি সূত্রই 'ইতিবুত্তক' নামে অভিহিত।

(৭) জাতক : প্রজ্ঞাসাধনায় অপণ্ণকজাতকাদি মোট ৫৫০টি অপূর্ব কাহিনী সমষ্টিকে জাতক বলে।

(৮) অদ্ভুতধর্ম : 'হে ভিক্ষুগণ! আনন্দের চারটি অদ্ভুত ও আশ্চর্য ধর্ম আছে' ইত্যাদি ক্রমে দেশিত বিস্ময়জনক ও রোমাঞ্চকর বুদ্ধ-বাক্যসমূহ এবং ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের আশ্চর্য- অদ্ভুতধর্ম সংযুক্ত বর্ণনা সমূহের সমষ্টিকে অদ্ভুতধর্ম বলে।

(৯) বেদল্য : চুলবেদল্ল সূত্র, সক্কপঞ্ঞহ সূত্র, সঙ্খারভাজনির সূত্র ও মহাপুণ্নম সূত্রাদি এবং এছাড়া সূত্রান্তে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতবশে আরো যতপ্রকার জ্ঞান ও সন্তোষ উৎপাদক সূত্র আছে, তৎসমূদয়কে বেদল্য বলে।

ইহাই নবাঙ্গ বুদ্ধানুশাসন নামে অভিহিত।

ইতিবুত্তকের বিষয়বস্তু : ইতিবুত্তক গ্রন্থের প্রত্যেকটি উপদেশ-বাণী (সূত্র) সংক্ষিপ্ত। ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত নৈতিক

উপদেশাত্মক বাণীর সঙ্কলন এই 'ইতিবুত্তক'। গ্রন্থের প্রতিটি সূত্রের বুদ্ধই বক্তা, ভিক্ষুগণ শ্রোতা। সংক্ষিপ্ত সূত্রে তিনিই প্রশ্ন করেছেন, তিনিই উত্তর দিয়েছেন। জটিল ও গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথাও স্বল্পকথায় অতি সহজভাবে যে বলা যায়, তা ইতিবুত্তক গ্রন্থের ভাষায় প্রমাণিত হয়েছে। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ এ গ্রন্থে বিস্ময়কর স্বমহিমায় বিরাজিত। ইতিবুত্তকের গাথাসমূহের ভাব স্বশক্তিতে প্রকাশিত, ছন্দের প্রতিধ্বনিতে নন্দিত, শ্রুতি-স্নিগ্ধ। সূত্রসমূহে গদ্যাংশের প্রয়োজনে গাথা নাকি গাথার প্রয়োজনে গদ্যাংশ এসেছে তা বলা কঠিন, তবে গদ্য ও পদ্য একে অন্যের পরিপূরক। এই গদ্য ও পদ্য-এর সুষম সমন্বয়ে একটি অখণ্ড ভাবের সামগ্রিক রূপায়ন এই "ইতিবুত্তক" গ্রন্থ।

প্রথম নিপাতের আলোচ্য বিষয় : লোভ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, ম্রক্ষ, মান ইত্যাদি হচ্ছে অকুশলের মূল। এ সকল অকুশল মন-চিত্ত থেকে দূর করতে পারলেই কুশল উৎপন্ন হয়। অবিদ্যা-তৃষ্ণারূপ বন্ধনই পুনর্জন্মের কারণ। সঙ্ঘভেদকারী ব্যক্তিকে কল্পকাল নরকে পক্ব হয়ে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। সঙ্ঘের মধ্যে একতা সৃষ্টিকারীগণ দীর্ঘকাল স্বর্গসুখে অভিরমিত হতে পারেন। প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় আর প্রসন্নচিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সুগতি প্রাপ্ত হয়। কায়-বাক্য-মনে মৈত্রীপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বর্গধামে জন্মগ্রহণ করে সুখে কালযাপন করে থাকেন। অপ্রমাদগুণ ইহলোক ও পরলোক এ উভয়লোকে সুখ প্রদান করে। মিথ্যাবাক্য বলা মহাপাপ। সঙ্ঘক্ষেত্রে অন্নদানের দ্বারা মহাপুণ্য লাভ হয়। মৈত্রী ভাবনার পুণ্য সকল সীমাতিক্রম করে চন্দ্রপ্রভাসম বিরাজিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় নিপাতের আলোচ্য বিষয় : ইন্দ্রিয়সমূহের দাসত্ব, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, কায়-বাক্য-মনে পাপাচরণ দুঃখজনক। ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, কায়-বাক্য-মনে কুশলাচরণ দিবা-রাত্রিতে পরম শান্তি লাভ হয়ে থাকে। বুদ্ধ দুইটি বিষয় প্রশংসা করেন না— ১. সৎকর্ম না করা এবং ২. পাপ কর্মে রত হওয়া।

অপরদিকে দুইটি বিষয় প্রশংসা করেন– ১. সৎকর্ম সম্পাদন করা এবং ২. অসৎ কর্ম পরিত্যাগ করা। যে ব্যক্তি কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা দুষ্কর্ম সম্পাদন করে সে মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হয়। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মচর্যের অর্থাৎ শ্রামণ্যধর্মের বহু সুফল বর্ণিত হয়েছে। আলস্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা বোধিলাভের পক্ষে বাধাস্বরূপ। ভিক্ষুকে সংযত জীবন যাপন করে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্যে তৎপর হতে হয়। দেব-নরলোকে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ বিষয়, যা দ্বারা জন্ম-মৃত্যু রোধ করা যায়। নির্বাণ দুই প্রকার। যথা : স-উপাধিশেষ ও অনুপাধিশেষ নির্বাণ। নির্জনে অনবরত শমথ-বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করলে অর্হত্ব মার্গফল অথবা অনাগামী মার্গফল লাভ করা যায়। জাগ্রত, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানী, নিপুন-উৎসাহী-ধ্যানীগণ সংযোজন ছিন্ন করে সম্বোধি লাভ করে বিমুক্ত হন ইত্যাদি।

তৃতীয় নিপাতের আলোচ্য বিষয় : অকুশলের মূল তিন প্রকার– লোভ, দ্বেষ ও মোহ। বেদনা তিন প্রকার– কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা সমন্বিত ব্যক্তি মার-রাজ্য অতিক্রম করে সূর্যসম আলোকিত হয়। পুণ্যের অঙ্গ হচ্ছে– দান, শীল, ভাবনা। সম্যক জ্ঞানের দ্বারাই দুঃখ-মুক্তিরূপ নির্বাণ লাভ করা যায়। মারের অস্ত্র হচ্ছে– লোভ, দ্বেষ ও মোহ। এ তিন প্রকার অকুশল দূর করতে পারলেই পুনর্জন্ম বন্ধ হয়। আর্য নিন্দাকারী, মিথ্যাদৃষ্টি সত্ত্বগণ দুঃখদায়ক নরকে গতি প্রাপ্ত হয়। পুত্র তিন প্রকার– অভিজাত, অনুজাত ও অবজাত। এ তিন প্রকার পুত্রের মধ্যে অভিজাত ও অনুজাত পুত্রদ্বয় শ্রদ্ধা, শীলাদি দ্বারা প্রকৃত উপাসক হয়ে পরিষদে মেঘমুক্ত চন্দ্রতুল্য আলোকিত হয়। জগতে সমস্ত কিছুই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। ভবভয়হীন সংগ্রাম বিজয়ী পুরুষোত্তমকে দেবগণ প্রশংসা করেন এবং নমস্কার করেন। যাঁরা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি প্রসন্ন তাঁরাই অগ্রপ্রসন্ন এবং অগ্রপুণ্য-

বিপাক লাভ করে থাকেন। কাষায়বস্ত্রধারী দুঃশীল, পাপকর্মা ও অসংযত ব্যক্তি গৃহীভোগ ও শ্রামণ্যফল এ'উভয় সুখ হতে বঞ্চিত হয়। তাদের পক্ষে শ্রদ্ধা-দত্ত পর-অন্ন ভোজন অপেক্ষা অগ্নি-শিখোপম তপ্ত লৌহের গোলক ভক্ষণ করা মঙ্গলজনক, কারণ দুঃশীল, অসংযত হয়ে পর-অন্ন ভোজন করলে নরকে পড়তে হয়। বুদ্ধ বলেছেন– লোভী, কামাসক্ত, হিংসুক ও অসংযত ব্যক্তি সারাজীবন বুদ্ধের চীবর ধরে কাছে থাকলেও সে বুদ্ধের নিকট হতে বহুদূরে। অপরপক্ষে নির্লোভ, অনাসক্ত, মৈত্রীপরায়ণ ও সংযত ব্যক্তি বহুদূরে অবস্থান করলেও সে বুদ্ধের অতি নিকটেই। কামরাগ ও হিংসা-বিদ্বেষ নির্বাণের পরিপন্থী। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে জন্ম, জরা, ব্যাধি হতে মুক্ত হয়ে অজর অমর অবস্থা লাভ করা যায়। যিনি ধর্মতঃ পূর্বনিবাসস্মৃতি, দিব্যচক্ষু ও আসবক্ষয় জ্ঞান এই ত্রিবিদ্যা জ্ঞানের অধিকারী, তাঁকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা হয় ইত্যাদি।

চতু´ নিপাতের আলোচ্য বিষয় : যে ব্যক্তি দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাকে জেনেছেন– সে আসবসমূহ ক্ষয় করে ভব-বন্ধন থেকে বিমুক্ত হতে পারেন। শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিমুক্তিসম্পন্ন, সম্যক উৎসাহ দাতা ভিক্ষুগণের দর্শন লাভে, সান্নিধ্য লাভে, তাদেরকে শ্রদ্ধা-পরিচর্যা করলে বহু উপকার সাধিত হয়। যে গৃহে পুত্রগণ কর্তৃক মাতা-পিতা পূজিত ও সম্মানিত হন, সেই কুলসমূহ ব্রহ্মা সমতুল্য, কারণে তাঁরাই পূর্ব-আচার্য। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ মাতা-পিতার সেবা-পূজা-পরিচর্যা করে ইহলোকে প্রশংসিত হন এবং পরলোকে স্বর্গেতেও প্রমোদিত হন। যিনি দাঁড়ানে, গমনে, শয়নে ও উপবেশনে কামবিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক ও বিহিংসা বিতর্কাদি অপনোদন করেন, তাঁদেরকে অত্যুৎসাহী, সাবধানী, আরব্ধবীর্য ও উদ্যোগী বলা হয় এবং সেরূপ ভিক্ষুগণের পক্ষেই সম্বোধি লাভ করা সম্ভব। বুদ্ধ তথাগত যা বলেন তা-ই করেন এবং যা করেন তাই বলেন: এ

জন্যে তাঁকে 'তথাগত' বলা হয়। বুদ্ধ তথাগত সর্বলোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে অনাসক্ত হয়ে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন। ত্রিলোকে তাঁর সমতুল্য কেউ নেই, তিনিই সর্বলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ইত্যাদি।

সুমহান ত্রিপিটকীয় গ্রন্থ অত্র 'ইতিবুত্তক' অনুবাদ করতে গিয়ে স্বতঃই মনে এই চিন্তা উদয় হয়েছিল যে, মূলের গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য অব্যাহত রেখে অনুবাদ করা আদৌ সম্ভবপর হবে কিনা। লোক প্রসিদ্ধ মূলপালি গ্রন্থগুলোকে বাংলাভাষায় ভাষান্তরিত করতে হলে যে প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নসহকারে বিবেচনা করেছি। অর্থকথা বা ভাষ্যের বিশদ এবং বহুস্থলে অতিরিক্ত ব্যাখ্যার বোঝার ভারাক্রান্ত না করে যাতে অনুবাদের মূল রচনা-বিন্যাস, ছন্দ, অর্থসঙ্গতি এবং ভাব-গাম্ভীর্য রক্ষা করে, অথচ যাতে যে ভাষায় অনুবাদ করছি তারই রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। গদ্যাংশ গদ্যে এবং পদ্যাংশ পদ্যে অনুবাদ করা হয়েছে, মূলের সাথে যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করে; স্বল্প কথায় বলতে গেলে, যাতে পাঠকের মনে এই ধারণা হয় যেন ভগবান বুদ্ধ পালি ভাষার পরিবর্তে বাংলা-ভাষাতেই তাঁর বাণী প্রচার করছেন। এই প্রকার উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়েই এ অনুবাদ কার্যে ব্রতী হয়েছিলাম। কতদূর কৃতকার্য হয়েছি তা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিচার করবেন। এ ক্ষেত্রে যদি ব্যাকরণগত বা বানানগত অথবা অন্য কোন প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে তা সহজে মার্জনীয়, কারণ আমি তদ্গতচিত্ত হয়ে অনুবাদের মূল লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে আরো উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞ পাঠকগণের সুচিন্তিত মতামত তথা সুপরামর্শাদি একান্ত কাম্য।

এদেশের মাটিতে যাঁর আবির্ভাবে বুদ্ধ-শাসনের এতো উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধিত হয়েছে, প্রকৃত বুদ্ধ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বুদ্ধের মূল নীতি-আদর্শ, বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম-বিনয়

প্রতিপালনের দ্বারা সম্মান, গৌরব, মর্যাদা সহকারে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যাঁর অমৃতময় নৈর্বাণিক ধর্মদেশনা শুনে, যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও যাঁর মহামৈত্রীময় স্নেহ-সান্নিধ্যে থেকে প্রব্রজ্যা জীবন লাভ হয়েছে, যাঁর প্রোৎসাহে পালিভাষা শিক্ষা তথা শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাদি পরমার্থিক ধর্মপথ পরিক্রমা, যাঁর গভীর ভাবমূলক মহামূল্যবান আশীর্বাণীতে বর্তমান গ্রন্থের গুরুত্ব ও উপযোগীতা বহুলাংশে বৃদ্ধি-সমৃদ্ধি পেয়েছে, সেই বিশ্বনন্দিত পরমপূজ্য অর্হৎ, শ্রাবকবুদ্ধ, আমার পরমারাধ্য গুরু-উপাধ্যায়, পরিনির্বাপিত শ্রদ্ধেয় **শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)** মহোদয় এবং যাঁর নিকটে প্রব্রজ্যা প্রাপ্তি হতে শুরু করে এখনো পর্যন্ত অকৃত্রিম আদর-স্নেহ-ভালবাসা, মৈত্রী মাখা সরলতা, দীপ্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নানামুখী মহামঙ্গলময় সাহায্য-সহানুভূতি পেয়ে আসছি, যিনি বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অতিশয় যত্নসহকারে আদ্যপ্রান্ত সংশোধন করে দিয়ে গভীরতত্ত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক সারগর্ভ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, যিনি অনেক পরিশ্রম করতঃ শত–সহস্র মেধার বিকাশ ঘটিয়ে, অতুলনীয় প্রতিভা কাজে লাগিয়ে পুনরায় বাংলার মাটিতে পালিভাষা শিক্ষা প্রদান করে ত্রিপিটকে রক্ষিত সদ্ধর্ম তথা মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্মোপদেশ প্রচার-প্রসার করছেন; যাঁর কাছ থেকে বুদ্ধের ভাষা পালি শিক্ষা গ্রহণ করেছি, সূত্র পিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের 'খুদ্দকপাঠো' এবং 'মার বিজয়ী অর্হৎ উপগুপ্ত' ও 'লাভী শ্রেষ্ঠ অর্হৎ সীবলী' নামক গ্রন্থসহ আরো বেশ কিছু গ্রন্থের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরেছি, সেই মহদুপকারী, বহু পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক, অতুলনীয় প্রতিভাধর, বিদর্শনাচার্য, মদীয় দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু, পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় **শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির** মহোদয়, এই দুই মহান ভিক্ষুকুল রবির মহাপুণ্যাবদান স্মরণ করে, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে পূজা, বন্দনা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পালিভাষা শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন সময় হতে শুরু করে বর্তমান গ্রন্থটির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন করা পর্যন্ত যাঁদের কাছ থেকে অকৃত্রিম স্নেহ-শুভেচ্ছা, মৈত্রী মাখা সরলতা, অকুন্ঠ সুপরামর্শ, দীপ্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহানুভূতি লাভ করেছি, তাঁদের মধ্যে পরমপূজ্য বনভান্তের প্রধান সেবক, চিরসুহৃদ, 'মৈত্রী প্রধান' শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ আনন্দ মিত্র স্থবির মহোদয় এবং পারাজিকা ও সংঘায়ন-প্রশ্ন গ্রন্থের অনুবাদক, সব্রহ্মচারী শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বুদ্ধবংশ স্থবির মহোদয় সহ আরো অনেক বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ভিক্ষুগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের এই উপকার অবিস্মরণীয়। তজ্জন্য শ্রদ্ধেয় ভন্তে মহোদয়গণকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভিবাদন জানাচ্ছি এবং ভিক্ষুসংঘকে জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও বন্দনা। যে কোন কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সহযোগিতা পেলে কাজের সহজ বিকাশ ঘটা সম্ভবপর। বর্তমান ইতিবৃত্তক গ্রন্থটির ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম নয়। এক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রনী ভূমিকা রেখেছেন, তাঁরা হলেন– কর্মবীর, সব্রহ্মচারী শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ রত্নাঙ্কুর স্থবির, থেরীগাথা অট্ঠকথা, রসবাহিনী ও থেরী অপদান গ্রন্থের অনুবাদক, স্নেহভাজন সম্বোধি ভিক্ষু, শিলছড়ি বন হারের অধ্যক্ষ জ্ঞানদীপ ভিক্ষু, প্রিয়শীল করুণাময় ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায় ও সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থের অনুবাদক, স্নেহভাজন প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, সংযুক্ত নিকায় ও প্রতিসম্ভিদা মার্গের অনুবাদক প্রিয়ভাজন সীবক ভিক্ষু, প্রিয়ভাজন ক্ষান্তিবংশ ভিক্ষু, স্নেহভাজন সুভূতি ভিক্ষু, স্নেহভাজন রাহুল ভিক্ষু, স্নেহভাজন সুমনবংশ শ্রামণ, স্নেহভাজন মৈত্রী জগৎ শ্রামণ ও স্নেহভাজন ধর্মরাজ শ্রামণ। উক্ত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল অপ্রমেয় কৃতজ্ঞতা, মৈত্রীময় শুভাশীর্বাদ সহ উত্তরোত্তর উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি ও পরম সুখময় নির্বাণ কামনা। গ্রন্থটি অনুবাদ করতে গিয়ে পূর্বে প্রকাশিত পিটকীয় গ্রন্থ, অভিধানসহ যে সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি, সে সকল গ্রন্থের অনুবাদক, লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বর্তমান গ্রন্থটির অনুবাদ কার্য সমাপ্ত হয়েছিল রাজবন বিহারে অবস্থানকালে ২০০৬ সালের শেষের দিকে এবং পরমপূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের আশীর্বাণী ও পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে মহেদয়ের ভূমিকাও সেই সময়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে অরণ্যে অবস্থানের পরিপেক্ষিতে পুস্তক প্রকাশনার কাজে সময় দিতে পারিনি। তা এখনো একই কারণে আদৌ সম্ভব হয়ে উঠতো না যদি স্নেহভাজন করুণাদীপ ভিক্ষু, স্নেহভাজন জ্ঞানশ্রী ভিক্ষু, স্নেহভাজন আর্যলংকার ভিক্ষু মহোদয় প্রকাশনার বিবিধ দায়িত্ব না নিতেন। উক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মৈত্রীময় শুভাশীর্বাদ। তাদের সকলের ভবিষ্যৎ সদ্ধর্মময় প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত সুন্দর-সুস্থ জীবন ও দুঃখ মুক্তিকর নির্বাণ শান্তি প্রত্যাশা করছি।

আনন্দের বিষয় এই যে, বুদ্ধ-শাসন উন্নয়ন উপাসক-উপাসিকা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং আরো বেশ কয়েকজন শ্রদ্ধাবান-শ্রদ্ধাবতী উপাসক-উপাসিকা যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন অত্র 'ইতিবুত্তক' গ্রন্থটি প্রকাশনার জন্য। তাঁরা গ্রন্থটির মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করে প্রকাশে ব্যবস্থা করেছেন শুধু তা নয়, 'ধর্মদান সকল দানকে জয় করে' তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের এই অমোঘ অমৃতময়ী ধর্মবাণীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অশেষ পুণ্যেরও ভাগী হয়েছেন। বহু প্রচার-প্রসারের পথও সহজ ও সুগম করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাদের এই বদান্যতা বুদ্ধ-শাসনের তথা সমাজে মহদুপকার সাধন করলো। এই উদারতার গুণেই হয়েছেন তাঁরা বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন। উক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই আশীর্বাদ করছি, তাঁরা যেন চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি জ্ঞান এবং পরম সুখময় নির্বাণ শান্তি লাভ করেন।

ধর্ম-গ্রন্থ মাত্রেই গল্প, নাটক-উপন্যাসের মতো একবার মাত্র পাঠ করে সারার্থ উপলব্দি করা যায় না এবং অনেকের পক্ষে তা

রুচিকরও নয়। তদুপরি জ্ঞানপ্রধান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে হৃদয়ঙ্গম করা জ্ঞানীদের পক্ষেও বহু ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, অপরের কথাই বা কি? অতএব এই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে অমৃতরূপ ধর্মরস পানেচ্ছুকগণ বিপুল শ্রদ্ধা ও গভীর একাগ্রতার সাথেই পাঠ করুন এবং প্রয়োজন হলে একই পরিচ্ছেদ পুনঃপুন অধ্যয়ন করে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করুন। পুনঃপুন অধ্যয়ন করে যখন অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে তখন ধর্মরস যে কি সুস্বাদু, কি অমৃতমধুর মিষ্ট তা নিজেই উপলব্দি করতে পারবেন। তাই বলা হয়েছে- "ধম্মরসো সব্বরসং জিনাতি" অর্থাৎ ধর্মরস সকল রসকে জয় করে। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের বিমুক্তি রসে ভরপুর অমৃতময়ী ধর্মবাণী সম্বলিত অত্র 'ইতিবুত্তক' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে পাঠক-পাঠিকাগণ আনন্দিত ও রসাভিষিক্ত হোন, মুক্তিমশালের দিগন্ত উদ্ভাসিত প্রভায় নিজে প্রভান্বিত হয়ে অপরকেও প্রভাদানে সমর্থ হোন।

"জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক"

ইতি-

শ্রীমৎ মেত্তাবংশ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

২৫৫৫ বুদ্ধবর্ষের ১২ই মার্চ,
২০১২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ সোমবার।

বিষয়-সূচী

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

১. এক নিপাত

১. প্রথম বর্গ

১. লোভ সূত্র ০১
২. দ্বেষ সূত্র ০১
৩. মোহ সূত্র ০২
৪. ক্রোধ সূত্র ০৩
৫. ম্রক্ষ সূত্র ০৩
৬. মান সূত্র ০৪
৭. সর্বপরিজ্ঞা সূত্র ০৫
৮. মানপরিজ্ঞা সূত্র ০৫
৯. লোভপরিজ্ঞা সূত্র ০৬
১০. দ্বেষপরিজ্ঞা সূত্র ০৭

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. মোহপরিজ্ঞা সূত্র ০৮
২. ক্রোধপরিজ্ঞা সূত্র ০৮
৩. ম্রক্ষ পরিজ্ঞা সূত্র ০৯
৪. অবিদ্যা নীবরণ সুত্র ১০
৫. তৃষ্ণাসংযোজন সূত্র ১০
৬. প্রথম শৈক্ষ্য সূত্র ১১
৭. দ্বিতীয় শৈক্ষ্য সূত্র ১২
৮. সঙ্ঘভেদ সূত্র ১২
৯. সঙ্ঘসামগ্রীকতা সূত্র ১৩
১০. প্রদুষ্টচিত্ত সূত্র ১৪

বিষয়-সূচী

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

৩. তৃতীয় বর্গ

১. প্রসন্নচিত্ত সূত্র ১৫
২. মৈত্রী সূত্র ১৫
৩. উভয়ার্থ সূত্র ১৭
৪. অস্থিপুঞ্জ সূত্র ১৭
৫. মিথ্যাবাক্য সূত্র ১৮
৬. দান সূত্র ১৯
৭. মৈত্রীভাবনা সূত্র ২০

২. দ্বিতীয় নিপাত

১. প্রথম বর্গ

১. দুঃখবিহার সূত্র ২৩
৯. সুখবিহার সূত্র ২৩
৩. তপনীয় সূত্র ২৪
৪. অতপনীয় সূত্র ২৫
৫. প্রথমশীল সূত্র ২৬
৬. দ্বিতীয়শীল সূত্র ২৬
৭. অত্যুৎসাহী সূত্র ২৭
৮. প্রথম নকুহন সূত্র ২৭
৯. দ্বিতীয় নকুহন সূত্র ২৮
১০. সৌমনস্য সূত্র ২৯

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. বিতর্ক সূত্র ৩০
২. দেশনা সূত্র ৩২
৩. বিদ্যা সূত্র ৩২
৪. প্রজ্ঞাপরিহানী সূত্র ৩৩

বিষয়-সূচী

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

৫. শুক্র ধর্ম সূত্র ৩৪
৬. অজাত সূত্র ৩৫
৭. নির্বাণধাতু সূত্র ৩৬
৮. নির্জনতা সূত্র ৩৭
৯. শিক্ষার সুফল সূত্র ৩৮
১০. জাগ্রত সূত্র ৩৯
১১. অপায়িক সূত্র ৪০
১২. দৃষ্টিগত সূত্র ৪১

৩. তৃতীয় নিপাত

১. প্রথম বর্গ

১. মূল সূত্র ৪৩
২. ধাতু সূত্র ৪৩
৩. প্রথম বেদনা সূত্র ৪৪
৪. দ্বিতীয় বেদনা সূত্র ৪৫
৫. প্রথম এষনা সূত্র ৪৬
৬. দ্বিতীয় এষনা সূত্র .৪৬
৭. প্রথম আসব সূত্র ৪৭
৮. দ্বিতীয় আসব সূত্র ৪৭
৯. তৃষ্ণা সূত্র ৪৮
১০. মাররাজ্য সূত্র ৪৯

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. পুণ্যক্রিয়াবস্তু সূত্র .৫০
২. চক্ষু সূত্র ৫০
৩. ইন্দ্রিয় সূত্র ৫১
৪. কাল সূত্র ৫২

বিষয়-সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

৫. দুঃশ্চরিত্র সূত্র ৫২
৬. সুচরিত্র সূত্র ৫৩
৭. শুচিতা সূত্র ৫৪
৮. মৌনেয়্য সূত্র ৫৪
৯. প্রথম রাগ সূত্র ৫৫
১০. দ্বিতীয় রাগ সূত্র ৫৫

৩. তৃতীয় বর্গ

১. মিথ্যাদৃষ্টি সূত্র ৫৭
২. সম্যক দৃষ্টি সূত্র ৫৮
৩. নিঃসরণীয় সূত্র ৫৯
৪. শান্ততর সূত্র ৬০
৫. পুত্র সূত্র ৬০
৬. অবৃষ্টিক সূত্র ৬২
৭. সুখ প্রার্থনা সূত্র ৬৪
৮. ভঙ্গুর সূত্র ৬৬
৯. ধাতুসংশ্লিষ্ট সূত্র ৬৬
১০. পরিহানি সূত্র ৬৮

৪. চতুর্থ বর্গ

১. বির্তক সূত্র ৬৯
২. সংকার সূত্র ৭০
৩. দেব-শব্দ সূত্র ৭১
৪. পঞ্চ পূর্বনিমিত্ত সূত্র ৭২
৫. বহুজনহিত সূত্র ৭৪

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৬. অশুভানুদর্শী সূত্র	৭৬
৭. ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন সূত্র	৭৭
৮. অন্ধকারণ সূত্র	৭৮
৯. অন্তরামল সূত্র	৭৯
১০. দেবদত্ত সূত্র	৮১
৫. পঞ্চম বর্গ	
১. অগ্রপ্রসাদ সূত্র	৮৩
২. জীবিকা সূত্র	৮৪
৩. সঙ্ঘাটিকোণ সূত্র	৮৬
৪. অগ্নি সূত্র	৮৭
৫. উপপরীক্ষা সূত্র	৮৮
৬. কামোৎপত্তি সূত্র	৮৯
৭. কামযোগ সূত্র	৯০
৮. কল্যাণশীল সূত্র	৯১
৯. দান সূত্র	৯২
১০. ত্রিবিদ্যা সূত্র	৯৩
৪. চতুর্থ নিপাত	
১. ব্রাহ্মণ ধর্মযজ্ঞ সূত্র	৯৬
২. সুলভ সূত্র	৯৬
৩. আসবক্ষয় সূত্র	৯৭
৪ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র	৯৮
৫. শীলসম্পন্ন সূত্র	১০০
৬. তৃষ্ণা উৎপাদ সূত্র	১০১

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৭. সব্রহ্মক সূত্র	১০২
৮. বহুকার সূত্র	১০৩
৯. কুহক সূত্র	১০৪
১০. নদীস্রোত সূত্র	১০৫
১১. চর সূত্র	১০৬
১২. সম্পন্নশীল সূত্র	১০৯
১৩. লোক সূত্র	১১০

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে প্রণাম।

১. এক নিপাত

১. প্রথম বর্গ

১. লোভ সূত্র

১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! একটি ধর্ম (বিষয়) পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি- তোমরা অনাগামী পর্যন্ত লাভ করতে পারবে। সেই একটি ধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! লোভধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি- তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"লোভে লুব্ধ অভিভূত যেই সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যক জ্ঞানে লোভের ধর্মতা,
বিদর্শকে[১] ত্যাগ করে এ'লোভ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

২. দ্বেষ সূত্র

২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের

---

[১]. **বিদর্শক-** বিদর্শন ভাবনাকারী, বিদর্শন যানিক, বিদর্শন ধ্যানী।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি– তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে। সেই একটি ধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! দ্বেষধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি– তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা বললেন–

"দ্বেষে দুষ্টাচ্ছন্ন হয় যেই সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যক জ্ঞানে লোভের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'দ্বেষ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৩. মোহ সূত্র

৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি– তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে। সেই একটি ধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! মোহধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি– তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"মোহে মোহাচ্ছন্ন হয় যেই সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যক জ্ঞানে মোহের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'মোহ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"

ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৪. ক্রোধ সূত্র

৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি– তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে। সেই একটি ধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! ক্রোধধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি– তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"ক্রোধে ক্রুদ্ধ অভিভূত যেই সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যক জ্ঞানে ক্রোধের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'ক্রোধ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৫. ম্রক্ষ (কপটতা) সূত্র

৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! ম্রক্ষ (কপটতা) ধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি– তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে। সেই একটি ধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! ম্রক্ষধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি– তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"ম্রক্ষে ম্রক্ষিতাচ্ছন্ন হয় যে সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যক জ্ঞানে ম্রক্ষের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'ম্রক্ষ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৬. মান (অহংকার) সূত্র

৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! একটি ধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি- তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে। সেই একটি ধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! মান (অহংকার) ধর্ম পরিত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছি- তোমরা অনাগামী মার্গফল পর্যন্ত লাভ করতে পারবে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"মানে মত্ত অভিভূত যেই সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যক জ্ঞানে মানের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'মান সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৭. সর্বপরিজ্ঞা (পরিজ্ঞান) সূত্র

৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! সর্ববিষয়ে সম্যকভাবে অভিজ্ঞ না হলে, পরিজ্ঞাত না হলে; তাতে তার চিত্ত বিরাগপ্রাপ্ত হয় না, আসক্তি পরিত্যাগ হয় না; ফলে, দুঃখসমূহ ক্ষয় করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়। হে ভিক্ষুগণ! যে সর্ববিষয় সম্যকভাবে জানে এবং পরিজ্ঞাত হয়, তখন তার চিত্ত সে বিষয়ে বিরাগপ্রাপ্ত হয়, আসক্তিও পরিত্যাগ হয়; ফলে, তার পক্ষেই দুঃখের ক্ষয় সাধন করা সম্ভব হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যিনি সর্ববিষয় সর্বতোভাবে জ্ঞাত,
তার চিত্তই সর্ববস্তুতে অনাসক্ত;
তিনিই সর্ব বিষয়ে হন পরিজ্ঞাত,
সর্বদুঃখ ক্ষয়ে বিমুক্তিতে পারগত ।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৮. মান (অহংকার) পরিজ্ঞা সূত্র

৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! যিনি অহংকারকে সম্যকভাবে জানেন না, সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন না এবং উহা হতে স্বীয় চিত্তকে দূরে রাখেন না ও পরিত্যাগ করেন না- তার পক্ষে দুঃখকে ক্ষয় করা অসম্ভব। হে ভিক্ষুগণ! যিনি অহংকারকে প্রত্যক্ষভাবে জানেন, সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন এবং উহা হতে চিত্তকে দূরে রাখেন ও পরিত্যাগ করেন, তার পক্ষেই দুঃখকে ক্ষয় করা সম্ভব।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"মানে মত্ত জান, সকল মানবগণ,
মান গ্রন্থিতে বদ্ধ হয়ে আনন্দিত মন;

না জেনে সম্যকভাবে এই অহংকার,
পুন আসিতে হয়, এই ভব সংসার।
যিনি এই অহংকার ত্যজিয়ে ভুবনে,
বিমুক্ত হয়ে বিচরে অহংকার বিনে;
অহংকার গ্রন্থি ছিন্ন করে অতঃপর,
দুঃখমুক্ত হন তিনি শান্তি নিরন্তর।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৯. লোভপরিজ্ঞা সূত্র

৯. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! যিনি লোভ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অপরিজ্ঞাত হয়, তখন তার চিত্ত লোভ সম্বন্ধে বিরাগপ্রাপ্ত হয় না, আসক্তি পরিত্যাগ হয় না; ফলে, দুঃখসমূহ ক্ষয় করা তার পক্ষে অসম্ভব। হে ভিক্ষুগণ! যিনি লোভ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পরিজ্ঞাত হয়; তখন তার চিত্ত লোভ সম্বন্ধে বিরাগপ্রাপ্ত হয়, আসক্তিও পরিত্যক্ত হয়; তার পক্ষেই দুঃখসমূহ ক্ষয় করা সম্ভব।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"লোভে লুব্ধ অভিভূত যেই সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যকজ্ঞানে লোভের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'লোভ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

১০. দ্বেষপরিজ্ঞা সূত্র

১০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! যিনি দ্বেষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অপরিজ্ঞাত হয়, তখন তার চিত্ত দ্বেষ সম্বন্ধে বিরাগপ্রাপ্ত হয় না, আসক্তি পরিত্যাগ হয় না; ফলে দুঃখসমূহ ক্ষয় করা তার পক্ষে অসম্ভব। হে ভিক্ষুগণ! যিনি দ্বেষ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পরিজ্ঞাত হন; তখন তার চিত্ত দ্বেষ সম্বন্ধে বিরাগপ্রাপ্ত হয়, আসক্তিও পরিত্যক্ত হয়; তার পক্ষেই দুঃখসমূহ ক্ষয় করা সম্ভব।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"দ্বেষে দুষ্টাচ্ছন্ন হয় যেই সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যকজ্ঞানে দ্বেষের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'দ্বেষ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

প্রথম বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

রাগ, দ্বেষ আর মোহ ক্রোধ, ম্রক্ষ, মান সর্ব;
মানসহ পুন রাগ-দ্বেষ প্রকাশিত বর্গনাম প্রথমে ॥

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. মোহপরিজ্ঞা সূত্র

১১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! যিনি মোহ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অপরিজ্ঞাত হয়, তখন তার চিত্ত মোহ সম্বন্ধে বিরাগপ্রাপ্ত হয় না, আসক্তি পরিত্যাগ হয় না; ফলে দুঃখসমূহ ক্ষয় করা তার পক্ষে অসম্ভব। হে ভিক্ষুগণ! যিনি মোহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পরিজ্ঞাত হয়; তখন তার চিত্ত মোহ সম্বন্ধে বিরাগপ্রাপ্ত হয়, আসক্তিও পরিত্যক্ত হয়; তার পক্ষেই দুঃখসমূহ ক্ষয় করা সম্ভব।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"মোহে মোহাচ্ছন্ন হয় যেই সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যক জ্ঞানে মোহের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'মোহ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

২. ক্রোধপরিজ্ঞা সূত্র

১২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! যিনি ক্রোধ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অপরিজ্ঞাত হয়, তখন তার চিত্ত ক্রোধ সম্বন্ধে বিরাগপ্রাপ্ত হয় না, আসক্তি পরিত্যাগ হয় না; ফলে, দুঃখসমূহ ক্ষয় করা তার পক্ষে অসম্ভব। হে ভিক্ষুগণ! যিনি ক্রোধ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পরিজ্ঞাত হন; তখন তার চিত্ত ক্রোধ সম্বন্ধে বিরাগপ্রাপ্ত হয়, আসক্তিও পরিত্যক্ত হয়; তার

পক্ষেই দুঃখসমূহ ক্ষয় করা সম্ভব।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"ক্রোধে ক্রুদ্ধ অভিভূত যেই সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যক জ্ঞানে ক্রোধের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'ক্রোধ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৩. ম্রক্ষ (প্রবঞ্চনা) পরিজ্ঞা সূত্র

১৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! যিনি ম্রক্ষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অপরিজ্ঞাত হন, তখন তার চিত্ত ম্রক্ষ সম্বন্ধে বিরাগপ্রাপ্ত হয় না, আসক্তি পরিত্যাগ হয় না; ফলে, দুঃখসমূহ ক্ষয় করা তার পক্ষে অসম্ভব। হে ভিক্ষুগণ! যিনি ম্রক্ষ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পরিজ্ঞাত হন; তখন তার চিত্ত ম্রক্ষ সম্বন্ধে বিরাগপ্রাপ্ত হয়, আসক্তিও পরিত্যক্ত হয়; তার পক্ষেই দুঃখসমূহ ক্ষয় করা সম্ভব।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"ম্রক্ষে ম্রক্ষিতাচ্ছন্ন হয় যে সত্ত্বগণ,
হইবে তাহাদের দুর্গতিতে গমন;
জানিয়া সম্যকজ্ঞানে ম্রক্ষের ধর্মতা,
বিদর্শকে ত্যাগ করে এ'ম্রক্ষ সর্বথা;
পরিত্যাগ হবে যবে আসিবে না আর,
পুনঃপুন লভিতে জন্ম এ'ভব মাঝার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৪. অবিদ্যা নীবরণ সুত্র

১৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! আমি অবিদ্যার সমান অন্য কোন একটি নীবরণ দেখছি না, যে নীবরণ দ্বারা আবৃত (আবদ্ধ) হয়ে মানবগণকে দীর্ঘকাল সন্ধাবিত হতে হয়, সংসারে সঞ্চরণ করতে হয়। হে ভিক্ষুগণ! অবিদ্যা-নীবরণে আবদ্ধ মানবগণ দেহান্তরিত হয়ে দীর্ঘকাল সংসারে সন্ধাবিত হতে হয়, সঞ্চারিত হতে হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"অন্য কোন বাধা নেই মোহের সমান,
যে ধর্মে আবদ্ধ জীবে ঘুরে অপ্রমাণ;
সংসার ভ্রমণ করায় অহোরাত্র ধরে,
মোহে আবদ্ধ হয়ে জীব ঘুরে সংসারে।
জ্ঞানাস্ত্রে করিবে যবে মোহের নিধন,
তমঃস্কন্ধ দূর হবে জানিবে তখন;
পুনর্জন্ম হবে না আর এ'ভব সংসারে,
তাহার কারণ কভু থাকিতে না পারে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৫. তৃষ্ণাসংযোজন সূত্র

১৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! আমি তৃষ্ণা-সংযোজনের সমান অন্য কোন একটি সংযোজন দেখছি না, যে সংযোজনের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে সত্ত্বগণকে দীর্ঘকাল দেহান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে সংসারে পরিভ্রমণ (পুনর্জন্ম গ্রহণ) করতে হয়। হে ভিক্ষুগণ! তৃষ্ণা-সংযোজনের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে দীর্ঘকাল সংসারে পরিভ্রমণ করতে হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"তৃষ্ণার চিরসাথী হয় যদি কোনজন,
দীর্ঘপথে যাত্রা করে জন্মের কারণ;
সংসারের বাহিরে সে যেতে নাহি পারে,
নানা সত্ত্ব হয়ে থাকে জন্ম-জন্মান্তরে।
জানেন উপদ্রব এই মতিমান জন,
তৃষ্ণাই সত্ত্বগণের দুঃখের কারণ;
বীততৃষ্ণা হয়ে ভিক্ষু করিবে বিহার,
উপাদান ছিন্ন হবে, তৃষ্ণা পরিহার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৬. প্রথম শৈক্ষ্য সূত্র

১৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য(অর্হত্ত্ব অপ্রাপ্ত)গণ যারা অনুত্তর যোগক্ষেম (নির্বাণ) লাভে ইচ্ছুক, সেই অপ্রাপ্ত প্রার্থী হয়ে অবস্থানকারীর জন্য আধ্যাত্মিক অঙ্গসমূহের মধ্যে বহু উপকারী এমন একটি অঙ্গও দেখতে পাচ্ছি না, যা জ্ঞানপূর্বক মনোযোগতুল্য হতে পারে। হে ভিক্ষুগণ! এই জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ প্রয়োগ করেই অকুশলকে পরিত্যাগ করা যায় এবং কুশলকে ভাবিত করা যায়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পক্ষে সম্যক মনস্কার,
নির্বাণ লভিতে জান অন্য নাহি আর;
জ্ঞানত মনোযোগী ভিক্ষু যে পদে স্থিত,
দুঃখক্ষয়ে নির্বাণ লাভ জানিবে নিশ্চিত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৭. দ্বিতীয় শৈক্ষ্য সূত্র

১৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য(অর্হত্ত্ব অপ্রাপ্ত)গণ যারা অনুত্তর যোগক্ষেম (নির্বাণ) লাভে ইচ্ছুক, সেই অপ্রাপ্ত প্রার্থী হয়ে অবস্থানকারীর জন্য আধ্যাত্মিক অঙ্গসমূহের মধ্যে বহু উপকারী এমন একটি অঙ্গও দেখতে পাচ্ছি না, যা জ্ঞানপূর্বক মনোযোগতুল্য হতে পারে। হে ভিক্ষুগণ! এই জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ প্রয়োগ করেই অকুশলকে পরিত্যাগ করা যায় এবং কুশলকে ভাবিত করা যায়।" ভগবান এর অর্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যে ভিক্ষু প্রাপ্ত হবে কল্যাণমিত্র জনে,
সগৌরবে পূজিবে তারে সেবিবে যতনে;
মিত্রবাক্য সম্প্রজ্ঞানে পালিলে যতনে,
অনুক্রমে পাবে শক্তি বন্ধন ছেদনে ।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৮. সঙ্ঘভেদ সূত্র

১৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! একটি ধর্ম লোকে (জগতে) উৎপন্ন হয়, তা বহুজনের অহিতের জন্য, বহুজনকে অসুখী করার জন্য ও বহুজনের অনর্থের জন্য এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের জন্য। সেই একটি ধর্ম (বিষয়) কি? সঙ্ঘভেদ। হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘগণ যদি বিভক্ত হয়ে পরস্পরকে মন্দবাক্য বলে, পরস্পর পরস্পরকে আক্রোশ করে এবং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিবর্জিত হয়; তদ্ধেতু যারা পূর্ব হতে অপ্রসন্ন ছিল, তারা প্রসন্ন হয় না; যারা প্রসন্ন ছিল তাদের কারো-কারো অন্যথা ভাব হয় অর্থাৎ তাদের প্রসন্নতা পরিহানি হয়।" ভগবান এর অর্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"এ জগতে সঙ্ঘভেদী যেইজন হয়,
অপায় নরকে কল্পকাল সেই রয়;
অধার্মিক ভেদধর্মী হয় যেইজন,
যোগক্ষেমের হেতু ধ্বংস করে সেজন;
সঙ্ঘের একতায় বিভেদ সৃষ্টি করে,
কল্পস্থায়ী দুঃখ ভোগে নরকেতে পড়ে ।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৯. সঙ্ঘসামগ্রীকতা (একতা) সূত্র

১৯. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! একটি ধর্ম জগতে উৎপন্ন হয়, তা বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য ও বহুজনের মঙ্গলার্থে এবং দেব-মনুষ্যের হিত-সুখের জন্য। সেই একটি ধর্ম কি? সঙ্ঘের একতা। হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘগণ সমন্বিত হয়ে পরস্পর পরস্পরে বাদানুবাদ না করলে, পরস্পর পরস্পরকে পরিভাষণ না করলে, পরস্পর পরস্পকে আক্রোশ না করলে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিবর্জিত হয় না। তদ্ধেতু যারা পূর্বে অপ্রসন্ন ছিল, তারা প্রসন্ন হয়। যারা প্রসন্ন তারা আরও প্রসন্নতা লাভ করে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"সুখকর জান নিশ্চয় সঙ্ঘের একতা,
পরস্পর মিলনে যিনি করে সহায়তা;
একতায় আনন্দ লভে ধার্মিক সুজন,
যোগক্ষেম ধ্বংস নাহি করে সেইজন;
একতায় আবদ্ধ করে সঙ্ঘকে যেজন,
কল্পকাল স্বর্গেতে তিনি প্রমোদিত হন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১০. প্রদুষ্টচিত্ত সূত্র

২০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! আমি এ জগতে কোন একজন প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তির চিত্ত নিজের চিত্ত দ্বারা স্পষ্টভাবে জেনেছি যে- 'এই ব্যক্তির যদি এই সময়ে মৃত্যু (কালক্রিয়া) হয়; তাহলে মস্তকে করে আনীত ভাণ্ড নিক্ষেপতুল্য সে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।' তার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ ! তার চিত্ত প্রদুষ্ট। হে ভিক্ষুগণ ! চিত্ত দূষিত হেতু কোন কোন সত্ত্বগণ দেহান্তে মরণের পর অপায়, দুর্গতি ও বিনিপাত প্রাপ্ত হয় এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"প্রদুষ্ট চিত্ত যার জানেন তথাগত,
অবস্থান করেন তিনি হয়ে অবগত;
প্রকাশ করেন বুদ্ধ ইহার মর্মার্থ,
ভিক্ষুসঙ্ঘ মাঝে থাকি প্রভু তথাগত;
এমন চিত্তের ব্যক্তি মরে যেই সময়ে,
প্রদুষ্টচিত্ত হেতু উৎপত্তি হয় নিরয়ে;
মস্তকে বাহিত ভাণ্ড নিক্ষিপ্ত যেভাবে,
দুষ্টমতি সত্ত্বগণ দুর্গতিতে পড়িবে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

মোহ-ক্রোধ-ম্রক্ষ অবিদ্যা-তৃষ্ণা-শৈক্ষ্যদ্বয়;
ভেদ সামগ্রীকতা-পুদ্গল নিয়ে বর্গ দ্বিতীয় ॥

৩. তৃতীয় বর্গ

১. প্রসন্নচিত্ত সূত্র

২১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! আমি এ জগতে কোন একজন প্রসন্নচিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির চিত্ত নিজের চিত্ত দ্বারা স্পষ্টভাবে জেনেছি যে- 'এই ব্যক্তি যদি এই সময়ে কালক্রিয়া (মৃত্যু) হয়; তাহলে সে নিজের কর্ম দ্বারা (মস্তকে করে আনীত ভাণ্ড নিক্ষেপ-তুল্য) স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হবে।' তার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ! তার চিত্ত (ত্রিরত্নের প্রতি) প্রসন্ন। হে ভিক্ষুগণ! চিত্ত (বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ এ ত্রিরত্নের প্রতি) প্রসন্ন হেতু কোন কোন সত্ত্বগণ দেহান্তে মরণের পর সুগতি ও স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"প্রসন্ন চিত্ত যার জানেন তথাগত,
অবস্থান করেন তিনি হয়ে অবগত;
প্রকাশ করেন বুদ্ধ ইহার মর্মার্থ,
ভিক্ষুসঙ্ঘ মাঝে থাকি প্রভু তথাগত;
এমন চিত্তের ব্যক্তি মরে যে সময়েতে
প্রসন্নচিত্ত হেতু উৎপত্তি সুগতিতে;
মস্তকে বাহিত ভাণ্ড নিক্ষিপ্ত যেমন,
প্রসন্নচিত্ত সত্ত্বগণ সুগতি-গমন ।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

২. মৈত্রী সূত্র

২২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! পুণ্যকে ভয় করিওনা। হে ভিক্ষুগণ! ইষ্ট (তৃপ্তিদায়ক), কান্ত (কমণীয়), প্রিয়, মনোজ্ঞ ও জাতসুখ এগুলো

পুণ্যেরই প্রতিশব্দ। হে ভিক্ষুগণ! আমি স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে কৃতপুণ্যের ইষ্ট, কমণীয়, প্রিয়, মনোজ্ঞ, জাতসুখ বিপাকের কারণ বিশেষরূপে প্রত্যক্ষানুভূতি করেছি। সাতবৎসর মৈত্রীভাবনা করে আমি সপ্ত সংবর্ত-বিবর্ত কল্প এই কামলোকে পুনরাগমন (জন্মগ্রহণ) করিনি। হে ভিক্ষুগণ! সংবর্তকাল পূর্ণ হলে আমি আভস্বর ব্রহ্মলোকে গমন করি, বিবর্তকাল সমাপ্ত হলে আমি শূন্যে ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হয়েছি।"

"হে ভিক্ষুগণ! সেখানে আমি ব্রহ্মা হতে মহাব্রহ্মা, অপরাজিত সর্বদর্শী ও সর্বশক্তিমান এবং স্বীয় চিত্তকে বশীভূত রাখতে সমর্থবান হয়েছি। হে ভিক্ষুগণ! আমি ছত্রিশবার দেবাধিপতি ইন্দ্র হয়েছি। বহুশতবার রাজা, চক্রবর্তী, ধার্মিক ধর্মরাজ হওতঃ চতুর্দিক বিজয়ী হয়ে সপ্তরত্ন সমন্বিত হয়েছি, আর প্রাদেশিক রাজার কথাই বা কি?"

"হে ভিক্ষুগণ! তখন আমার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল- 'ইহা আমার কোন কর্মের ফল ও কোন কর্মের বিপাক, যার দ্বারা আমি এরূপ মহিমান্বিত (মহা ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন) এবং মহানুভবসম্পন্ন হয়েছি? হে ভিক্ষুগণ! তখন আমার মনে স্মরণ হয়- 'ইহা আমার তিনটি কর্মের ফল ও তিনটি কর্মের বিপাক, যার দ্বারা আমি এরূপ মহা ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন এবং মহানুভব সম্পন্ন হয়েছি; সেই তিনটি কর্ম হলো- দান, দম (আত্মদমন) ও সংযম।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"প্রথম শিক্ষণীয় দান পুণ্য কর্মের,
ইহা হতে চিরসুখ আসে মানবের;
সমচিত্ত হয়ে সদা দানে হও রত,
মৈত্রীচিত্তে দয়া কর প্রাণীকুল যত।
অনুশীলন করিলে এ'কর্ম ত্রিবিধ,
লভিবে নিশ্চয় বিবিধ সুখ-সম্পদ;
পণ্ডিতেরা জন্ম লভে গিয়ে স্বর্গধামে,
চিরঞ্জীবী হয়ে থাকে মহানন্দারামে।"

ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৩. উভয়ার্থ সূত্র

২৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! একটি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে উভয়কালের (ঐহিক-পারত্রিক) হিত-সুখার্থ সংস্থিত হয়। সেই একটি ধর্ম কি? কুশল ধর্মে অপ্রমাদ। হে ভিক্ষুগণ! এই একটি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত করলে ঐহিক-পারত্রিক উভয়কালের হিত-সুখার্থ স্থির নিশ্চিত হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"প্রশংসা করেন পণ্ডিত অপ্রমাদ গুণ,
পুণ্য কর্মেতে তিনি চেষ্টি অনুক্ষণ;
পণ্ডিত অপ্রমাদী হবেন সে নিশ্চিয়,
উভয় কালেতে লভে মহানন্দময়।
ইহলোকে মঙ্গল হবে জানিবে সবাই,
পরকালে একই রূপ পাবে নিঃসংশয়;
কারণ উত্তম গতি জেনেছেন তিনি,
সে কারণে পণ্ডিত তিনি মহামুনি।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৪. অস্থিপুঞ্জ সূত্র

২৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! একজন মানুষ দেহান্তরের মাধ্যমে কল্পকাল ধরে সঞ্চরিত হতে গিয়ে তার মহা অস্থি-কঙ্কাল, অস্থিপুঞ্জ, অস্থিরাশি এতো বিশাল হতো যে, তা যদি বিনাশ হতে না দিয়ে সংগ্রহ করে সঞ্চিত করা হতো, তাহলে মহা বৈপুল্য পর্বতকে অতিক্রম

করতো।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"একেক জন্মের প্রতিটি অস্থি-কঙ্কাল,
যদি সঞ্চয় করা হতো এক কল্পকাল;
সেই কঙ্কাল স্তূপ হতো পর্বত সমান,
এই সত্য প্রকাশে বুদ্ধ-মহাচক্ষুষ্মান।
তিনি এর সাদৃশ্যতা করেন বর্ণনা,
বৈপুল্য পর্বত সম করিয়া তুলনা;
গৃধ্রকূট পর্বতের উত্তর দিকেতে,
মগধের দুর্গ বলে ইহা জগতেতে।
সম্যক প্রজ্ঞায় যিনি করেন দর্শন,
চারি আর্যসত্য তিনি অধিগত হন;
দুঃখ আছে আর আছে দুঃখের কারণ,
দুঃখের নিরোধ আছে জানিবে সুজন;
অষ্ট আর্যমার্গ পথ দুঃখ ক্ষয়কর,
মুক্ত হতে দুঃখ থেকে এই পথ ধর;
সপ্তবার জন্ম লভি এ'ভব সংসারে,
সর্ববন্ধন ছিন্ন করি, দুঃখ ক্ষয় করে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৫. মিথ্যা বাক্য সূত্র

২৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! আমি বলছি, যে ব্যক্তি একটি ধর্ম অতিক্রম (লঙ্ঘন) করে, তার এমন কোন পাপকর্ম অকরণীয় নেই, যা সে করতে পারে না। সেই একটি ধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! সজ্ঞানে মিথ্যা বাক্য বলা।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"একমাত্র ধর্ম লঙ্ঘন করে যেজন
অবাধে সর্বত্র করে যে মিথ্যা-ভাষণ;
আর যেবা পরলোক অবিশ্বাস করে,
হেন পাপ নাহি তার করিতে না পারে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৬. দান সূত্র

২৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! দান দেওয়ার বিপাক (ফল) সম্বন্ধে আমি যেরূপ জানি, সত্ত্বগণ যদি সেরূপ জানতো, তাহলে তারা দান না দিয়ে ভোজন করতো না এবং তাদের চিত্তও কার্পণ্য-মল দ্বারা অধিগৃহীত হতো না। যারা দানের ফল সম্বন্ধে জানে, তারা প্রতিগ্রাহক (দান দিবার পাত্র) বিদ্যমান থাকলে নিজের জন্য রক্ষিত একগ্রাস মাত্র ভোজ্য বস্তু হতেও দান না দিয়ে ভোগ করতো না। হে ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণ দানের ফল সম্বন্ধে আমার মতো ভালভাবে জানেন না, সেজন্য তারা দান না দিয়েই ভোজন করে। সুতরাং তাদের চিত্ত মাৎসর্য-মল দ্বারা অধিগৃহীত হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"সত্ত্বগণ জানত যদি বলে মহামুনি,
দানের মহত্ত্বফল যত আমি জানি;
মহানন্দে ত্যজি তারা সর্ব কৃপণতা,
সংঘক্ষেত্রে দান দিত হয়ে বদান্যতা।
আর্যগণেরা দান দেয় যেকোন কালে,
যেখানে দিলে দান মহত্ত্বফল ফলে।
বহুজনে অন্ন-পানীয় করিয়া দান,
অর্জন করে তারা মহান পুণ্যধন;

ইহ-জীবন ত্যাগ করে মানবগণ,
সুখের স্বর্গে গমন করে দাতাগণ।
দেবলোকে গিয়ে তারা দিব্যসুধা জানে,
আত্ম-তৃপ্তি লভে তখন স্বর্গসুধা পানে;
স্বার্থত্যাগ কর জানি সবে এর মর্ম,
উদার প্রসন্ন চিত্তে কর দান ধর্ম ।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৭. মৈত্রীভাবনা সূত্র

২৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য যত প্রকার পুণ্যক্রিয়ার বস্তু দানজাত পুণ্য আছে, তা মৈত্রীভাবনা দ্বারা উৎপন্ন চিত্ত-বিমুক্তি যেই পুণ্য হয় তার ষোলভাগের একাংশও নহে। মৈত্রীভাবনা দ্বারা উৎপন্ন চিত্তজাত পুণ্য দানপুণ্যের সীমা অতিক্রম করে প্রভাস্বর, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেমন- সকল তারকারাজীর প্রভা চন্দ্রপ্রভার ষোড়শাংশের একাংশ হয় না, চন্দ্রপ্রভা যেরূপ সকল সীমা অতিক্রম করে প্রভাস্বর, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হয়; হে ভিক্ষুগণ! ঠিক সেরূপ পার-লৌকিক মঙ্গলের জন্য যত প্রকার পুণ্যক্রিয়ার বস্তু দানজাত পুণ্য আছে; তন্মধ্যে ঐগুলোর পুণ্য মৈত্রীভাবনার ষোল অংশের একাংশও নহে। বিমুক্তি চিত্তে মৈত্রী ভাবনাই সকল সীমা অতিক্রম করে প্রভাস্বর, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বলতর হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! বর্ষা ঋতুর শেষ মাসে শরৎকালে আকাশ মেঘ-মুক্ত ও পরিস্কার থাকে, সূর্য উদিত হলে আকাশের সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে প্রভাস্বর, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হয়। হে ভিক্ষুগণ! তদ্রূপ পার-লৌকিক মঙ্গলের জন্য, যত প্রকার পুণ্যক্রিয়ার বস্তু দানজাত পুণ্য আছে, তা বিমুক্তিচিত্তে মৈত্রীভাবনার ষোলভাগের

একাংশও নহে। মৈত্রীভাবনাই অন্যান্য পুণ্যের সীমা করত প্রভাস্বর, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে।”

“হে ভিক্ষুগণ! যেমন রাত্রির শেষে প্রভাতকাল সমাগত হলে ঔষধি তারকাগুলো (প্রভাতী তারকা) প্রভাস্বর, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল দেখায়। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ! পার-লৌকিক মঙ্গলের জন্য যত প্রকার পুণ্যক্রিয়ার বস্ত্র দানের পুণ্য আছে, তা বিমুক্তি চেতনাযুক্ত মৈত্রীভাবনা সকল সীমা অতিক্রম করত প্রভাস্বর, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে।” ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন—

“মৈত্রী চিত্তে সদা বাস করেন যেজন,
অপ্রমেয় পুণ্য লাভ করেন সেজন;
উপাদান ক্ষয় তার দেখিবে নিশ্চয়,
বন্ধন মুক্ত হয়ে এবে শান্তিতে রয়।
প্রদুষ্টমন নেই কোন প্রাণীর প্রতি,
মৈত্রী চিন্তায় তার কুশল বাড়ে অতি;
সর্ব প্রাণীর প্রতি দয়া করে যেজন,
মহাপুণ্য হয় তাঁর, জান অনুক্ষণ।
অসংখ্য প্রাণী সমন্বিত এ পৃথিবীকে,
জয় করে রাজর্ষিরা থাকতে চায় সুখে;
অশ্বমেধ, পুরুষমেধ করে সম্পাদন,
আরো করে বাজপেয়,সূয় যজ্ঞানুষ্ঠান।
কিন্তু সেগুলি নয় সবে এক ষোড়াংশ,
সুভাবিত মৈত্রী চিন্তার দিনের একাংশ;
যেইরূপ তারকারাজি জ্বলে গগণে,
চন্দ্রপ্রভার সম নহে বলে বিজ্ঞগণে।
হত্যা-কাণ্ড নাহি করি থাকে আজীবন,
সম্মতি না দেয় কভু করিতে হনন;

পরাজিত না করিবে অন্য কাহাকে,
বিজয়ী হবে না কভু এই মর্ত্যালোকে;
সর্বজীবে মৈত্রী কর, জানিবে নিশ্চয়,
মৈত্রী চিত্ত আছে যার শত্রুতা না রয়।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

চিত্ত, মৈত্রী, উভয়ার্থ,
অস্থিপুঞ্জ, বৈপুল্য পর্বত;
সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যা বাক্য,
দান আর মৈত্রীভাবনা ॥
সপ্ত সূত্র এবং পূর্বের বিংশতি সূত্রঃ
একধর্মীয় সূত্রান্ত, সপ্তবিংশতি সংগ্রহ ॥

প্রথম নিপাত সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় নিপাত

১. প্রথম বর্গ

১. দুঃখবিহার সূত্র

২৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! দুইটি ধর্মের অধিকারী হয়ে ভিক্ষু দৃষ্টধর্মে (ইহ-জীবন) নিজের বিরক্তি আনয়ন করে, হতাশ হয়ে এবং মানসিক অশান্তি ভোগ করতঃ দুঃখে বাস করে; দেহান্তে মরণের পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। সেই বিষয় দুটি কি? ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহের অসংযমতা ও ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীনতা। হে ভিক্ষুগণ! এই দুইটি ধর্মে আসক্তিপরায়ণ হয়ে ইহ-জীবনে দুঃখে বাস করে, নিজের বিরক্তি আনয়ন করে, হতাশ হয়ে এবং মানসিক অশান্তি ভোগ করে দেহান্তে মরণের পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা কায় আর মন,
যেই ভিক্ষুর এ'ছয় দ্বার অসংযমন।
ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে অতি ভোজন করে,
কায়-মনে দুঃখ ভোগে গণিতে না পারে।
দুঃখে দগ্ধীভূত হয় তার কায়-মন,
দিবারাত্র ক্লেশরাশি করে জ্বালাতন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

২. সুখবিহার সূত্র

২৯. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! দুইটি ধর্মের অধিকারী হয়ে ভিক্ষু দৃষ্ট-ধর্মে (ইহ-জীবনে) সুখে বাস করে, বিরক্তিহীন হয়, হতাশমুক্ত হয় এবং

মানসিক শান্তি ভোগ করে, দেহান্তে মরণের পর সুগতি প্রাপ্ত হয়। সেই দুইটি ধর্ম কি? ইন্দ্রিয়দ্বার সমূহের সংযমতা ও ভোজনে মাত্রাজ্ঞান। হে ভিক্ষুগণ! এই দুইটি ধর্মের অধিকারী হয়ে ভিক্ষু সুখে বাস করে, বিরক্তিহীন হয়, হতাশমুক্ত হয় এবং মানসিক শান্তি ভোগ করে; দেহান্তে মরণের পর সুগতি প্রাপ্ত হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা কায় আর মন,
যেই ভিক্ষু এ'ছয় দ্বার করেছে দমন।
ভোজনে মাত্রাজ্ঞ আর ইন্দ্রিয় সংযমন,
কায়-মনে সুখে তিনি করেন বিচরণ।
অদগ্ধ কায়-মন সর্বদা বাড়ে কান্তি,
দিবা-রাত্রিতে লভে তিনি পরম শান্তি।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৩. তপনীয় (মনস্তাপে দগ্ধ) সূত্র

৩০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! দুইটি ধর্ম তপনীয় (মনস্তাপের)। কোন দুইটি? হে ভিক্ষুগণ! ইহলোকে কেউ কেউ কল্যাণকর কর্ম করে না, কুশল কর্ম করে না এবং যারা ভীরু তাদের রক্ষা করে না; কিন্তু অপরপক্ষে পাপ কর্ম করে, লোভ সংযুক্ত হয়ে কাজ করে এবং দোষনীয় কর্ম সম্পাদন করে। পরিশেষে সে অনুতপ্ত হয় 'আমার দ্বারা কোন কল্যাণকর কর্ম করা হয়নি' 'আমি কতো পাপ কর্ম করেছি' এরূপ ভেবে সে বারংবার অনুতপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই দুইটি ধর্মই তপনীয় (মনস্তাপের)।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"কায় দ্বারা দুষ্কর্ম করিয়া সম্পাদন,
বাক্য দ্বারা যদি করে দুর্বাক্য ভাষণ;

মনের দ্বারা দুশ্চিন্তা করেন যখন,
এই ত্রিদ্বারেতে হয় পাপ উপার্জন।
কুশল কর্ম নাহি করে অকুশলে রত,
উপার্জন করে থাকে পাপ আছে যত;
দেহান্তে মৃত্যু সময় আসিবে যখন,
সে দুষ্প্রাজ্ঞ নরকেতে জ্বলিবে তখন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৪. অতপনীয় সূত্র

৩১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! দুইটি ধর্ম অতপনীয়। সেই দুইটি ধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! ইহ-জগতে কেউ কেউ কল্যাণকর কর্ম করে, কুশলকর্ম করে এবং যারা ভীরু তাদের রক্ষা করে; অপরদিকে কোন পাপ কাজ করে না, লোলুপচিত্তে কাজ করে না এবং দোষনীয় কোন কাজ করে না। এইভেবে সে খুশী হয় 'আমার দ্বারা কল্যাণকর কাজ করা হয়েছে' তাই কোন মনস্তাপ নেই, 'আমি কোন পাপ কর্ম করিনি' তাই আমাকে কোন মনস্তাপ পেতে হচ্ছে না। হে ভিক্ষুগণ! এই দুই ধর্মই অতপনীয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"কায়দ্বারে দুষ্কর্ম না করি সম্পাদন,
বাক্যদ্বারে দুর্বাক্য না করিবে ভাষণ;
মনো দ্বারে দুশ্চিন্তা না করিবে চিন্তন,
এই ত্রিদ্বারেতে হয় পুণ্য উপার্জন।
অকুশল নাহি করে পুণ্য কর্মে রত,
উপার্জন করে থাকে পুণ্য আছে যত;
দেহান্তে মৃত্যু সময় আসিবে যখন,
সে সুপ্রাজ্ঞ স্বর্গরাজ্যে জন্মিবে তখন।"

ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৫. প্রথমশীল সূত্র

৩২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! দুইটি ধর্মে সমন্বাগত ব্যক্তি যথারীতি নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। কোন দুইটি? পাপশীল আর পাপদৃষ্টি। হে ভিক্ষুগণ! এই দুইটি ধর্মে সমন্বাগত ব্যক্তি যথারীতি নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"পাপশীল আর পাপদৃষ্টি এ দ্বিবিধ ধর্মে,
সমন্বিত নর লিপ্ত থাকে সদা পাপ কর্মে;
কুশলকর্ম নাহি করে, পাপকর্মেতে রত,
দেহান্তে সেই দুষ্প্রাজ্ঞ হয় নরকে পতিত।"
এর অর্থ ভগবান দ্বারা এরূপে ভাষিত,
মৎকর্তৃক ইহা সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৬. দ্বিতীয়শীল সূত্র

৩৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! দুইটি ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি যথারীতি স্বর্গে উৎপন্ন হয়। কোন দুইটি? ভদ্র-আচরণ ও সম্যক দৃষ্টি। হে ভিক্ষুগণ! এই দুইটি ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি যথারীতি স্বর্গে উৎপন্ন হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"ভদ্রাচার আর ভদ্রদৃষ্টি এ দ্বিবিধ ধর্মে,
সমন্বিত নর লিপ্ত থাকে সদা পুণ্যকর্মে;
অকুশলকর্ম নাহি করে পুণ্যকর্মে রত,
দেহান্তে সেই সুপ্রাজ্ঞ হয় স্বর্গে উপনীত।"
এর অর্থ ভগবান দ্বারা এরূপে ভাষিত,
মৎকর্তৃক ইহা সেইরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৭. অত্যুৎসাহী সূত্র

৩৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু অলস ও পাপকর্মে নির্ভয়ী, তার পক্ষে সম্বোধি (পরমার্থ জ্ঞান) লাভ করা অসম্ভব, নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব এবং অনুত্তর (শ্রেষ্ঠতম) যোগক্ষেম অধিগত করা অসম্ভব। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু অত্যুৎসাহী ও পাপকর্মে ভয়দর্শী, তার পক্ষে সম্বোধি লাভ করা সম্ভব, নির্বাণ লাভ করা সম্ভব এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত করা সম্ভব।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"নিম্নাকাঙ্ক্ষী ভিক্ষু থাকে সর্বদা চঞ্চল,
অলস অধম সেই, নেই বীর্য-বল;
তন্দ্রালস্য প্রবলতর দেখিবে তখন,
লজ্জাহীন, দয়াহীন, অসংযত মন;
এমন ভিক্ষুর পক্ষে অসম্ভব অতি,
লভিতে পরম সম্বোধি-জ্ঞানের গতি।
স্মৃতিমান, বিচক্ষণ, ধ্যানী যেইজন,
উদ্যমী, বিবেকী আর অপ্রমত্ত মন;
জাতি-জরার সংযোজন ছিন্ন করিয়া,
বিমুক্ত হয় সে, সম্বোধি জ্ঞান লভিয়া।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৮. প্রথম নকুহন (অপ্রতারক) সূত্র

৩৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! এই পবিত্র ব্রহ্মচর্য জীবন অপরকে প্রতারণা করার জন্য নয়, তোষামোদ করার জন্যও নয়, লাভ-সৎকার লাভের জন্যও নয়, মানুষের প্রশংসা লাভের জন্যও নয় অথবা 'লোকে

আমাকে জানুক দেখুক' ইত্যাদি উদ্দেশ্যেও বলা হয়নি। হে ভিক্ষুগণ! এই ব্রহ্মচর্য জীবন সংযম ও ত্যাগের জন্যই বলা হয়েছে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেন প্রভু ভগবান,
নহে ঐতিহাসিক রীতি, নহে অনুমান;
বাসনা ত্যজিয়ে সর্ব সংযমের তরে,
বুদ্ধের নির্দেশে নির্বাণে পৌঁছিতে পারে।
জ্ঞানীগণ যেই পথে করেছে গমন,
সেই পথ ধরে চলেন যত মুনিগণ;
প্রবেশ করিয়া এতে যিনি অনুসরে,
যেমন নির্দেশে বুদ্ধ জগত-মাঝারে;
একামনে যেবা শাস্তার শাসন ধরে,
নিঃশেষ করেন তিনি দুঃখ চিরতরে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত॥

৯. দ্বিতীয় নকুহন (অপ্রতারক) সূত্র

৩৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! এই ব্রহ্মচর্য জীবন অপরকে প্রতারণা করার জন্য নয়, তোষামোদ করার জন্যও নয়, লাভ-সৎকার লাভের জন্যও নয়, মানুষের প্রশংসা লাভের জন্যও নয় অথবা 'লোকে আমাকে জানুক দেখুক' ইত্যাদি উদ্দেশ্যেও বলা হয়নি। হে ভিক্ষুগণ! অভিজ্ঞতা (অন্তর্দৃষ্টি) ও পরমার্থ জ্ঞান লাভের জন্যই এই ব্রহ্মচর্য আচরণের কথা বলা হয়েছে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেন প্রভু ভগবান;
নহে ঐতিহাসিক রীতি নহে অনুমান,

অন্তর্দৃষ্টি লভিয়ে সর্ব জ্ঞানের তরে,
বুদ্ধের নির্দেশে নির্বাণে পৌছিতে পারে।
জ্ঞানীগণ যেই পথে করেছে গমন,
সেই পথ ধরে চলেন যত মুনিগণ;
প্রবেশ করিয়া এতে যিনি অনুসরে,
যেমন নির্দেশে বুদ্ধ জগত-মাঝারে;
একামনে যেজন শাস্তার শিক্ষা ধরে,
নিঃশেষ করেন তিনি দুঃখ চিরতরে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১০. সৌমনস্য সূত্র

৩৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! দুইটি ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু দৃষ্টিধর্মে (ইহ-জীবনে) বহু সুখ-সৌমনস্যে বাস করে এবং তার আসবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। কোন দুইটি ধর্ম? উদ্যমশীল বিষয়ে উদ্যমশীল হওয়া এবং উদ্যমতা স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে প্রচেষ্টা করা। হে ভিক্ষুগণ! এই দুইটি ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু ইহ-জীবনে বহু সুখ-সৌমনস্যের মাঝে বাস করে এবং তার যাবতীয় আসবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"উদ্যমশীল বিষয়ে উদ্যম থাকে যেজনে,
পণ্ডিত বলিয়া তারে মান্য করে মনে,
অত্যুৎসাহী হবে ভিক্ষু আর দূরদর্শী,
অন্বেষিবে মহাপ্রজ্ঞা সারা অহর্নিশী
অহংকারহীন হয়ে এমনি বিহরে,
শান্ত-দান্ত থাকে সদা এ'ভব মাঝারে;

শমথ চিত্ত যোগে প্রশান্তি আসে তার,
লভিয়া পরম সুখ, দুঃখ হবে পার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

প্রথম বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং/স্মারক গাথা

দুই ভিক্ষু, তপনীয়, অতপনীয়, দুই পরলোক;
অনলস, অপ্রতারকদ্বয়, সৌমনস্য দ্বারা এই দশ ॥

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. বিতর্ক সূত্র

৩৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ দুইটি বিতর্ক (মানসিক চেতনা) অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে উৎপন্ন করেন– ক্ষেম (শান্তি) বিতর্ক ও প্রবিবেক বিতর্ক। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত উপদ্রবমুক্ত পরমানন্দে ও উপদ্রবমুক্ত পরম সুখানন্দে বিহার করেন। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত যখন উপদ্রবমুক্ত পরমানন্দে ও উপদ্রবমুক্ত পরম সুখানন্দে অবস্থান করেন, তখন এই বিতর্কই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে উৎপন্ন করেন– 'আমি এই চলমান কিংবা অচল (অচলমান) কোন প্রাণীর গতিবিধিকে সামান্যও ব্যাহত (ক্ষতি) করছি না'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তথাগত প্রবিবেকে (একাকীত্বে) সুখানন্দ ও একাকীত্বে পরমানন্দ লাভ করেন। হে ভিক্ষুগণ! যখন তথাগত একাকীত্বে সুখানন্দ ও পরমানন্দ লাভ করেন, তখন এই দুইটি বিতর্ক বহুলরূপে মনে উৎপন্ন করেন– 'যা অকুশল তা পরিহার করা কর্তব্য'।"

"হে ভিক্ষুগণ! সেজন্য তোমরাও উপদ্রবমুক্ত সুখানন্দে ও উপদ্রবমুক্ত পরমানন্দে বাস কর। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা যখন উপদ্রবমুক্ত সুখানন্দে এবং উপদ্রবমুক্ত পরমানন্দে অবস্থান করবে, তখন এই বিতর্কই বহুলরূপে মনে উৎপন্ন করবে- 'আমরা চলমান কিংবা অচল কোন প্রাণীর গতিবিধিকে সামান্যও ব্যাহত (অনিষ্ট) করবো না'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা প্রবিবেকযুক্ত স্থানে (নির্জনে) সুখানন্দে ও একাকীত্বে পরমানন্দে বাস কর। হে ভিক্ষুগণ! যখন তোমরা প্রবিবেকারামে ও একাকীত্বে পরমানন্দে বাস করবে, তখন এই বিতর্কই বহুলরূপে মনে উৎপন্ন করবে- 'কোনটি অকুশল, কোনটি পরিত্যক্ত হলো না, কোনটি পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলাম'।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"দু'টি চিন্তা উদিত হয় মনেতে তাঁর,
তথাগত বুদ্ধ বলে নাম আছে যাঁর;
সীমাতীত সহ্য করে ধৈর্য মহাগুণে,
সর্বজীবে হিতচিন্তা রাখে আগে মনে;
বিবেক দ্বিতীয় চিন্তা পূর্বে যা উক্ত,
গিয়েছেন পরপারে হয়ে তমো মুক্ত।
চরমে উপনীত হয়ে সেই মহামুনি,
আসব করি ক্ষয় শাস্তা নামে জানি;
অতিক্রম করি সব ওপারেতে যিনি,
তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত, তাঁকে মুনি বলে জানি;
মার-রাজ্য অতিক্রমি জন্ম তাঁর শেষ,
মর্দিত করি জরা, ক্লেশ তাঁর নিঃশেষ।
শৈলস্থিত কোন লোক পর্বত শিখরে,
নিম্নে যথা চারিদিকে দেখে জনতারে;
সেইরূপ হে সুমেধ! করি আরোহণ,
ধর্মময় প্রাসাদেতে সামন্ত নয়ন;

বীতশোক! চেয়ে দেখ, শোকাকুল জনে,
জন্ম-জরা প্রপীড়িতে প্রজ্ঞার নয়নে।”
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

২. দেশনা সূত্র

৩৯. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– “হে ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের দুইটি ধর্মদেশনা পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে। কোন দুইটি? ‘পাপকে পাপরূপে দর্শন কর’– ইহা প্রথম ধর্মদেশনা; ‘পাপকে পাপরূপে দর্শন করে ইহার প্রতি বিরক্ত হও, বিরত থাক এবং বন্ধনমুক্ত হও’– ইহা দ্বিতীয় ধর্মদেশনা। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের এই দুইটি ধর্মদেশনা পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে।” ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

“তথাগত বুদ্ধ সর্ব হিতার্থের তরে,
পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যা করেন অকাতরে;
অনুকম্পা করি বুদ্ধ সর্ব সত্ত্বগণে,
প্রকাশ করেন তিনি দু’টি ধর্ম জেনে।
পাপ বলি দেখ যাহা সত্যি অকুশল,
ইহা হতে দূরে থাক এই কথা মূল;
চিত্তকে বিরত রাখ পাপ আছে যত,
দুঃখকে করিবে জয় জ্ঞানীদের মত।”
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৩. বিদ্যা সূত্র

৪০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– “হে ভিক্ষুগণ! অবিদ্যা যাবতীয় অকুশল ধর্মসমূহের

পূর্বগামী। পাপাচরণে নির্লজ্জতা ও পাপাচরণে ভয়হীনতা ইহার অনুগামী। হে ভিক্ষুগণ! বিদ্যা কুশল ধর্মসমূহের পূর্বগামী। পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়শীলতা ইহার অনুগামী।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"ইহ-পরলোকে লভে অশেষ দুর্গতি,
অবিদ্যাই পাপ-মূল বাসনার পতি;
পাপাসক্ত তৃষ্ণাযুক্ত হয় যেইজন,
ভয়-ভীতি নেই পাপে লজ্জাহীন হন;
এভাবে হয় যাহার পাপ প্রসবিত,
গমন করিবে সেই অপায়ে নিশ্চিত।
ছন্দ-লোভ-অবিদ্যা হতে যেবা বিরত,
ভোগাসক্তি বিনাশ হবে তাঁর নিশ্চিত;
বিদ্যা লাভ কর ভিক্ষু অন্য কিছু নয়,
দুর্গতি রহিত সব জানিবে নিশ্চয়।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৪. প্রজ্ঞাপরিহানী সূত্র

৪১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! সেই সত্ত্বগণের বিশেষ পরিহানী হয়, যাদের আর্যধর্ম-জ্ঞানের পরিহানী হয়। তারা দৃষ্টধর্মে (ইহ-জীবনে) দৈহিক জ্বালাতন, মানসিক অশান্তি ও নানাবিধ কষ্টদায়ক উপদ্রব ভোগ করত দুঃখে বাস করে এবং দেহান্তে মরণের পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয় হে ভিক্ষুগণ! সেই সত্ত্বগণের পরিহানী হয় না। যাদের আর্যধর্ম-জ্ঞানের পরিহানী হয় না। তারা ইহ-জীবনে কোন প্রকার দৈহিক জ্বালাতন, মানসিক অশান্তি ও কোন প্রকার কষ্টদায়ক উপদ্রব ভোগ করে না এবং দেহান্তে মরণের পর তাঁরা সুগতি প্রাপ্ত হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"দেব-নরলোকে দেখ বহু জ্ঞানীগণ,
প্রজ্ঞাহীন হয়ে সদা করে বিচরণ;
সত্ত্বগণ নাম-রূপে থাকে নিবিষ্টিত
ইহাই পরম সত্য, নহে অনুমিত।
প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ বিষয় জগত-মাঝারে,
যা দিয়ে যাওয়া যায় নির্বাণ নগরে;
সম্যক প্রজ্ঞায় যেবা সর্ব জ্ঞাত হয়,
জাতি-ভবের ক্ষয় তাঁর হবে নিশ্চয়।
দেব ও মনুষ্যগণ সম্বুদ্ধের মত,
স্মৃতিমান প্রজ্ঞা লভি জন্ম হবে গত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৫. শুক্ল (পবিত্র) ধর্ম সূত্র

৪২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! দুইটি শুক্ল (পবিত্র) ধর্ম পৃথিবীকে পালন করছে। সেই দুইটি কি? পাপকর্মে হ্রী (লজ্জা) ও ভয়। হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবীতে এই দুইটি শুক্ল (পবিত্র) ধর্ম যদি পালন করা না হতো তাহলে মাতা বা মাতার বোন (মাসী), মাতুলানী (মামী) কিংবা আচার্যের পত্নী অথবা গুরুগণের স্ত্রীর মধ্যে কোন পার্থক্য অবধারণ করা সম্ভব হতো না; যেমনটি পৃথিবীতে দেখা যায় ছাগল-ভেড়া, কুক্কুট, শুকর, কুকুর-শৃগালাদি বিশৃঙ্খল আচার-ব্যবহারের মধ্যে। হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু পৃথিবীতে লোকেরা এই দুইটি শুক্ল (পবিত্র) ধর্ম পালন করে, সেহেতু মাতা বা মাতার বোন, মাতুলানীর অথবা আচার্যপত্নী কিংবা গুরুজনদের পত্নীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা লোকে বুঝতে পারে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"লজ্জা-ভয় এই দুই যাহাদের কাছে হাঁয়,
কখনও কোনো সময়ে দেখা নাহি যায়;
শুক্ল-মূল বিচ্যুত তাহারা জানিবে নিশ্চয়,
জন্ম-মৃত্যুগামী তারা সদা পথ-ভ্রষ্ট হয়।
লজ্জা-ভয় এ'দুই যাদের আছে বিদ্যমান,
ছায়ার মত সঙ্গী করে সদা বিরাজমান;
পবিত্র এই ব্রহ্মচর্যে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠা পায়,
পুনর্জন্ম ধ্বংস করি সদা শান্তি-সুখে রয়।"
এর অর্থ ভগবান দ্বারা হয়েছে ভাষিত,
মৎকর্তৃক ইহা সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৬. অজাত সূত্র

৪৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! (পৃথিবীতে) এমন কিছু বিদ্যমান আছে, যা অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত। হে ভিক্ষুগণ! যদি অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত বিদ্যমান না থাকত, তাহলে তোমরা জাত, ভূত, কৃত ও সংস্কৃতের নিঃসরণকে জানতে পারতে না। হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত বিদ্যমান আছে, সেহেতু জাত, ভূত, কৃত ও সংস্কৃতের নিঃসরণকে জানতে পারছ।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"জন্ম হেতু জান সবে সত্ত্বের উদয়,
কৃত-সঙ্খতকে জান নিত্য কভু নয়;
জন্ম-মৃত্যু থাকে নিত্য আপনার সাথে,
রোগ-ব্যাধির গৃহ ইহা সুস্থ নাহি তাতে।
আহার-তৃষ্ণা হতে হয় ভবের উদয়,
ইহাতে আনন্দ করা কভু ভাল নয়;
মুক্তি লভি তৃষ্ণা হতে শান্তি-সুখ হয়;
যুক্তি সিদ্ধ ধামে গিয়ে চির শান্তি রয়।

সৃজন না করিবে, না লভিবে জনম,
শোকহীন হবে তবে আসব হবে কম;
দুঃখ-ধর্মের নিরোধ নিশ্চিত যখন,
সংস্কারোপশমে সুখ জানিবে তখন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৭. নির্বাণধাতু সূত্র

৪৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! নির্বাণধাতু দুই প্রকার। সেই দুই প্রকার কিরূপ? স-উপাধিশেষ নির্বাণধাতু ও অনুপাধিশেষ নির্বাণধাতু।"

"হে ভিক্ষুগণ! স-উপাধিশেষ নির্বাণধাতু কাকে বলে? হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, ক্ষীণাস্রব হয়, যাবতীয় কৃত-করণীয় সম্পাদন করে ভারমুক্ত হয়, সদর্থ (নিজের কল্যাণ) অর্জন করে, ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হয় এবং সম্যক জ্ঞানে বিমুক্ত লাভ করে; তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়সমূহ আনন্দ-বিষাদ, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ বিষয়ে প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন ও সুখে-দুঃখে প্রতিসংবেদনশীল হয় এবং যার রাগ, দ্বেষ ও মোহক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে- হে ভিক্ষুগণ! তার এরূপ অবস্থাকে স-উপাধিশেষ নির্বানধাতু বলে।"

"হে ভিক্ষুগণ! অনুপাধিশেষ নির্বাণধাতু কাকে বলে? হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু ইহ-জন্মে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, ক্ষীণাস্রব হয়, যাবতীয় কৃত-করণীয় সম্পাদন করে ভারমুক্ত হয়, সদ্‌র্থ অর্জন করে, ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ হয়, সম্যক জ্ঞানে বিমুক্তি লাভ করেন। হে ভিক্ষুগণ! তাঁর সকল অনুভূতি অনভিনন্দিত ও শান্তচিত্ত সম্পন্ন হবে। হে ভিক্ষুগণ! ইহাকেই অনুপাধিশেষ নির্বাণধাতু বলে। হে ভিক্ষুগণ! এ দুটিই হলো নির্বাণধাতু।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"নির্বাণধাতু দ্বিবিধ বলেন তথাগত,
অনাসক্ত হয়ে থাকে সর্ব তৃষ্ণা হত;
স-উপাধিশেষ নির্বাণে দেখা যায় দেহ,
ভব-বন্ধন ছিন্ন কিন্তু, নাহি দেখে কেহ;
ভবিষ্যতে জন্ম হবার হেতু নাই তাঁর,
সর্ব স্কন্ধ নিরুদ্ধ হয়েছে ভব-পার।
বিমুক্তচিত্ত হয়ে এবে জানি সবিশেষ,
ভবনেত্রী ধ্বংস তাঁর নেই শঙ্কা-লেশ;
ধর্মসার অধিগত তৃষ্ণাক্ষয়ে রত,
সর্বভব পরিত্যাগে জন্ম তাঁর হত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৮. নির্জনতা সূত্র

৪৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নির্জনারামে বাস করবে, নির্জনে অভিরমিত হয়ে আধ্যাত্মিক চিত্তে শমথ ভাবনায় অনুপ্রবেশ করবে এবং অনবরত (অবিচ্ছিন্নভাবে) আধ্যাত্মিক বিদর্শন ভাবনায় সমুন্নত হয়ে শূন্যাগারের অবস্থানকে বৃদ্ধি করবে। হে ভিক্ষুগণ! যিনি নির্জনারামে অবস্থান করেন, নির্জনে অভিরমিত হয়ে আধ্যাত্মিক চিত্তে শমথ ভাবনায় অনুপ্রবেশ করেন এবং অনবরত (অবিচ্ছিন্নভাবে) আধ্যাত্মিক বিদর্শন ভাবনায় সমুন্নত হয়ে শূন্যাগারের অবস্থানকে বৃদ্ধি করেন, তিনি দুইটি ফলের মধ্যে যে কোন একটির প্রত্যাশা করতে পারেন- দৃষ্টধর্মে (ইহ-জীবনে) অর্হত্ত্ব মার্গফল কিংবা ক্লেশবিহীন উপাধিশেষ (জীবনের কিছুমাত্র ইন্ধন অবশিষ্ট আছে এমন) অনাগামী মার্গফল।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যেজন নিপুণ স্মৃতিমান শান্তচিত,
সিদ্ধি লাভের তরে সর্বদা ধ্যানেরত;
দেখিবে সম্যক-ধর্ম প্রত্যক্ষ জ্ঞানেতে,
আকাঙ্ক্ষা নাহি করে কামসুখ লভিতে।
অপ্রমাদ মাঝে সাধু হয় আনন্দিত,
প্রমাদ মাঝারে দেখি ভয় বিরাজিত;
পরিহানী অসম্ভব করে সেইজন,
নির্বাণ-সমীপে হয় তাঁর আগমন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৯. শিক্ষার সুফল (উপকারিতা) সূত্র

৪৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে জেনে প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ বিমুক্তি-সার ও স্মৃতি-আধিপত্যসম্পন্ন হয়ে অবস্থান কর। হে ভিক্ষুগণ! শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ বিমুক্তি-সার ও স্মৃতি-আধিপত্যসম্পন্ন হয়ে অবস্থানকারীদের জন্য দু'টি অগ্রফলের যে কোন একটি নিঃসন্দেহে লাভ হয়- দৃষ্টধর্মে (ইহ-জীবনে) অর্হত্ত্ব-মার্গফল কিংবা ক্লেশবিহীন উপাধিশেষ অনাগামী মার্গফল।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"পরিপূর্ণ শৈক্ষ্য, অপরিহানীয় ধর্ম যার,
প্রজ্ঞা লভি বিমুক্ত তিনি পতন হতে;
উচ্চতর প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ হয় অধিকার;
জন্মক্ষয়ে অন্তদর্শী হন সেই জ্ঞানী,
অন্তিম দেহধারী তিনি যথার্থ মুনি।
মার-রাজ্য অতিক্রমি জন্ম তাঁর শেষ,
মর্দিত করি জরা দুঃখ হয় নিঃশেষ।

সর্বদা ধ্যানে রত, সমাধিপরায়ণ,
অতুৎসাহী, জন্মক্ষয়ী, অন্তদর্শী হন;
সসৈন্য মারকে তিনি করেন পরাভূত,
ভিক্ষুগণ! হও জন্ম-মৃত্যুর পারগত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১০. জাগ্রত সূত্র

৪৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! যদি ভিক্ষু জাগ্রত (সর্তক) থেকে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে সমাহিত চিত্তে প্রমোদিত ও বিপ্রসন্ন হয়ে বাস করে এবং কুশলধর্ম (বোধিপক্ষীয় ধর্ম) সমূহে কালোপযোগী বিদর্শক হয়। হে ভিক্ষুগণ! সেই স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানসম্পন্ন, প্রমোদিত, বিপ্রসন্ন ও কুশলধর্ম সমূহে কালানুরূপ বিদর্শন ভাবনাকারী ভিক্ষু দ্বিবিধ অগ্রফলের মধ্যে যে কোন একটির নিঃসন্দেহে লাভ করতে পারেন- দৃষ্টধর্মে (ইহ-জীবনে প্রত্যক্ষভাবে) অর্হত্ত্ব মার্গফল কিংবা ক্লেশবিহীন উপাধিশেষ অনাগামী মার্গফল।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"হে জাগরিত! তোমার করহ শ্রবণ,
যেজন সুপ্ত, তাকে করহ জাগরণ;
সুপ্ত অপেক্ষা শ্রেয়তর যেবা জাগ্রত,
তার নাহি কোন ভয়, সদা সুখে রত।
যিনি জাগ্রত স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানী সমাহিত,
থাকে সদা প্রমোদিত, বিপ্রসন্নচিত;
সময়ে সম্যকধর্ম করেন সন্ধান,
স্থিরচিত্তে তমোধ্বংসে হয়ে প্রজ্ঞাবান,
তদ্ধেতু ভজনা কর যেবা জাগরিত,
নিপুণ উৎসাহী ধ্যানী ভিক্ষুগণ যত,

জাতি-জরার সংযোজন ছিন্ন করিয়া,
বিমুক্ত হয় সে, সম্বোধি জ্ঞান লভিয়া।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১১. অপায়িক (নারকীয়) সূত্র

৪৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! দুই প্রকার স্বভাবের মনুষ্যগণ ইহধাম ত্যাগের পর অপায়-নরকে উৎপন্ন হয়। সেই দুই প্রকার কি? হে ভিক্ষুগণ! যারা অব্রহ্মচারী হয়ে ব্রহ্মচারীরূপে পরিচয় প্রদান করে এবং পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণকারীদেরকে অমূলকভাবে অব্রহ্মচারী বলে অপমান-অপদস্ত করে। হে ভিক্ষুগণ! যারা এই দুই প্রকার স্বভাববিশিষ্ট তারা ইহধাম ত্যাগের পর অপায়-নরকে উৎপন্ন হয়ে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"মিথ্যাবাদী লোক হয় নরকে পতিত,
আর যে করিয়া বলে 'নহে মম কৃত';
এইরূপ হীন-কর্মা মানব উভয়,
পরলোকে গিয়ে সম ফলভাগী হয়।
কাষায়ধারীর মাঝে আছে বহুজন,
অসংযত পাপরত যাহাদের মন;
সে পাপীরা পাপকর্ম করি সম্পাদন,
নিরয় মাঝারে করে জনম-গ্রহণ।
দুঃশীল ও অসংযত হয় যেইজন,
শ্রদ্ধা-দত্ত পর-অন্ন না করি ভক্ষণ;
ভক্ষণ তাহার পক্ষে মঙ্গল-জনক,
অগ্নি-শিখাসম তপ্ত লৌহের গোলক।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১২. দৃষ্টিগত সূত্র

৪৯. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! দেব-মনুষ্যগণ দৃষ্টিগতভাবে দুই প্রকারে পর্য্যুৎসুক (আকাঙ্ক্ষাবহুল) হয়। তাতে কেউ কেউ আবদ্ধ হয়ে থাকছে, আর কেউ কেউ অতিদ্রুত ধাবিত হচ্ছে। চক্ষুষ্মানগণ ইহা দেখে থাকেন।"

"হে ভিক্ষুগণ! কিরূপে কেউ কেউ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়? হে ভিক্ষুগণ! দেব-মনুষ্যগণ যখন ভবের মধ্যে আনন্দিত হয়, ভবের মধ্যে রমিত হয়, ভবের প্রতি সম্মোহিত হয়, তখন তাদেরকে ভবনিরোধ বিষয়ক ধর্মদেশনা করলেও তাদের চিত্ত অগ্রগামী হয় না, প্রসাদিত হয় না এবং শান্তিরও অধিকারী হতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে তারা আবদ্ধ হয়ে থাকে।"

"হে ভিক্ষগণ! কিরূপে কেউ কেউ অতিদ্রুত ধাবিত হয়? হে ভিক্ষুগণ! কেউ কেউ দুঃখগ্রস্ত হয়ে, লজ্জিত হয়ে এবং ভবের প্রতি অনীহা(ঘৃণা)বশত বিভবকে অভিনন্দিত করে, যেহেতু এই প্রিয় আত্মা কায়ভেদে মৃত্যুর পর উচ্ছেদ হবে, বিনাশপ্রাপ্ত হবে, মৃত্যুর পর আর ইহার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। ইহাই শান্ত, ইহাই পরম উৎকৃষ্ট, ইহাই যথাযথ (সঠিক) বলে তারা বিশ্বাস করে। হে ভিক্ষুগণ! এভাবেই দেব-মনুষ্যগণ অতিদ্রুত ধাবিত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! চক্ষুষ্মানগণ কিরূপে দেখতে পান? এখানে ভিক্ষু জন্মকে জন্মরূপে দেখে থাকেন। জন্মকে জন্মরূপে দেখে সেই জন্মকে নির্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য নিবেদিত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এরূপেই চক্ষুষ্মানগণ দেখতে পায়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"জন্মকে জন্মরূপে যেবা করে দর্শন,
অতিক্রমি জন্মকে, পেয়ে তার সন্ধান;
জন্মের মুক্তি যথাভূত করিলে দর্শন,
ভবতৃষ্ণা পরিক্ষয় ইহার কারণ।
জন্মকে যে জানিতে পারে যথার্থ সম্ভবে,
বীততৃষ্ণা হয় সেজন এই ভবাভবে;
জন্ম হতে ভবমুক্ত ভিক্ষু যেইজন,
পুনর্জন্ম গ্রহণ তার না হয় কখন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

ইন্দ্রিয়দ্বয়, তপনীয়দ্বয়, দুই শীলসম্পর্কীয়;
অলস ও প্রতারণাদ্বয়, দশ সংবেজনীয় ॥
বিতর্ক, দেশনা, বিদ্যা, প্রজ্ঞা ধর্মদ্বারা পঞ্চম;
অজাত, ধাতু, ধ্যান, শিক্ষা, জাগরিত;
অপায় ও দৃষ্টিদ্বারা দ্বাবিংশতি প্রকাশিত ॥

দ্বিতীয় নিপাত সমাপ্ত।

৩. তৃতীয় নিপাত

১. প্রথম বর্গ

১. মূল সূত্র

৫০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! "অকুশলের মূল তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? লোভ অকুশলমূল, দ্বেষ অকুশলমূল ও মোহ অকুশলমূল। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি হলো অকুশলমূল।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"লোভ-দ্বেষ-মোহ এই তিন কলুষিত,
নিজ চিত্ত হতে হয় সদা সমুদিত;
হিংসাচিত্ত দুঃখ দেয় জানিবে নিশ্চয়
ফল জন্মে বাঁশসম নিজে ধ্বংস হয়।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

২. ধাতু সূত্র

৫১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! ধাতু তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? রূপধাতু, অরূপধাতু ও নিরোধধাতু। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার ধাতু।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"রূপধাতু পরিজ্ঞাত হয় যেইজন,
অরূপেতে অনাসক্ত থাকে যার মন;
নিরোধেতে বিমুক্ত হয় জান যেজনে
মৃত্যুঞ্জয়ী নিশ্চিত জানিবে সেইজনে।

সশরীরে অমৃতধাতু করে অর্জন,
নিরাসক্ত হবে, আসক্তি করে বর্জন;
সম্যকভাবেতে ইহা উপলব্ধি করে,
স্বধর্ম জ্ঞাত হন অনাসবের তরে;
সম্যক সম্বুদ্ধ ইহা করেন দেশনা,
বীতশোক হয়ে রবে কলুষ থাকেনা।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৩. প্রথম বেদনা সূত্র

৫২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! বেদনা তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও অদুঃখ-অসুখ বেদনা। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার বেদনা।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"সমাহিত সম্প্রজ্ঞানী স্মৃতিমান যিনি,
সদা উৎসাহশীল বুদ্ধ-শ্রাবক তিনি;
সবিশেষ বেদনার করেন দর্শন,
জানেন বেদনার উৎপত্তির কারণ।
বেদনার নিরোধ জান ক্ষয়ের পথ,
বেদনা-নিরোধ যবে তৃষ্ণা হবে হত;
বেদনার ক্ষয়ান্তে ভিক্ষু হও প্রশান্ত,
পরিনির্বাণ হবে এতে স্পৃহার অন্ত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৪. দ্বিতীয় বেদনা সূত্র

৫৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! বেদনা ত্রিবিধ। সেই ত্রিবিধ বেদনা কি? সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও অদুঃখ-অসুখ বেদনা। হে ভিক্ষুগণ! সুখ বেদনাকে দুঃখরূপে দেখা উচিত (যেহেতু সুখ লাভের জন্যে যেমন বহু দুঃখ বরণ করতে হয়, একইভাবে সুখবেদনা বিষমিশ্রিত ভোজনের ন্যায় পরিভোগকালে স্বাদ অনুভব হয় বটে, কিন্তু পরে তা' দুঃখোৎপত্তিরই হেতু হয়)। দুঃখ বেদনাকে 'শেল'রূপে দর্শন করা উচিত (কারণ, শেল যেমন দেহে প্রবেশ, স্থিত ও বহিষ্করণকালে যন্ত্রণাদায়ক, দুঃখবেদনাও সেরূপ যন্ত্রণাদায়ক)। অদুঃখ-অসুখ বেদনাকে অনিত্য বলে দর্শন করা কর্তব্য। (কারণ– বেদনা মাত্রই উদয়-ব্যয়শীল, ক্ষণস্থায়ী প্রতীত্যসমুৎপন্ন অনিত্য)। হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর সুখ বেদনা দুঃখরূপে দৃষ্ট হয়, দুঃখ বেদনা 'শেল'রূপে দৃষ্ট হয় ও অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনিত্যরূপে দৃষ্ট হয়। হে ভিক্ষুগণ! ঐ ভিক্ষুকে তখন আর্য সম্যকদর্শী, তৃষ্ণা উচ্ছেদকারী, সংযোজন বিবর্জনকারী, সম্যকরূপে মিথ্যা মানত্যাগী ও সর্বদুঃখের অন্তকারী বলা হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"সুখকে দুঃখরূপে যে করে দর্শন,
দুঃখকে শেলসম করে পর্যবেক্ষণ;
শান্ততর অদুঃখ-অসুখ অনুভূতি,
অনিত্যরূপে দেখেন প্রাজ্ঞ-মহামতি।
সম্যক দর্শনকারী ভিক্ষু-মহাশয়,
অবিমুক্ত-তৃষ্ণা হতে বিমুক্ত সে হয়;
অভিজ্ঞায় অভিষিক্ত হয় শান্ত-জ্ঞানী,
চারি যোগ অতিক্রমি সে প্রকৃত মুনি।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৫. প্রথম এষনা (বাসনা) সূত্র

৫৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! এষনা তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? কামেষনা, ভবেষনা ও ব্রহ্মচর্যেষনা। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি হলো এষনা।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"সমাহিত সম্প্রজ্ঞানী স্মৃতিমান যিনি,
সদা উৎসাহশীল বুদ্ধ-শ্রাবক তিনি;
সবিশেষ বাসনাকে করেন দর্শন,
জানেন বাসনার উৎপত্তির কারণ;
বাসনার নিরোধ জান ক্ষয়ের পথ,
বাসনা-নিরোধ যবে তৃষ্ণা হবে হত;
বাসনার ক্ষয়ান্তে ভিক্ষু হবে প্রশান্ত,
পরিনির্বাণ হবে এতে স্পৃহার অন্ত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৬. দ্বিতীয় এষনা (স্পৃহা) সূত্র

৫৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! এষনা তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? কামেষনা, ভবেষনা ও ব্রহ্মচর্যেষনা। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি হলো এষনা।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"কাম-ভব-ব্রহ্মচর্যে এষণা তিন আর,
দুঃখের কারণ বলি জান বারংবার;
দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে সত্যভাবি মনে,
মিথ্যাদৃষ্টি বৃদ্ধি হয় ইহার কারণে।
সর্ব রাগে বিরত, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত,
মিথ্যাদৃষ্টি উৎপাটিত, স্পৃহা পরিত্যক্ত;

এইরূপ স্পৃহাক্ষয়ী ভিক্ষু-মহাশয়,
নিঃস্পৃহার হেতুতে সংশয়োত্তীর্ণ হয়।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৭. প্রথম আসব সূত্র

৫৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! আসব তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি হলো আসব।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"সমাহিত, সম্প্রজ্ঞানী, স্মৃতিমান যিনি,
সদা উৎসাহশীল বুদ্ধ-শ্রাবক তিনি:
সবিশেষ আসবকে করেন দর্শন,
জানেন আসবের উৎপত্তির কারণ।
আসবের নিরোধ জান ক্ষয়ের পথ,
আসব-নিরোধ যবে তৃষ্ণা হবে হত;
আসবের ক্ষয়ান্তে ভিক্ষু হবে প্রশান্ত,
পরিনির্বাণ হবে এতে স্পৃহার অন্ত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৮. দ্বিতীয় আসব সূত্র

৫৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! আসব তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি হলো আসব।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যার চিত্ত হতে কাম-আসব ক্ষয়িত,
অবিদ্যা চিরতরে হয়েছে তিরোহিত:

সুখে থাকে সদা ভবাসব পরিক্ষয়ে,
শান্ত বিপ্রমুক্ত আর নিরাসক্ত হয়ে;
স-বাহিনী মারকে করিয়া পরাজিত,
অন্তিম দেহধারী হয় সেই নিশ্চিত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৯. তৃষ্ণা সূত্র

৫৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! তৃষ্ণা তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার তৃষ্ণা।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"তৃষ্ণা-পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে যেজন,
চিত্ত যার ভবাভবে ঘুরে অনুক্ষণ;
সেজন মারের অধীনে হয় সংযুক্ত,
যোগক্ষেম নাহি লভে, নাহি হয় মুক্ত;
সত্ত্বগণ সংসারে শুধু আসে আর যায়,
ক্লেশযুক্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যুগামী হয়।
তৃষ্ণা পরিহার করেন যিনি এ'ভবে,
ইহ-পরলোকে তিনি বীততৃষ্ণা হবে;
সর্ব আসব ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে যার,
সংসার অতিক্রমে সে হন ভবপার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১০. মাররাজ্য সূত্র

৫৯. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার ধর্মের দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষু মার-রাজ্য অতিক্রম করে আদিত্যের (সূর্যের) ন্যায় বিরাজিত (উদ্ভাসিত) হয়। সেই ত্রিবিধ ধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! ইহ-জগতে ভিক্ষু অশৈক্ষ্যত্বের (মার্গজ্ঞানে শিক্ষা সমাপ্তির) দ্বারা শীলস্কন্ধ সমন্বিত (পরিপূর্ণ) হয়, অশৈক্ষ্যত্বের দ্বারা সমাধিস্কন্ধ পরিপূর্ণ হয় এবং অশৈক্ষ্যত্বের দ্বারা প্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিপূর্ণ হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার ধর্মের দ্বারা সমন্বিত ভিক্ষুই মার-রাজ্য অতিক্রম করে আদিত্যের (সূর্যের) ন্যায় বিরাজিত (আলোকিত) হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"শীল, সমাধি আর প্রজ্ঞান সমন্বিত,
যাঁর এই তিন ধর্ম হয় সুভাবিত;
সেইজন মার-রাজ্য অতিক্রম করে,
সূর্যসম বিরাজিত হয় ভব-মাঝারে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

প্রথম বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

মূলধাতু অতঃপর বেদনাদ্বয়, এষণাদ্বয় এবং আসবদ্বয়;
তৃষ্ণা অতঃপর মাররাজ্য– এই প্রথম ও উত্তম অধ্যায় ॥

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. পুণ্যক্রিয়াবস্তু সূত্র

৬০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! পুণ্যক্রিয়াবস্তুসমূহ তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? দানময় পুণ্যক্রিয়াবস্তু, শীলময় পুণ্যক্রিয়াবস্তু ও ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়াবস্তু। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার পুণ্যক্রিয়াবস্তু।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"প্রথমে শিক্ষণীয় দান পুণ্য কর্মের,
ইহা হতে চিরশান্তি আসে মানবের;
সমচিত্ত হয়ে সদা দানে হও রত,
দয়া কর মৈত্রীচিত্তে প্রাণীকুল যত।
অনুশীলন করিলে এ কর্ম ত্রিবিধ,
লভিবে নিশ্চয়ই তবে পুণ্য-বিবিধ;
পণ্ডিতেরা স্বর্গলোকে হয়ে উপনীত,
ক্লেশবিহীন সুখপ্রাপ্ত হয় নিশ্চিত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

২. চক্ষু সূত্র

৬১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু ও প্রজ্ঞা চক্ষু। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার চক্ষু।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"মাংসচক্ষু দিব্যচক্ষু প্রজ্ঞাচক্ষু এ'তিনে,
মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বুদ্ধগণে।

মাংসচক্ষুর উৎপত্তি দিব্যচক্ষুর পথ,
জ্ঞান উৎপত্তিতে প্রজ্ঞাচক্ষু শ্রেষ্ঠ নিশ্চিত;
উক্ত প্রজ্ঞাচক্ষু যার হয়েছে উদিত,
সর্বদুঃখ মুক্ত, শান্তি তাঁর অধিগত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৩. ইন্দ্রিয় সূত্র

৬২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! ইন্দ্রিয় তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? অজ্ঞাতানুসন্ধানেন্দ্রিয় ('অজ্ঞান বিষয়ে জানব' বলে বিশ্বাসে কার্যক্ষমতা বা মনোবৃত্তি), প্রজ্ঞেন্দ্রিয় (জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভের মনোবৃত্তি) ও জ্ঞাতেন্দ্রিয় (সম্যক জ্ঞানে ইন্দ্রিয়)। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার ইন্দ্রিয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"শিক্ষার্থী হয়ে শিক্ষা কর যা সর্বোত্তম,
ঋজুমার্গ অনুসর বলে লোকোত্তম;
ক্ষয়িক জ্ঞান আসে প্রথমে অবস্থায়,
অতঃপর সেইজন মহাজ্ঞান পায়।
সেই হতে বিমুক্তির অন্যান্য জ্ঞান,
উদয় হয় ক্রমান্বয়ে বাড়ে অপ্রমাণ।
স্থিরশান্ত ত্রাসহীন হয় সে বিমুক্ত;
ছিন্ন করি সংযোজন আছে ভবে যত।
যিনি সংযত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন সতত,
সেই সাধুজন সদা শান্তিপদে রত;
স-বাহিনী মারকে করিয়া পরাজিত,
অন্তিম দেহধারী হয় সেই নিশ্চিত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৪. কাল (সময়) সূত্র

৬৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! কাল তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? অতীতকাল, অনাগত (ভবিষ্যৎ) কাল ও প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) কাল। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার কাল।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"প্রকাশে সংজ্ঞায় যে সত্ত্বগণ বিশ্বাসী,
প্রকাশে প্রতিষ্ঠিত মিথ্যায় হয়ে আশ্বাসী;
প্রকাশিত ধর্ম যেইজন অপরিজ্ঞাত,
মৃত্যু-রাজ্যে প্রবেশিবে সেজন নিশ্চিত।
প্রমাদ ত্যজিয়ে কিন্তু প্রকাশ করিবে,
মিথ্যাদৃষ্টি দূর হবে সকলে জানিবে;
বিমোক্ষ আসিবে যখন মনেতে তার,
মহাশান্তি মহাসুখ প্রত্যক্ষ এবার।
প্রকৃত করিয়া বল, যা বলিতে হয়,
ইহার দ্বারাই তব শান্তি-সুখ হয়;
পূর্ণজ্ঞানে থাকে যথা সত্যধর্মে স্থিত,
সংজ্ঞাযুক্ত হয়ে সে নির্বাণ অধিগত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৫. দুঃশ্চরিত্র সূত্র

৬৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! দুঃশ্চরিত্র তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? কায়-দুঃশ্চরিত্র, বাক্য-দুঃশ্চরিত্র, মনো-দুঃশ্চরিত্র। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার দুঃশ্চরিত্র।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"কায় দ্বারা দুষ্কর্ম করিয়া সম্পাদন,
বাক্য দ্বারা যদি করে দুর্বাক্য ভাষণ;
মনের দ্বারা দুশ্চিন্তা করেন যখন,
এই ত্রিদ্বারেতে হয় পাপ উপার্জন।
কুশলকর্ম নাহি করে অকুশলে রত,
উপার্জন করে থাকে পাপ আছে যত;
দেহান্তে মৃত্যু সময় আসিবে যখন,
সে দুষ্প্রাজ্ঞ নরকেতে জ্বলিবে তখন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৬. সুচরিত্র সূত্র

৬৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! সুচরিত্র তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? কায়-সুচরিত্র, বাক্য-সুচরিত্র ও মনো-সুচরিত্র। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার সুচরিত্র।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"কায়দ্বারে দুষ্কর্ম না করি সম্পাদন,
বাক্যদ্বারে কুবাক্য না করিবে ভাষণ;
মনোদ্বারে দুশ্চিন্তা না করিবে চিন্তন,
এই ত্রিদ্বারেতে হয় পুণ্য উপার্জন।
অকুশল নাহি করি পুণ্য কর্মে রত,
উপার্জন করে থাকে পুণ্য আছে যত;
দেহান্তে মৃত্যু সময় আসিবে যখন,
সে সুপ্রাজ্ঞ স্বর্গরাজ্যে জন্মিবে তখন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৭. শুচিতা সূত্র

৬৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! শুচিতা তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? কায়-শুচিতা, বাক্য-শুচিতা ও মনো-শুচিতা। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার শুচিতা।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"কায়-বাক্য-মন শুদ্ধ করিবে যখন,
সর্বাসব ক্ষয় হবে নিশ্চয় তখন;
এই ত্রিবিধ শুদ্ধ সম্পন্ন যেইজন,
সর্বত্যাগী বলে তারে জানে সর্বজন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৮. মৌনেয্য সূত্র

৬৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! মৌন তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? কায়-মৌন, বাক্য-মৌন ও মনো-মৌন। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো তিন প্রকার মৌন।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"কায়-বাক্য-মনে যদি হয় মৌনতা,
নিরাসক্ত হয়ে সদা পালে নিরবতা;
এই মৌনতা থাকে মুনিদের কাছে,
পাপশূন্য বলে তারে সর্বত্র প্রকাশে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৯. প্রথম রাগ সূত্র

৬৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! যার রাগ অপ্রহীন, দ্বেষ অপ্রহীন ও মোহ অপ্রহীন; সে ব্যক্তি 'মারের বন্ধনে পরিবেষ্টিত, মারের প্রলোভনে যথা ইচ্ছানুযায়ী পাপিষ্ঠের মতো কাজ করে'। হে ভিক্ষুগণ! যাঁর রাগপ্রহীন, দ্বেষপ্রহীন ও মোহপ্রহীন; সে ব্যক্তি 'মারের বন্ধনহীন, মারের ফাঁদ পরিত্যক্ত এবং তিনি মারের যথা ইচ্ছানুযায়ী পাপীদের মতো কাজ করেন না'।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"অবস্থান করেন তিনি রাগ ধ্বংস করি,
তার সাথে দ্বেষ-মোহ পাপ পরিহরি;
মানসিক উন্নতি লভি অন্য নহে আর,
তথাগত এ পথেই শ্রেষ্ঠ জগৎ মাঝার;
শত্রুহীন ভয়াতীত যিনি সদা জাগ্রত,
সর্বপাপ ত্যাগ করি অপার সুখে রত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১০. দ্বিতীয় রাগ সূত্র

৬৯. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর রাগ অপ্রহীন, দ্বেষ অপ্রহীন ও মোহ অপ্রহীন; সে ঊর্মিবহুল তরঙ্গমালা, ঘূর্ণিস্রোত ও হাঙ্গরপূর্ণ দৈত্য-দানবের আবাসস্থল সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর রাগপ্রহীন, দ্বেষপ্রহীন ও মোহপ্রহীণ, সে ঊর্মিবহুল সবীচি, ঘূর্ণিস্রোত আবর্তিত ও হাঙ্গরপূর্ণ দৈত্য-দানবের নিবাসস্থল সমুদ্র অতিক্রম করত তীরে উত্তীর্ণ হন

এবং সে ব্রাহ্মণের ভূমিতে অবস্থান করেন।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যাপন করেন যিনি রাগ ক্ষয় করি,
তার সাথে দ্বেষ-মোহ পাপ পরিহরি;
হাঙ্গর-দানব আর সিন্ধু পাড়ি দিয়া,
নিরাপদ হয়ে থাকে বিপদ ঘুচিয়া।
সকল বন্ধন হতে মুক্ত অনুক্ষণ,
মৃত্যুকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হন;
উপাদান ছিন্ন করে থাকে অনুক্ষণ,
পুনর্ভব নাহি দেখে জানিবে তখন;
সুনিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সীমা রেখা তার,
মৃত্যুরাজ বঞ্চিয়া তখন হয় দুঃখ পার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত॥

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

পুণ্য, চক্ষু, অতঃপর ইন্দ্রিয়সমূহ,
কাল, চরিতদ্বয় আর শুচি;
মৌনেয় অতঃপর রাগদ্বয়;
এগুলো উত্তম দ্বিতীয় অধ্যায়॥

৩. তৃতীয় বর্গ

১. মিথ্যাদৃষ্টি সূত্র

৭০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি- যে সত্ত্বগণ কায়-দুঃশ্চরিত্র সমন্বিত, বাক্য-দুঃশ্চরিত্র সমন্বিত ও মনো-দুঃশ্চরিত্র সমন্বিত এবং আর্যগণের প্রতি অপবাদকারী (অবজ্ঞাকারী, নিন্দাকারী) হয়, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে; তারা দেহান্তে মরণের পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয় ও নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের কাছ থেকে শুনে বলছি না। হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি- যে সত্ত্বগণ কায়-দুঃশ্চরিত্র সমন্বিত, বাক্য-দুঃশ্চরিত্র সমন্বিত ও মনো-দুঃশ্চরিত্র সমন্বিত এবং আর্যগণের প্রতি অবজ্ঞা-অপবাদকারী, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে; তারা দেহান্তে মরণের পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয় ও নিরয়ে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! পুনরায় বলছি- তাদের পরিণতি যা আমি স্বয়ং জ্ঞাত হয়েছি, স্বয়ং দেখেছি এবং স্বয়ং জেনেছি কেবল তাই আমি বলছি।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি- যে সত্ত্বগণ কায়-দুঃশ্চরিত্র সমন্বিত, বাক্য-দুঃশ্চরিত্র সমন্বিত ও মনো-দুঃশ্চরিত্র সমন্বিত এবং আর্যগণের প্রতি অপবাদকারী হয়, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে; তারা দেহান্তে মরণের পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয় ও নিরয়ে উৎপন্ন হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যেই ব্যক্তি মিথ্যায় প্রভাবিত করে মন,
সজ্ঞানে মিথ্যা-বাক্য যেবা বলে অনুক্ষণ;
কায়দ্বারা মিথ্যা কর্ম করে সম্পাদন,
দিবারাত্র পাপ তার বাড়ে অনুক্ষণ।

অল্পশ্রুত, জ্ঞানহীন কিছু নাহি জানে,
পুণ্যকর্ম নাহি করে ক্ষণিক এ'জীবনে;
দেহ ত্যাগের পর তার গতি নিশ্চয়,
সেই দুষ্প্রাজ্ঞের জন্ম নরকেতে হয়।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

২. সম্যক দৃষ্টি সূত্র

৭১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি– কায়-সুচরিত সমন্বিত, বাক্য-সুচরিত সমন্বিত ও মনো-সুচরিত সমন্বিত সত্ত্বগণ আর্যদের অপমান (অবজ্ঞা) করে না, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সম্যক দৃষ্টি দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে; তারা দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের নিকট শ্রবণ না করে আমি আরও বলছি– হে ভিক্ষুগণ! মৎকর্তৃক দৃষ্ট হয়েছে– কায়-সুচরিত সমন্বিত, বাক্য-সুচরিত সমন্বিত ও মনো-সুচরিত সমন্বিত সত্ত্বগণ আর্যদের অপবাদ না দিয়ে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং সম্যক দৃষ্টি মূলক কর্ম সম্পাদন করে; তারা দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। অপিচ, হে ভিক্ষুগণ! আবারও বলছি– আমি তাদের স্বয়ং জ্ঞাত হয়েছি, স্বয়ং দেখেছি এবং স্বয়ং যা জেনেছি কেবল আমি তাই বলছি।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি– কায়-সুচরিত সমন্বিত, বাক্য-সুচরিত সমন্বিত ও মনো-সুচরিত সমন্বিত সত্ত্বগণ আর্যদের অবজ্ঞা (অপবাদ) না করে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং সম্যক দৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদন করে; তারা দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"সম্যক পথে মনকে করে মনোনিবেশ,
সম্যক-বাক্য ভাষণ করেন সবিশেষ;
কায়ের দ্বারা সম্যক কর্মে হয় রত,
সেই ব্যক্তি সাধু বলে হয় পরিচিত।
বহুশ্রুত, পুণ্যকর্মী হয় যেই জন,
অনিত্য এ'জীবনে পুণ্য করে অনুক্ষণ;
দেহান্তের সময় তাঁর আসিবে যখন,
সে সুপ্রাজ্ঞ স্বর্গলোকে উপনীত হন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৩. নিঃসরণীয় সূত্র

৭২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! নিঃসরণীয় ধাতু তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? কাম হতে নিঃসরণ অর্থাৎ নিষ্ক্রমণ; রূপ হতে নিঃসরণ, যেমন– অরূপে স্থিতি; যা কিছু এযাবৎ ভূত, সংঘাত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন তা' হতে নিঃসরণ, যেমন– নিরোধ। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি হলো নিঃসরণীয় ধাতু।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"কামের নিঃসরণকে ভালভাবে জেনে,
রূপলোক অতিক্রম করে জ্ঞানীগণে;
সর্বদা অত্যুৎসাহী হয়ে থাকেন যাঁরা,
সর্বসংস্কার শান্ত করে সুখী হয় তাঁরা।
সম্যক দর্শনকারী ভিক্ষু-মহাশয়,
অবিমুক্ত-তৃষ্ণা হতে বিমুক্ত সে হয়;
অভিজ্ঞায় অভিষিক্ত হয় শান্ত-জ্ঞানী,
চারি যোগ অতিক্রমে সে প্রকৃত মুনি।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৪. শান্ততর সূত্র

৭৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে— "হে ভিক্ষুগণ! রূপলোক হতে অরূপলোক শান্ততর, অরূপলোক হতে নিরোধ শান্ততর (অধিকতর শান্ত)।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন—

"রূপলোকে উৎপন্ন হয় যে সত্ত্বগণ,
অরূপেতে প্রতিষ্ঠিত হয় যার মন;
নিরোধকে অজ্ঞ জানয় হয় ভবাগত,
পুনরায় আসিতে হয় এ'ভবে নিশ্চিত।
রূপলোক পরিজ্ঞাত হয় যেইজন,
অরূপেতে অনাসক্ত থাকে যার মন;
নিরোধেতে বিমুক্ত হয় জান যেজনে,
নিশ্চিত মৃত্যুঞ্জয়ী জানিবে সেইজনে।
সশরীরে অমৃত ধাতু করে অর্জন,
নিরাসক্ত হবে, আসক্তি করে বর্জন;
সম্যকভাবে ইহাকে উপলব্ধি করে,
সদ্ধর্ম জ্ঞাত হন অনাসবের তরে।
সম্যক সম্বুদ্ধ ইহা করেন দেশনা,
বীতশোক হয়, তাঁর কলুষ থাকে না।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত॥

৫. পুত্র সূত্র

৭৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে— "হে ভিক্ষুগণ! কিরূপে পুত্র অতিজাত (অভিজাত) হয়? হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবীতে কোন কোন পুত্রের এমন মাতা-পিতা আছে— যারা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে না, ধর্মের শরণ গ্রহণ করে না, সংঘের শরণ করে না; প্রাণীহত্যা হতে বিরত নহে, অদত্তবস্তু গ্রহণ (চুরি)

হতে বিরত নহে, মিথ্যা কামাচার (ব্যাভিচার) হতে বিরত নহে, মিথ্যা বাক্য কথন হতে বিরত নহে, সুরা-মৈরেয়-মদ্য-প্রমাদ কারণ হতে বিরত নহে এবং যারা দুঃশীল ও পাপধর্মে রত। তাদের পুত্র যদি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন, ধর্মের শরণ গ্রহণ করেন, সংঘের শরণ গ্রহণ করেন; প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকেন, অদত্তবস্তু গ্রহণে বিরত থাকেন, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকেন, মিথ্যা বাক্য কথন হতে বিরত থাকেন, সুরা-মৈরেয়-মদ্য-প্রমাদ কারণ হতে বিরত থাকেন এবং শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়। হে ভিক্ষুগণ! এরূপে পুত্র অভিজাত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! কিরূপে পুত্র অনুজাত হয়? হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবীতে কোন কোন পুত্রের এমন মাতা-পিতা আছে- যাঁরা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন, ধর্মের শরণ গ্রহণ করেন, সংঘের শরণ গ্রহণ করেন; প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকেন, অদত্তবস্তু গ্রহণে বিরত থাকেন, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকেন, মিথ্যা বাক্য হতে বিরত থাকেন, সুরা-মৈরেয়-মদ্য-প্রমাদ কারণ হতে বিরত থাকেন এবং শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়। তাঁদের পুত্রও যদি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন, ধর্মের শরণ গ্রহণ করেন, সংঘের শরণ গ্রহণ করেন; প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকেন, অদত্তবস্তু গ্রহণে বিরত থাকেন, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকেন, মিথ্যা বাক্য হতে বিরত থাকেন, সুরা-মৈরেয়-মদ্য-প্রমাদ কারণ হতে বিরত থাকেন এবং শীলবান ও কল্যাণধর্মী হয়। তবেই হে ভিক্ষুগণ! এরূপে পুত্র অনুজাত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! কিরূপে পুত্র অবজাত হয়? হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবীতে কোন কোন পুত্রের এমন মাতা-পিতা আছে- যাঁরা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন, ধর্মের শরণ গ্রহণ করেন, সংঘের শরণ গ্রহণ করেন; প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকেন, অদত্তবস্তু গ্রহণে বিরত থাকেন, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকেন, মিথ্যা বাক্য হতে বিরত থাকেন, সুরা-মৈরেয়-মদ্য-প্রমাদ কারণ হতে বিরত থাকেন এবং শীলবান ও কল্যাণধর্মে রত থাকেন। তাঁদের পুত্র যদি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ না

করে, ধর্মের শরণ গ্রহণ না করে, সংঘের শরণ গ্রহণ না করে ; প্রাণীহত্যা হতে বিরত না হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত না হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত না হয়, মিথ্যা বাক্য হতে বিরত না হয়, সুরা-মৈরেয়-মদ্য-প্রমাদ কারণ হতে বিরত না হয় এবং দুঃশীল ও পাপধর্মে রত হয়, তবে হে ভিক্ষুগণ! এরূপে পুত্র অবজাত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এরূপে পৃথিবীতে তিন প্রকার পুত্র বিদ্যমান থাকে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"অভিজাত, অনুজাত পুত্র দুই প্রকার,
পণ্ডিতেরা কামনা করেন বারংবার;
অবজাত পুত্র কিন্তু কেহ নাহি চায়,
বংশের মর্যাদা ধ্বংস করিবেক তাই।
অভিজাত অনুজাত এই পুত্রদ্বয়,
জগতে তারাই প্রকৃত উপাসক হয়;
শ্রদ্ধা ও শীলের দ্বারা উদার তাঁরা হয়,
মাৎসর্য ত্যাগী তাঁরা শান্তি-সুখে রয়;
পরিষদে বিচরে তাঁরা হয়ে আলোকিত,
মেঘমুক্ত চন্দ্র যেন আকাশে উদিত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৬. অবৃষ্টিক সূত্র

৭৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবীতে তিন প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) বিদ্যমান আছে। সেই তিনি প্রকার কি? অনাবৃষ্টিসম (বৃষ্টিহীন মেঘের ন্যায়), প্রদেশবর্ষী (একস্থানে বর্ষণকারী মেঘ সদৃশ) ও সর্বত্রাভিবর্ষী (সর্ব স্থানে বর্ষণকারী মেঘের ন্যায়)।"

"হে ভিক্ষুগণ! কিরূপ পুদ্গল অনাবৃষ্টিসম হয়? হে ভিক্ষুগণ! এ জগতে কোন কোন ব্যক্তি শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দরিদ্র-নিঃস্ব ও যাচকদেরকে

অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা-বাসস্থান এবং প্রদীপাদি সকল বস্তু দান দাতা হয় না। হে ভিক্ষুগণ! এরূপে পুদ্গল অনাবৃষ্টিসম হয়ে থাকে।"

"হে ভিক্ষুগণ! কিরূপ ব্যক্তি প্রদেশবর্ষী হয়? হে ভিক্ষুগণ! এ জগতে কোন কোন ব্যক্তি কিছু কিছু বস্তু দান করে না। যথা- অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা-বাসস্থান ও প্রদীপাদি শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দরিদ্র-পথচারী এবং যাচকদেরকে দান করে না। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ ব্যক্তি প্রদেশবর্ষী হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! কিরূপ ব্যক্তি সর্বত্রাভিবর্ষী (সর্বত্র অভিবর্ষী) হয়? হে ভিক্ষুগণ! এ জগতে কোন কোন ব্যক্তি সর্ববস্তু, যেমন- অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা-বাসস্থান ও প্রদীপাদি শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দরিদ্র-পথচারী-নিঃস্ব ও যাচকদের দান দাতা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ ব্যক্তিই সর্বত্র অভিবর্ষী হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার ব্যক্তি পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন—

"দান নাহি দেয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের,
আর নাহি দেয় দরিদ্র ও নিঃস্বদের;
ভাগ করে কোন কিছু নাহি দেয় তার,
অন্ন-পানীয়-ভোজ্য যত, অন্য নাহি আর;
পুরুষাধম বলে তারে জানহ সবাই,
বৃষ্টিহীন মেঘসম তাকে বলা যায়।
কদাচিৎ কাকেও দান দিতে নাহি চায়,
নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আবার দান দিতে যায়;
এমন ব্যক্তিকে তবু মেধাবী বলা যায়,
প্রদেশবর্ষী বলিয়া তারে জানিবে সবাই।
অভিবর্ষী হয়ে থাকে জান এইজন,
সর্বভূতে হিতানুকম্পী হৃদে অনুক্ষণ;

মহানন্দে দান করে আছে যত তার,
দাও! দাও! বলে সদা আনন্দে অপার।
আকাশেতে মেঘ যেরূপ করে গর্জন,
সারাদেশে বর্ষিয়া যদি ডাকে প্লাবন;
উচু-নিচু স্থান পূর্ণ হয় অবিরত,
চারিদিকে জলধারা হয়ে প্রবাহিত।
এমন ব্যক্তিও জগতে আছে বিদ্যমান,
তাঁদের সর্বত্রবর্ষী বলে জ্ঞানীগণ;
ধর্মপথে থাকি করেন ধন উপার্জন,
সন্তুষ্ট থাকেন সদা তাতে অনুক্ষণ;
অন্ন-পানীয় সম্যক পাত্রে দান দিয়ে,
মহানন্দ লভেন ত্যাগের বিনিময়ে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৭. সুখ প্রার্থনা সূত্র

৭৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনা করে পণ্ডিত ব্যক্তি শীল[২] রক্ষা করেন। সেই ত্রিবিধ কি? 'প্রশংসা আমার আয়ত্তাধীন হোক'– এই চিন্তা করত পণ্ডিত ব্যক্তি শীল রক্ষা করেন। 'ভোগ-সম্পত্তি আমার উৎপন্নাধীন হোক'– এই চিন্তা করে পণ্ডিত ব্যক্তি শীল রক্ষা করেন। 'দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে আমি পুনরুৎপন্ন হবো'– এই চিন্তা করে পণ্ডিত ব্যক্তি শীল রক্ষা করেন। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনা করে পণ্ডিত ব্যক্তি শীল রক্ষা করেন।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

২. **শীল–** গৃহীগণ পঞ্চশীল, অষ্টশীল ও দশ সুচরিত শীল এবং প্রব্রজিতগণের চতুঃপরিশুদ্ধ শীল।

"শীল রক্ষা করেন সদা মেধাবী নরে,
প্রার্থনা করেন ত্রিবিধ সুখের তরে;
প্রশংসা আর বিত্তলাভ যেন মোর হয়,
স্বর্গে গিয়ে অপার আনন্দ সমুদয়।
কোন কোন পাপ নাহি করে যেইজনে,
অথচ করে সেবা তারা পাপকর্মীগণে;
সংক্রমিত হন তিনি পাপকর্মে অতি,
কলঙ্কিত হবে পাপে এই তার ভীতি।
কেমন ব্যক্তির সাথে মিত্রতা করিবে,
সংসর্গ করিবে কার স্যাথে তাও জানিবে;
গুণবান হবে সদা এই ভব সংসারে,
আত্মবৎ বন্ধুর সঙ্গে সদা বিচরিবে;
পরিণাম দেখে জ্ঞানী সদা ভয় করে,
উচিত বলিয়া ত্যাগ করে প্রমাদেরে।
পচা মৎস্যে বাঁধে যদি তৃণ-লতা দিয়ে,
তৃণ-লতা গন্ধ হয় দেখরে চাহিয়ে;
অসৎ সংসর্গ দোষেও এমনই হয়,
গুণবানও গুণহীনে হয় গন্ধময়।
পলাশ পত্রেতে কেহ বাঁধিলে তগর,
সে পত্রে সুগন্ধ বহে মনোমুগ্ধকর;
সেরূপ পণ্ডিতের সনে যার বসতি,
তাহাতেও হয় তাঁর সুযশ সুখ্যাতি।
তেমনি আচ্ছাদিত পত্র পল্লবে মত,
জানিয়া পরিণাম নিজের যথাযথ;
পাপমিত্রের সঙ্গ ত্যাগ কর সাবধানে,
সাধুর সংসর্গ কর আনন্দিত মনে;
অশান্ত অমিত্রের হয় নিরয়ে গমন,
স্বর্গে যায় শান্ত-দান্ত পণ্ডিত সুজন।"

ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৮. ভঙ্গুর (অনিত্য) সূত্র

৭৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! এই দেহ ও বিজ্ঞান (চেতনা) ভঙ্গুর ও বিরাগধর্মী। দেহের সমস্ত উপাদানই অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী (অনাত্মাধর্মী)।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"শরীর ভঙ্গুরধর্মী হয়ে অবগত,
বিজ্ঞান বিরাগধর্মী জানহ সতত;
উপাদানে ভয়-ভীতি দেখিয়া এবার,
জন্ম-মৃত্যু অতিক্রমি হবে ভবপার;
লভিয়া পরম শান্তি আনন্দেতে ভাসি,
শান্তচিত্তে থাকে তখন বদনেতে হাসি।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৯. ধাতুসংশ্লিষ্ট সূত্র

৭৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! ধাতুসংযুক্ত সত্ত্বগণ সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (মেলামেশা) হয়, সম্মিলিত হয়। হীনাসক্ত (হীনমনোবৃত্তি) সত্ত্বগণ হীননুরক্ত সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, সম্মিলিত হয়। কল্যাণ-ধর্মাচরণে উৎসাহী সত্ত্বগণ কল্যাণ-ধর্মাচরণে উৎসাহী সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, সম্মিলিত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! অতীতে ধাতুসংযুক্ত সত্ত্বগণ, অন্য সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল, সম্মিলিত হয়েছিল। হীনাসক্ত সত্ত্বগণ হীনাসক্তগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল, সম্মিলিত হয়েছিল।

কল্যাণ–ধর্মাচরণে উৎসাহী সত্ত্বগণ, কল্যাণ-ধর্মাচরণে উৎসাহী সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল, সম্মিলিত হয়েছিল।"

"হে ভিক্ষুগণ! অনাগতেও (ভবিষ্যতেও) ধাতুসংযুক্ত সত্ত্বগণ সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে, সম্মিলিত হবে। হীনাসক্ত সত্ত্বগণ হীনাসক্ত সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে, সম্মিলিত হবে। কল্যাণ-ধর্মাচরণে উৎসাহী সত্ত্বগণ কল্যান–ধর্মাচরণে উৎসাহী সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে, সম্মিলিত হবে।"

"হে ভিক্ষুগণ! এরূপে প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) সময়েও ধাতুসংযুক্ত সত্ত্বগণ সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে, সম্মিলিত হচ্ছে। হীনাসক্ত সত্ত্বগণ হীনাসক্ত সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে, সম্মিলিত হচ্ছে। কল্যাণ-ধর্মাচরণে উৎসাহী সত্ত্বগণ কল্যান-ধর্মাচরণে উৎসাহী সত্ত্বগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে, সম্মিলিত হচ্ছে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"সংসর্গ হতে হয় বাসনার উদয়,
বিচ্ছিন্ন থাকিলে হয়, উহাদের লয়:
ছোট কাষ্ঠে যেমন আরোহণ করিলে,
নিমজ্জিত হইবে সে সাগরের তলে;
সাধুজন থাকে যদি অলসের সাথে,
পরিণতি হবে তাদের একই মতে;
শান্ত-নির্জনবাসী আর্যগণের সনে,
অবস্থানে হয় জান অভিরুচি ধ্যানে;
বসবাস কর সদা দৃঢ়বীর্যের সনে,
পণ্ডিতের সাথে বাস মহাসুখ আনে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

(১০) পরিহানি সূত্র

(৭৯) আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ ধর্ম (বিষয়) শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানি হয়। সেই তিন প্রকার কি? হে ভিক্ষুগণ! এখানে শিক্ষার্থী ভিক্ষু যদি কর্মপ্রিয় হয়, কর্মে রমিত হয় এবং কর্মপ্রিয় জনের সংসর্গে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। সে যদি অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় আনন্দিত হয়, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় রমিত হয় এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে এমন লোকের সংসর্গে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। সে যদি নিদ্রায় আনন্দিত হয়, নিদ্রায় রমিত হয় এবং নিদ্রালুজনের সংসর্গে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানি সংবিদ্যমান থাকে।"

"হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানি হয় না। সেই তিনটি কি? হে ভিক্ষুগণ! এখানে শিক্ষার্থী ভিক্ষু কর্মে আনন্দিত হয় না, কর্মে রমিত হয় না এবং কর্মপ্রিয় জনের সংসর্গে নিজেকে নিয়োজিত রাখে না। সে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় আনন্দিত হয় না, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় রমিত হয় না এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে এমন লোকের সংসর্গে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন না। নিদ্রায় আনন্দিত হয় না, নিদ্রায় রমিত হয় না এবং নিদ্রালু ব্যক্তির সংসর্গে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন না। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ ধর্ম শিক্ষার্থী অপরিহানি সংবিদ্যমান (পরিহানি হয় না)।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"নানা কর্মে রত যে বাজে আলাপে লিপ্ত,
নিদ্রালু আরাম প্রিয়, মন যার বিক্ষিপ্ত;
এমন ভিক্ষুর পক্ষে অসম্ভব অতি,
লভিতে পরম সম্বোধি উত্তম গতি।
অল্পকৃত্য আর যেবা পাপে লিপ্ত নয়,
তন্দ্রালস্য ত্যাগী যেবা নিরহঙ্কারী হয়;

এমন ভিক্ষুর পক্ষেই সম্ভব অতি,
লভিতে পরম সম্বোধি উত্তম গতি।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

দৃষ্টিদ্বয়, নিঃসারণীয়, রূপ, পুত্র, অবৃষ্টিক;
সুখ, ভঙ্গুর, ধাতু, পরিহানি এই দশ ॥

৪. চতুর্থ বর্গ

১. বিতর্ক সূত্র

৮০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! অকুশল বিতর্ক ত্রিবিধ। সেই ত্রিবিধ কি? অনবস্থিত (অস্থির) প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, লাভ-সৎকার প্রত্যাশী প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক ও পরানুদ্দয়তা (অপরের অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত) প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি হলো অকুশল বিতর্ক।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"অস্থির সংযুক্ত চিত্ত ঘুরে অনুক্ষণ,
লাভ-সৎকার-শ্রদ্ধা পেতে চায় সর্বক্ষণ;
সঙ্গী সংসর্গে আনন্দিত হয় যে নরে,
সংযোজন ক্ষয় হতে রহে বহুদূরে।
পুত্র-ধনে যিনি সদা অনাসক্ত রয়,
বিবাহ বন্ধনে যিনি আবদ্ধ না হয়;
এমন ভিক্ষুর পক্ষেই সম্ভব অতি,
লভিতে পরম সম্বোধি উত্তম গতি।"

ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

২. সৎকার সূত্র

৮১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি যে, যেই সকল সত্ত্বগণ লাভ-সৎকারের দ্বারা অভিভূত, পরিদীর্ণ (বিদীর্ণ) চিত্তসম্পন্ন; তারা দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয় এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি যে, যেই সত্ত্বগণ অসৎকারের দ্বারা অভিভূত, পরিদীর্ণ চিত্তসম্পন্ন; তারা দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয় এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি যে, যেই সত্ত্বগণ সৎকার ও অসৎকার উভয়ে অভিভূত, পরিদীর্ণ চিত্তসম্পন্ন: তারা দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয় এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের কাছ থেকে শুনে ইহা বলছি না। অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ! আমার দ্বারা যা স্বয়ং জ্ঞাত, স্বয়ং দৃষ্ট এবং স্বয়ং বিদিত; কেবল তাই আমি বলছি।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি যে, যেই সকল সত্ত্বগণ লাভ-সৎকারের দ্বারা অভিভূত, পরিদীর্ণ(বিদীর্ণ) চিত্তসম্পন্ন; তারা দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয় এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি যে, যেই সত্ত্বগণ অসৎকারের দ্বারা অভিভূত, পরিদীর্ণ চিত্তসম্পন্ন; তারা দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয় এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি দেখেছি যে, যেই সত্ত্বগণ সৎকার ও অসৎকার উভয়ে অভিভূত, পরিদীর্ণ চিত্তসম্পন্ন; তারা দেহান্তে মৃত্যুর

পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয় এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"সৎকার ও অসৎকার দু'য়ে চিত্ত যার অকম্পিত,
অপ্রমাদী সেই জনের সমাধি নহে বিকম্পিত;
তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর বিদর্শন-জ্ঞান ধ্যানীগণে পায়,
উপাদানক্ষয়ী যে, তাকেই সৎপুরুষ বলা যায়।"
ইহার অর্থও ভগবান দ্বারা হয়েছে ভাষিত,
মৎকর্তৃক সম্যকভাবে সেরূপে হয়েছে শ্রুত ॥

৩. দেব-শব্দ সূত্র

৮২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ দেব–শব্দ সময়ে সময়ে দেবগণের মধ্যে উত্থিত হয়। সেই ত্রিবিধ দেব-শব্দ কি? হে ভিক্ষুগণ! যখন কোন আর্যশ্রাবক কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করে কাষায় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আগার (গৃহ) হতে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের চিন্তা করেন, সে সময়ে দেবগণের মধ্যে দেব-শব্দ উত্থিত হয়– 'এই আর্যশ্রাবক মারের সঙ্গে সংগ্রাম করার চিন্তা করেছে'। হে ভিক্ষুগণ! ইহা প্রথম দেব-শব্দ, যা সময়ে সময়ে দেবগণের মধ্যে উত্থিত হয়।"

"পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যখন কোন আর্যশ্রাবক সপ্ত বোধিপক্ষীয় ধর্মে ভাবনায় মনোযোগী হয়ে বিহার (অবস্থান) করেন, সে সময়ে দেবগণের মধ্যে দেব-শব্দ উত্থিত হয়– 'এই আর্যশ্রাবক মারের সঙ্গে সংগ্রাম করছে'। হে ভিক্ষুগণ! ইহা দ্বিতীয় দেব-শব্দ, যা সময়ে সময়ে দেবগণের মধ্যে উত্থিত হয়।"

"পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যখন কোন আর্যশ্রাবক আসবক্ষয়ে অনাসব হয়ে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করতঃ দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে বিহার (বাস) করেন, সে সময়ে দেবগণের মধ্যে দেব-শব্দ উত্থিত হয়– 'এই আর্যশ্রাবক সংগ্রাম-বিজয়ী; তিনি সংগ্রাম শীর্ষে অভিজয়ী হয়ে অবস্থান

করছেন'। হে ভিক্ষুগণ! ইহা তৃতীয় দেব-শব্দ, যা দেবগণের মধ্যে সময়ে সময়ে উত্থিত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো ত্রিবিধ দেব-শব্দ, যা দেবগণের মধ্যে সময়ে সময়ে উত্থিত হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"সম্যক সম্বুদ্ধের জ্ঞানী শ্রাবক-সুজন,
সংগ্রাম-জয়ী হয়েছেন দেখে দেবগণ;
শ্রদ্ধায় নমস্কারে সেই মহাত্মা সুজনে,
ভব ভয় বিরহিত, নমামি চরণে।
নমস্কারিব তোমায় ওহে পুরুষোত্তম,
দুর্জয় বিজয়ী তুমি হয়েছ নরোত্তম;
মৃত্যু-সৈন্য পরাজিয়া ভবসিন্ধু পার,
বিমোক্ষ লভিয়া মুক্ত হয়েছ এবার।
এরূপে দেবগণ দ্বারা তিনি প্রশংসিত,
চরম সীমায় হয়েছে যিনি উপনীত;
প্রকৃত কারণ তারা দেখে না তাহার,
কেমনে হয়েছেন তিনি মৃত্যু সীমাপার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৪. পঞ্চ পূর্বনিমিত্ত সূত্র

৮৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! যখন কোন দেবতার দেবকায় চ্যুতিধর্মী (চ্যুতির সময়) হয়, তখন তাঁর পাঁচটি পূর্বনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়- পুষ্পমাল্য বিবর্ণ হয়, বস্ত্রসমূহ কর্দম ম্রক্ষিপ্তের মতো মলিন হয়, স্কন্ধ হতে স্বেদ নির্গত হয়, দেহ দুর্বর্ণ-কদাকার হয় ও দেবতা স্বীয় দেবাসনে আর অভিরমিত হয় না। হে ভিক্ষুগণ! তখন অন্যান্য দেবগণ 'এই দেবপুত্র চ্যুতিধর্মী' ইহা জেনে তিনটি বাক্যের দ্বারা তা

অনুমোদন করেন। 'আপনি সুগতিতে গমন করুন, সুগতিতে গিয়ে সুলব্ধ লাভ করুন এবং সুলব্ধ লাভ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হোন'।"

ইহা বলা হলে, অন্যতর (অন্য একজন জৈনেক অনুসন্ধিৎসু) ভিক্ষু ভগবানকে বললেন- 'ভন্তে, দেবতাদের আবার সুগতিগমন সম্মত কি? দেবতাদের সুলব্ধ লাভ সম্মতই বা কি? দেবতাদের সুপ্রতিষ্ঠিত সম্মতই বা কি?

"হে ভিক্ষুগণ! মনুষ্যত্ব লাভই দেবতাদের পক্ষে সুগতি গমন। যখন মনুষ্যত্ব লাভ করে তথাগত প্রবেদিত (দেশিত) ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই দেবতাদের পক্ষে সুলব্ধ লাভ সম্মত। তার মধ্যে সেই শ্রদ্ধা নিবিষ্ট হয়, মূলজাত হয়, দৃঢ় হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়; সে অসংহারী (অবিনাশী) শ্রদ্ধা যা কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতা-মার-ব্রহ্মা অথবা এ পৃথিবীতে অন্য কারো দ্বারা হয় না। হে ভিক্ষুগণ! দেবগণের পক্ষে ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত সম্মত (দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষণ)।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যবে হয় কোন দেবতার আয়ুক্ষয়,
দেবলোক হতে চ্যুত হয় সে নিশ্চয়;
তখন নিঃসরিত হয় দেব-শব্দ ত্রয়,
সে চ্যুতিকে করে অনুমোদন নিশ্চয়।
সুগতিতে যাও বন্ধু! দেবলোক হতে,
মানবজন্ম শ্রেষ্ঠ হবে অন্য জন্ম হতে;
মনুষ্যত্ব লভি তুমি বিশ্বাস রাখিবে,
সত্যধর্ম দৃঢ়ভাবে পালন করিবে।
শ্রদ্ধাবান হও যেন অন্য নাহি আর,
প্রতিষ্ঠিত করিবে ইহা দুঃখ হবে পার;
দৃঢ়মতি হয়ে তথায় থাকিবে নিশ্চয়,
সু-আখ্যাত ধর্মপথে মহাশান্তি পায়।

কায়-বাক্য-মনে পাপ করিবে বর্জন,
কলুষিত নাহি হইবে মানব-জীবন;
ত্রিবিধ দ্বার সর্বদা সংযত করিবে,
সদা পুণ্য বৃদ্ধি হবে এ'কথা জানিবে।
পুণ্যের ভিত্তি বলি জানিবে নিশ্চয়,
স্বার্থ ত্যাগ করি যদি দানে রত হয়;
অন্যকেও প্রতিষ্ঠিত করিবে যে তুমি,
ব্রহ্মচর্য আচরিয়া ধর্মে রবে রমি।
চ্যুত যদি হতে যায় কোন দেবগণ,
সঙ্গ ত্যাগ করে যাবে নিশ্চয় তখন;
করুণা করিয়া তাকে উৎসাহিত করে,
ফিরিয়া এসো বন্ধু তুমি বারে বারে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৫. বহুজনহিত সূত্র

৮৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে— "হে ভিক্ষুগণ! বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বহুলোকের প্রতি অনুকম্পা হেতু এবং দেব-মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখের জন্যে পৃথিবীতে তিন প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) জন্মগ্রহণ করেন। সেই তিন প্রকার পুদ্গল কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ধর্ম দেশনায় আদি-কল্যাণ, মধ্যে-কল্যাণ, পর্যবসানে-কল্যাণ (অন্তে-কল্যাণ), সার্থক (অর্থযুক্ত), সব্যঞ্জন, কেবল পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ (দেশনা) করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইনি হলেন প্রথম পুদ্গল যিনি পৃথিবীতে বহুজনের হিতের

জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বহুলোকের প্রতি অনুকম্পা হেতু এবং দেব-মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখের জন্যে আবির্ভূত হন।"

"হে ভিক্ষুগণ! পুনরায় তারপর (দ্বিতীয় এক ব্যক্তি) যিনি শাস্তার শ্রাবক, অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, কৃতকরণীয় (কর্তব্য সম্পাদিত), ভারমুক্ত, সদর্থ অনুপ্রাপ্ত, ভব-সংযোজন পরিক্ষীণ, সম্যক জ্ঞানী ও বিমুক্ত। তিনি ধর্ম দেশনায় আদি-কল্যাণ, মধ্যে-কল্যাণ, পর্যবসানে-কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন, কেবল পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইনি হলেন দ্বিতীয় পুদ্গল যিনি পৃথিবীতে বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বহুলোকের প্রতি অনুকম্পা হেতু এবং দেব-মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখের জন্য আবির্ভূত হন।"

"হে ভিক্ষুগণ! পুনরায় তারপর (তৃতীয় এক ব্যক্তি) যিনি শাস্তার শ্রাবক, শৈক্ষ্য, বহুশ্রুত, শীল ও ব্রত সম্পন্ন। তিনিও ধর্ম দেশনায় আদি-কল্যাণ, মধ্যে-কল্যাণ, পর্যবসানে-কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন, কেবল পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। হে ভিক্ষুগণ! ইনি হলেন তৃতীয় পুদ্গল যিনি পৃথিবীতে বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বহুলোকের প্রতি অনুকম্পা হেতু এবং দেব-মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখের জন্যে আবির্ভূত হন।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"দেব-মানবের তিনি শাস্তা আর মহামুনি,
ধরাতলে পরিচিত হন প্রথম মহাজ্ঞানী;
শিষ্যগণ তাঁহাকে সদা অনুসরণ করে,
সমাধিতে থাকেন নিত্য পূর্ণজ্ঞানের তরে।
শিক্ষানবিস হয়ে তিনি শিক্ষা কাজে রত,
বহুশ্রুত শীলবান অনুসরে আর্যপথ;
দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে এই তিনজন,
প্রচারে করেন সদ্ধর্ম যাহা শ্রেষ্ঠকল্যাণ।
উদ্ঘাটন করেন তাঁহারা অমৃতের দ্বার,
অন্ধজনকে জ্ঞান দিয়া করেন উদ্ধার;

ঐ পথ দৃঢ়ভাবে যারা করে অনুসরণ,
তারাই করিতে পারেন বন্ধন-প্রমোচন।
শাস্তার প্রদর্শিত অনুত্তর মার্গ নিচয়ে,
আত্মনিয়োগ করেন উদ্যমশীল হয়ে;
অপ্রমত্ত হয়ে অনুক্ষণ সুগত-শাসনে,
দুঃখের অন্তসাধন করেন ইহ-জীবনে।"
এর অর্থ ভগবান দ্বারা হয়েছে ভাষিত,
মৎকর্তৃক ইহা সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৬. অশুভানুদর্শী সূত্র

৮৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কায়ে অশুভানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। তোমরা আনাপানানুস্মৃতি (শ্বাস-প্রশ্বাস ভাবনা) অনুশীলন করে আধ্যাত্মিক সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হও। সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। হে ভিক্ষুগণ! যিনি কায়ে অশুভানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, তাঁর এই শুভধারণার দ্বারা রাগানুশয় প্রহীন হয়। যিনি আনাপানানুস্মৃতি ভাবনা করে আধ্যাত্মিক সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, বাহিরের কোন বিতর্ক তাঁর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তাঁর অবিদ্যা প্রহীন হয় এবং যা বিদ্যা তা উৎপন্ন হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"অশুভ ভাবনা কর দেহে অনুক্ষণ,
আনাপানস্মৃতি কর সদা সর্বক্ষণ;
সূক্ষ্মদর্শী হয়ে সদা আস্থাশীল হবে,
সর্বসংস্কার ক্ষয়শীল ইহাও জানিবে।
সম্যক দর্শনকারী ভিক্ষু-মহাশয়,
অবিমুক্ত-তৃষ্ণা হতে বিমুক্ত সে হয়;

অভিজ্ঞায় অভিষিক্ত হয় শান্ত-জ্ঞানী,
সর্বযোগ অতিক্রমি সে প্রকৃত মুনি।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৭. ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন সূত্র

৮৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ভিক্ষুর ইহাই অনুধর্ম। তার ব্যাখ্যা এরূপ- ইহা ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন। তিনি ধর্মানুযায়ী ভাষণই দান করেন, অধর্মানুযায়ী ভাষণ প্রদান করেন না এবং তিনি তাহাই বিতর্ক করেন যা ধর্মবিতর্কানুযায়ী বিতর্কযোগ্য, তিনি অধর্ম বিতর্ক করেন না। তদুভয়ে (তৎ-উভয়ে) অভিনিবেশ সহকারে উপেক্ষা ও স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে তিনি অবস্থান করেন।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"ধর্মে যাঁর অবস্থান, যিনি ধর্মে-রত,
পুনঃপুন ধর্ম-চিন্তা করেন সতত;
করেন নিয়ত যিনি ধর্মানুস্মরণ,
সে ভিক্ষু সদ্ধর্ম হতে স্খলিত না হন।
যিনি চলমান কিংবা থাকে দণ্ডায়মান,
উপবেশনে বা শয়নে করেন অবস্থান;
সর্বকালে আধ্যাত্মিক চিত্ত সদা রয়,
শান্তি পথে গমন তার হয় নিশ্চয়।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৮. অন্ধকারণ সূত্র

৮৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার অকুশল বিতর্ক অন্ধকারক (অজ্ঞানান্ধকার উৎপাদক), অচক্ষুকারক (জ্ঞানচক্ষু অনুৎপাদক), অজ্ঞানকারক, প্রজ্ঞানিরোধক, ব্যাঘাতকারক ও অনির্বাণ-সংবর্তনকারক। সেই তিন প্রকার কি? হে ভিক্ষুগণ! কাম-বিতর্ক যা অন্ধ করে, অচক্ষু করে, অজ্ঞান করে, প্রজ্ঞা নিরোধ করে, বাধা সৃষ্টি করে এবং অনির্বাণ-সংবর্তন করে। হে ভিক্ষুগণ! ব্যাপাদ-বিতর্ক যা অন্ধ করে, অচক্ষু করে, অজ্ঞান করে, প্রজ্ঞা নিরোধ করে, ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং অনির্বাণ-সংবর্তন করে। হে ভিক্ষুগণ! হিংসা-বিতর্ক যা অন্ধ করে, অচক্ষু করে, অজ্ঞান করে, প্রজ্ঞা নিরোধ করে, ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং অনির্বাণ-সংবর্তন করে। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ (কাম, ব্যাপাদ ও হিংসা) হলো অকুশল-বিতর্ক যা অন্ধকারক, অচক্ষুকারক, অজ্ঞানকারক, প্রজ্ঞানিরোধক, ব্যাঘাতকারক ও অনির্বাণ-সংবর্তক।"

"হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার কুশল বিতর্ক যা অনন্ধকারক, চক্ষুকারক (মনশ্চক্ষু উৎপাদক), জ্ঞানকারক, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক, অব্যাঘাতকারক ও নির্বাণ-সংবর্তক। সেই তিন প্রকার কি? হে ভিক্ষুগণ! নৈষ্ক্রম্য-বিতর্ক অন্ধ করে না, চক্ষুষ্মান করে, জ্ঞান দান করে, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে, ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না এবং নির্বাণ-সংবর্তন করে। হে ভিক্ষুগণ! অব্যাপাদ-বিতর্ক অন্ধ করে না, চক্ষুষ্মান করে, জ্ঞান দান করে, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে, ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না এবং নির্বাণ-সংবর্তন করে। হে ভিক্ষুগণ! অহিংসা-বিতর্ক অন্ধ করে না, চক্ষুষ্মান করে, জ্ঞান দান করে, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে, ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না এবং নির্বাণ-সংবর্তন করে। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি (নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ ও অহিংসা) হলো কুশল-বিতর্ক যা অনন্ধকারক, চক্ষুকারক, জ্ঞানকারক, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক, অব্যাঘাতকারক এবং নির্বাণ-

সংবর্তক।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"ত্রিবিধ কুশল বিষয় করিবে অর্জন,
অকুশল বিতর্ক ত্রয় করিবে বর্জন;
বিরত থাকেন যিনি এরূপ চিন্তা হতে,
ধুলি-কণা শান্ত হয় যেমন বৃষ্টিতে;
যে জন চিত্তের বিতর্ক প্রশমনে রত,
ইহ-জীবনে শান্তিপদ সে লভে নিশ্চিত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৯. অন্তরামল সূত্র

৮৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার অন্তরামল অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-বধক ও অন্তর-প্রতিপক্ষ। সেই তিন প্রকার কি? হে ভিক্ষুগণ! লোভ অন্তরামল, অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-বধক ও অন্তর-প্রতিপক্ষ। হে ভিক্ষুগণ! দ্বেষ অন্তরামল, অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-বধক ও অন্তর-প্রতিপক্ষ। হে ভিক্ষুগণ! মোহ অন্তরামল, অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-বধক ও অন্তর-প্রতিপক্ষ। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি হলো অন্তরামল, অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-বধক ও অন্তর-প্রতিপক্ষ।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"লোভই অনর্থ জননী, চিত্ত চঞ্চলতা,
বুঝিতে না পারে লোকে ইহার ধর্মতা;
লোভী জনে নাহি জানে উত্তম যাহা,
লোভী জনে নাহি দেখে সদ্ধর্ম আহা।
অন্ধ হয়ে অন্ধকার বিস্তারে যখন,
পরাজিত করে লোভ তাহারে তখন;

ত্যাগ করেন লোভ নির্ভীক লোক যাঁরা,
লোভ-লিপ্সা নাহি করে কখনও তাঁরা;
ছড়িয়ে পড়িবে লোভ তাঁর পাশ হতে,
যেমন উদক বিন্দু পদ্মপত্র হতে।
দ্বেষই অনর্থ জননী, চিত্ত চঞ্চলতা,
অবগত নহে লোকে ইহার ধর্মতা;
দ্বেষী জনে নাহি জানে উত্তম যাহা,
দ্বেষী জনে নাহি দেখে সদ্ধর্ম আহা।
অন্ধ হয়ে অন্ধকার বিস্তারে যখন,
পরাজিত করে দ্বেষ তাহারে তখন;
ত্যাগ করেন দ্বেষ পণ্ডিত লোক যাঁরা,
দ্বেষ-লিপ্সা নাহি করে কখনও তাঁরা;
ছড়িয়ে পড়িবে দ্বেষ তাঁর পাশ হতে,
যেমন তালপক্ব পড়ে নিজ বৃন্ত হতে।
মোহই অনর্থ জননী, চিত্ত চঞ্চলতা,
অবগত নহে লোকে ইহার ধর্মতা;
মোহী জনে নাহি জানে উত্তম যাহা,
মোহী জনে নাহি দেখে সদ্ধর্ম আহা;
অন্ধ হয়ে অন্ধকার বিস্তারে যখন,
পরাজিত করে মোহ তাহারে তখন;
ত্যাগ করেন মোহ মেধাবী লোক যাঁরা,
মোহ-লিপ্সা নাহি করে কখনও তাঁরা;
ছড়িয়া পড়িবে মোহ দূরে বহুদূরে,
ভাস্কর উদিলে যেমন অন্ধকার সরে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১০. দেবদত্ত সূত্র

৮৯. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ অসদ্ধর্ম দ্বারা অভিভূত ও পরাভূতচিত্ত দেবদত্ত অনারোগ্য (অসংশোধনীয়) কল্পকাল অপায় ও নিরয় প্রাপ্ত হয়। সেই ত্রিবিধ অসদ্ধর্ম কি? হে ভিক্ষুগণ! পাপেচ্ছা দ্বারা অভিভূত ও পরাজিত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল অপায় ও নিরয় প্রাপ্ত হয় যা অসংশোধনীয়। হে ভিক্ষুগণ! পাপমিত্র দ্বারা অভিভূত ও পরিদীর্ণচিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল অপায় ও নিরয় প্রাপ্ত হয় যা অসংশোধনীয়। কিন্তু সত্যিই যখন সে তার পক্ষপাতমূলক অতিরিক্ত কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হয়, তখন সে (তার পার্থিব আচরণ এবং সৎ-অসৎ বিচার শক্তি লাভ করে) তদ্‌জাত লক্ষ্যে উপনীত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ অসদ্ধর্ম দ্বারা অভিভূত পরাজিত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল অপায় ও নিরয় প্রাপ্ত হয় যা অসংশোধনীয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যদি কেহ পাপেচ্ছা নাহি করে পোষণ,
পুনর্ভবে জন্ম নাহি হন কদাচন;
জানে সেজন কোথায় চলে যেতে হবে,
পাপেচ্ছার হেতু নিশ্চয় নরকে পড়িবে।
জেনেছি কেমন ছিল পাপী দেবদত্ত,
নিজেকে করেন দাবী জ্ঞানী বলে নিত্য;
একদা ভাবনাতে সে উন্নতি করিল,
নাম-যশে তিনি যেন আত্মহারা হল।
বুদ্ধের মতন তিনি নিজেকে ভাবিল,
তথাগত বলি তারে ঘোষণা করিল;
ভয়ানক চারিযুক্ত জায়গাতে গেল,
দুঃখপূর্ণ অবীচি নিরয়ে সে পড়িল।

নির্দোষীরে দোষারোপ যদি কেহ করে,
পাপ যদি নাহি থাকে তাহার অন্তরে;
ইহার দ্বারা তাহাকে অল্প ক্ষতি করে,
অপমান করে শুধু দুষ্ট মনা তারে।
এক কুম্ভ বিষ দিয়ে সমুদ্রের জল,
দূষিত করিতে চায় প্রদুষ্টের দল;
কখনো পারিবে না সে করিতে দূষিত,
অগাধ জলের মাঝে ইহা অতীব কিঞ্চিত।
দুর্বাক্য বলিয়া কেহ আক্রোশ করিলে,
জ্ঞানীদের নাই ক্ষতি বুদ্ধ ইহা বলে;
শান্তচিত্ত হয়ে সদা অবস্থান করে,
বিচলিত নাহি হয় দুর্বাক্যের তরে।
তাদৃশ মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে,
পণ্ডিতে অনুসরে অন্যথা নাহি হবে;
যেই ভিক্ষু এই পথে হয় অগ্রসর,
তিনিই ক্ষয় করেন দুঃখের সাগর।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

বিতর্ক, সৎকার, শব্দ, চ্যুতি, লোকে, অশুভ;
ধর্ম, অন্ধকরণ, অন্তরামল, দেবদত্ত এই দশ ॥

৫. পঞ্চম বর্গ

১. অগ্রপ্রসাদ সূত্র

৯০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! অগ্রপ্রসাদ তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার কি? হে ভিক্ষুগণ! অপদ বা দ্বিপদ, চতুষ্পদ বা বহুপদ, রূপী বা অরূপী, সংজ্ঞী বা অসংজ্ঞী কিংবা নৈবসংজ্ঞীনাসংজ্ঞী যত প্রকার সত্ত্ব আছে, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্র (শ্রেষ্ঠ) হচ্ছেন তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ। হে ভিক্ষুগণ! যাঁরা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন, তাঁরা অগ্রে প্রসন্ন। অগ্রের প্রতি প্রসন্নদের বিপাকও অগ্র হয়ে থাকে।"

"হে ভিক্ষুগণ! সঙ্খত বা অসঙ্খত যতপ্রকার ধর্ম আছে, তন্মধ্যে বিরাগই অগ্র বলে কথিত হয়। অর্থাৎ মদহীন, কামাদি পিপাসাবিহীন, আলয় সমুচ্ছেদ, ভবচক্র উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। হে ভিক্ষুগণ! যাঁরা বিরাগ ধর্মে প্রসন্ন, তাঁরা অগ্রে প্রসন্ন; যে অগ্রে প্রসন্ন তার অগ্রবিপাক হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! জগতে যতপ্রকার সঙ্ঘ বা গণ (সম্প্রদায়) আছে, তাদের মধ্যে তথাগতের শ্রাবক-সঙ্ঘই শ্রেষ্ঠ। যেমন চারি পুরুষ যুগ্ম (স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হত্ত্ব মার্গস্থ ও ফলস্থ) হিসাবে অষ্ট পুরুষপুদ্গল ভগবানের শ্রাবক-সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘই আহ্বাণীয়, পাহুনেয়, দাক্ষিণেয়, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। হে ভিক্ষুগণ! যাঁরা এই উত্তম সঙ্ঘে প্রসন্ন তাঁরাই অগ্রে প্রসন্ন। যে অগ্রে প্রসন্ন তাঁর অগ্র-বিপাক হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি হলো অগ্রপ্রসাদ।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"প্রকৃতপক্ষে অগ্রে প্রসন্নতা আছে যার,
জানেন যেই অগ্র ধর্ম এ'ভব মাঝার;
বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নতা শ্রেষ্ঠ বলি জান,
দক্ষিণার যোগ্য সঙ্ঘে কর মহাদান।

ধর্মের প্রতি প্রসন্নতা শ্রেষ্ঠ বলি জান,
বিরাগী শান্তি-সুখ আর অগ্র-কল্যাণ;
সঙ্ঘের প্রতি প্রসন্নতা শ্রেষ্ঠ বলি জান,
অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সঙ্ঘ-ই সুমহান।
অগ্রেতে করিলে দান এই ধরাতলে,
অগ্রপুণ্য লভে নিশ্চয় ইহার ফলে;
শ্রেষ্ঠত্ব লভিতে ইহা একমাত্র উপায়,
আয়ু-বর্ণ-সুখ-বল, যশ-কীর্তি পায়।
পণ্ডিতগণ দান দেয় আগ্রহে তথা,
অগ্রধর্মে সমাহিত হয় নহে অন্যথা;
জন্ম যদি হয় সে দেব-মনুষ্য হবে,
মোদিত হবে তথায় নিজ অগ্র লাভে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

২. জীবিকা সূত্র

৯১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! পিণ্ড ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করা সর্বনিম্ন বৃত্তি। হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবীতে ইহা অভিশাপতুল্য– 'পাত্রহস্তে পিণ্ড ভিক্ষায় বিচরণ কর' এই বলে ক্রুদ্ধ শত্রু আক্রোশ করে। হে ভিক্ষুগণ! ইহা অভিশাপতুল্য হলেও কুলশীল (অভিজাত) বিশিষ্ট কুলপত্রগণ আমার শাসনে বিশেষত্ব (সত্যজ্ঞান) লাভের জন্য স্বেচ্ছায় তা বরণ করেন। তারা রাজা কর্তৃক অভিযুক্ত নহে, চোর অভিযুক্ত নহে, ঋণগ্রস্ত নহে, ভয়ে ভীতও নহে কিংবা জীবিকা নির্বাহে অসমর্থও নহে। অপিচ, 'আমরা জন্ম, জরা, মরণ, বিবিধ শোক, পরিদেবন, দুঃখ-দৌর্মনস্য, উপায়াস, দুঃখগ্রস্ত, দুঃখে অভিভূত ও দুঃখ জর্জরিত; এই সমস্ত দুঃখস্কন্ধের অন্তসাধন করবো' এ সংকল্পেই কুলপুত্রগণ আমার শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। হে

ভিক্ষুগণ! এই উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হয়ে যদি কোন কুলপুত্র অবিদ্যালু, কামাসক্ত, তীব্র রাগাসক্ত, ব্যাপাদচিত্ত, মানসিক সঙ্কল্প প্রদুষ্ট, স্মৃতিবিহ্বল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত সম্পন্ন, অসংযতেন্দ্রিয় হয়; হে ভিক্ষুগণ! শ্মশানস্থ স্তূপীকৃত কাষ্ঠখণ্ড উভয় দিকে বিদগ্ধ এবং মধ্যভাগে বিষ্টা ম্রক্ষিত হলে, তা গ্রামে এমন কি অরণ্যেও কাষ্ঠের কাজে আসে না। হে ভিক্ষুগণ! এই উপমার সাহায্যে ঐ ব্যক্তিকেও আমি তদ্রূপ বলছি। গৃহী-পরিভোগ হতেও সে পরিহীন (বঞ্চিত) এবং শ্রামণ্যফল পরিপূর্ণতার অভাবে সর্বসুখ হতেও সে বঞ্চিত হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"গৃহীভোগ ও শ্রামণ্যফল এ'দুই ধন,
উভয় সুখে বঞ্চিত হয় দুর্ভাগাগণ;
যেইজন করে আত্ম-সম্ভ্রম বিনাশিত,
পরিত্যক্ত হয় সে শ্মশান-কাষ্ঠের মত।
কাষায়ধারীর মাঝে আছে বহুজন,
অসংযত পাপরত যাহাদের মন;
সে পাপীরা পাপকর্ম করি সম্পাদন,
নিরয় মাঝারে করে জনম-গ্রহণ।
দুঃশীল ও অসংযত হয় যেইজন,
শ্রদ্ধা-দত্ত পর-অন্ন না করি ভক্ষণ;
ভক্ষণ তাহার পক্ষে মঙ্গল-জনক,
অগ্নি-শিখাসম তপ্ত লৌহের গোলক।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৩. সঙ্ঘাটিকোণ সূত্র

৯২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু আমার সঙ্ঘাটির প্রান্ত ভাগ গ্রহণ করে পেছন পেছন আমাকে অনুসরণ করে এবং আমার অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও সে যদি অবিদ্যালু, কামাসক্ত, তীব্র রাগাসক্ত, ব্যাপাদচিত্ত, মানসিক সঙ্কল্প প্রদুষ্ট, স্মৃতিবিহ্বল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত ও অসংযতেন্দ্রিয় হয়, তবে সে আমার কাছ থেকে বহুদূরে থাকে; আমিও তার কাছ থেকে বহুদূরে থাকি। তার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ! কারণ সে ভিক্ষু ধর্মকে দর্শন করে না; ধর্মকে অদর্শন হেতু সে আমাকেও দেখে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! কিন্তু, যদি কোন ভিক্ষু আমার কাছ থেকে শতযোজন দূরে অবস্থান করেও সে যদি অবিদ্যালু না হয়, কামানুরাগী না হয়, তীব্র রাগাসক্ত না হয়, অব্যাপাদচিত্ত হয়, তার মানসিক সঙ্কল্প প্রদুষ্ট না হয়, স্মৃতিস্থাপন করে, সম্প্রজ্ঞানী হয়, সমাহিত হয়, একাগ্রচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় হয়; তবে সে আমার সন্নিকটেই অবস্থান করে, আমিও তার কাছে থাকি। তার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ! কারণ সে ভিক্ষু ধর্মকে দর্শন করে, ধর্মকে দর্শন হেতু সে আমাকেও দর্শন করে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"অনুগামী হয় যদি লোভী যেইজন,
আর বিনাশীও যদি করে নিরিক্ষণ;
দেখ কত দূরে সেজন আছে অবস্থিত,
বিরাগী হতে রাগাসক্ত যেমন তফাত;
নির্বাণ হতে অনির্বাণ জানিবে তেমন,
লোভী হতে অলোভীর তেমন ব্যবধান।
কিন্তু যিনি ধর্মে অভিজ্ঞ প্রত্যক্ষদর্শী,
ধর্মজ্ঞানে পণ্ডিত তিনি হয়ে পারদর্শী;

নিরাসক্ত হয়ে এবে থাকে উপশান্ত,
সুগম্ভীর হ্রদ যেমন থাকে প্রশান্ত।
অলোভীর সাথে অলোভী যেমন বন্ধ,
নিবৃত্তের সাথে নিবৃত্ত যেমন সম্বন্ধ;
বিরাগীর সঙ্গে বিরাগী ভিন্ন নহে ইনি,
দেখ কত সন্নিকটে রয়েছেন তিনি।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৪. অগ্নি সূত্র

৯৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! অগ্নি ত্রিবিধ। সেই ত্রিবিধ অগ্নি কি? রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো ত্রিবিধ অগ্নি।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"রাগাগ্নি দগ্ধ করে মৃত্যুর দিকে নেয়,
কামসুখ করে লোকে সদা মোহনীয়;
হিংসুককে দহন করে দ্বেষাগ্নি যথা,
প্রাণীহত্যা করে নিশ্চয় নহে অন্যথা।
মোহাগ্নি দহন করে মোহিত জনের,
অজ্ঞ হয়ে থাকে সতত আর্য ধর্মের;
অবগত নাহি হয় এ'তিন আগুনের,
আনন্দিত হয় লোকে পঞ্চস্কন্ধের।
মারের বন্ধন হতে মুক্তি নাহি পায়,
সারিবদ্ধ হয়ে তারা নরকেতে যায়;
তির্যক, প্রেতাসুর জন্ম তাদের তরে,
অপায় চারিটি বলে সদা নাম ধরে।
কিন্তু যারা তৎপর অনুশীলন করিতে,
সম্যকসম্বুদ্ধের শিক্ষা দিবা-রাত্রিতে;

চিরকাল ভাব সদা এ'দেহ অশুচি,
নির্বাপিত কামাগ্নি দেহে নাহি রুচি।
মৈত্রী চিন্তায় রত থাকে সে গুণবান,
দ্বেষের আগুন নির্বাপিত তার প্রমাণ;
মোহাগ্নিও নিরোধ হয় তাঁর এবার,
প্রজ্ঞা দ্বারা ভেদ করে মোহ অন্ধকার।
নির্বাপিত করি এই ত্রিবিধ দহন,
শোকহীন হয়ে জ্ঞানী আনন্দে মগন;
সকল দুঃখকে ক্ষয় করি অতঃপর,
দিবারাত্রি নির্বাণসুখ লভে নিরন্তর।
আর্যমার্গ দর্শনজ্ঞ হয় যেইজন,
সম্যকজ্ঞানে গুণবান পণ্ডিত-সুজন;
আর জন্মক্ষয়ে অভিজ্ঞসম্পন্ন যেজন,
পুনর্ভবে তাঁর নাহি হয় আগমন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৫. উপপরীক্ষা সূত্র

৯৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু (নিজেকে) এমনভাবে উপপরীক্ষা (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা) করবে যে, বাইরের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার সময় বিজ্ঞান (চিত্ত) যাতে অবিক্ষিপ্ত থাকে, অবিকশিত থাকে এবং আভ্যন্তরীণ অসংস্থিত বিষয়ে অনাসক্ত থাকে, উত্তেজিত না হয়। হে ভিক্ষুগণ! বাইরের বিষয়ে যার চিত্ত অবিক্ষিপ্ত থাকে, অবিচলিত থাকে, স্মৃতিসম্পন্ন হয় এবং আভ্যন্তরীণ অসংস্থিত বিষয়ে অনাসক্ত হয়, অনাকাঙ্ক্ষী হয়, ভবিষ্যতে জাতি-জরা মরণ দুঃখ সমুদয়ের মূল তাঁর মধ্যে আর উৎপন্ন হয় না।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যে ভিক্ষু সত্ত্বসঙ্গ করেছেন পরিহার,
জীবন-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবার;
জাতি-সংসার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে তাঁর,
পুনর্ভবে জন্ম তাঁর নাহি হবে আর।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৬. কামোৎপত্তি সূত্র

৯৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! কামোৎপত্তির তিনটি হেতু। সেই তিনটি কি? প্রত্যুৎপন্ন কাম (তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন কামনা), নির্মাণ রতি কাম (সৃষ্টকামে আনন্দিত), পরনির্মিত বশবর্তী কাম (পরের দ্বারা নির্মিত কামে বশতাপন্ন)। হে ভিক্ষুগণ! এই তিনটি হলো কামোৎপত্তির হেতু।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"বর্তমান বস্তুতে কামাসক্ত দেবগণ,
কামের অধীন হয়ে ঘুরে অনুক্ষণ;
আরো রমিত হন কামভোগী দেবগণ,
নির্মাণ রতিতে থাকে আনন্দে মগন।
এই অবস্থায় আরো অন্যান্য অবস্থায়,
সংসার ভ্রমণ তাদের বন্ধ নাহি হয়;
কামের উপদ্রব জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিত,
দিব্য-মনুষ্য সর্বকাম করে বিনাশিত।
প্রিয় রূপের আস্বাদ কঠিন বন্ধন,
আর দুর্দান্ত স্রোতকে করিয়া ছেদন;
সকল দুঃখকে ক্ষয় করি অতঃপর,
অশেষ নির্বাণ সুখ লভে নিরন্তর।
আর্য-মার্গ দর্শনজ্ঞ হয় যেইজন,
সম্যক জ্ঞানে গুণবান পণ্ডিত-সুজন;

জন্মক্ষয়-জ্ঞানে অভিজ্ঞ হন যেজন,
পুনর্ভবে তাঁর নাহি হয় আগমন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৭. কামযোগ সূত্র

৯৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! যে ব্যক্তি কামযোগযুক্ত এবং ভবযোগযুক্ত তাকে ইহ-জগতে আবার আগমন (পুনর্জন্ম গ্রহণ) করতে হয়। হে ভিক্ষুগণ! যিনি কামযোগ বিসংযুক্ত এবং ভবযোগযুক্ত তিনি অনাগামী মার্গফল লাভ করে ইহ-জগতে পুনরায় আগমন (পুনর্জন্ম গ্রহণ) করেন না। হে ভিক্ষুগণ! যিনি কামযোগ বিসংযুক্ত এবং ভবযোগ বিসংযুক্ত তিনি ক্ষীণাস্রব অর্হৎ হন।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"কামযোগে সংযুক্ত ভবযোগে সংযুক্ত,
এ'উভয়ে সংযুক্ত সত্ত্বগণ নহে মুক্ত;
সংসারে সত্ত্বগণ আছে আর যায়,
ক্লেশযুক্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যুগামী হয়।
যেজন কামযোগ পরিহার করিয়া,
বাস করে আসবক্ষয় না লভিয়া;
এভাবে ভবযোগে সংযুক্ত যেইজন,
অনাগামী নামে তিনি অভিহিত হন।
সংশয় ছিন্ন করেন যিনি এই ভবে,
সেই ক্ষীণমানের পুনর্জন্ম নাহি হবে;
আসবক্ষয়কারী হবে নিশ্চিত যখন,
সংসারের পর পারে করিবে গমন।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৮. কল্যাণশীল সূত্র

৯৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু কল্যাণশীল, কল্যাণধর্মী ও কল্যাণপ্রাজ্ঞ তিনি এই ধর্ম-বিনয়ে পরিপূর্ণ পারদর্শী উত্তমপুরুষ বলে অভিহিত হন।"

"হে ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু কল্যাণশীল হয়? হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু ইহ-জগতে শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ-সংবরণ সংবৃত্ত হয়ে বিহার করেন, আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন হন, অল্পমাত্র দোষেও ভয়দর্শী হন এবং শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা (অনুশীলন) করেন। হে ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু কল্যাণশীল হয়। ইহাই কল্যাণশীল।"

"কল্যাণধর্মী কিরূপে হয়? হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু ইহ-জগতে সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মে ভাবনানুযোগ-অনুযুক্ত হয়ে বিহার করেন। হে ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু কল্যাণধর্মী হয়। ইহাই কল্যাণশীল, কল্যাণধর্মী।"

"কল্যাণপ্রাজ্ঞ কিরূপে হয়? হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু ইহ-জগতে আসবসমূহ ক্ষয় করে অনাসব হন, চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত হন এবং দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়ে বিহার করেন। হে ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু কল্যাণপ্রাজ্ঞ হয়।"

"এরূপ কল্যাণশীল, কল্যাণধর্মী ও কল্যাণপ্রাজ্ঞ ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে 'উত্তমপুরুষ' বলে অভিহিত হন।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"কায়, বাক্য ও মনে যার নাহিক দুষ্কৃত,
কল্যাণশীল লজ্জী তিনি ভিক্ষু নামে খ্যাত;
সপ্ত সম্বোধিগামী ধর্ম, সুভাবিত যাঁর,
কল্যাণধর্মী বিশ্বাসী ভিক্ষু খ্যাতি তাঁর।

জীবনের এপারেই আত্ম-দুঃখ-ক্ষয়,
বুঝিয়া সম্যকভাবে যদি কেহ হয়,
আসব-প্রহীন উত্তম কল্যাণব্রতী;
অনাসবী ভিক্ষু নামে হয় পরিচিতি।
যিনি এ ত্রিবিধ ধর্মসম্পন্ন হয়ে রয়,
নিষ্পাপ হয়ে ছিন্ন করে সকল সংশয়;
সর্ব বস্তুতে সদা অনাসক্ত চিত্ত যাঁর,
'সর্বলোকত্রাতা' বলিয়া পরিচিতি তাঁর।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৯. দান সূত্র

৯৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! দান দুই প্রকার- আমিষদান ও ধর্মদান। হে ভিক্ষুগণ! এই দুই প্রকার দানের মধ্যে ধর্মদানই অগ্র (শ্রেষ্ঠ)।"

"হে ভিক্ষুগণ! সংবিভাগ দুই প্রকার- আমিষ-সংবিভাগ ও ধর্ম-সংবিভাগ। হে ভিক্ষুগণ! এই দুই সংবিভাগের মধ্যে ধর্ম-সংবিভাগই শ্রেষ্ঠতর।"

"হে ভিক্ষুগণ অনুগ্রহ দুই প্রকার- আমিষ অনুগ্রহ ও ধর্ম অনুগ্রহ। হে ভিক্ষুগণ! এই দুই অনুগ্রহের মধ্যে ধর্মানুগ্রহই শ্রেষ্ঠতর।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যার পরিচিতি পরম অনুত্তর দান,
তার সংবিভাগে নিন্দা করে ভগবান;
বিজ্ঞগণ অগ্রক্ষেত্রে প্রসন্নচিত্ত হয়ে,
জ্ঞানত করেন দান সকল সময়ে।
যেইজন ধর্ম-ভাষণে আর শ্রবণে,
উভয়ে প্রসন্নচিত্ত সুগত-শাসনে;

যিনি অপ্রমত্ত, সুগত-শাসনে রত,
তাঁদের সেই অর্থ পরম বিশোধিত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১০. ত্রিবিদ্যা সূত্র

৯৯. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! যিনি ধর্মতঃ ত্রিবিদ্যা জ্ঞানের অধিকারী, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি, যে কেবল অনর্থক কথাবার্তা বলে প্রমত্ততায় জীবন যাপন করে তাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি বলছি কিরূপে ধর্মের দ্বারা ত্রিবিদ্যা ব্রাহ্মণ হয়, অন্য কেউ অনর্থক কথাবার্তা বলে প্রমত্ততায় জীবন যাপন করে? হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন ভিক্ষু অনেকবিহিত পূর্বনিবাস (অতীত জন্ম) অনুস্মরণ করে। যেমন– এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শতসহস্র জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্ত কল্প জন্মগ্রহণ করেছি– অমুক অমুক স্থানে এই নাম, এই গোত্রে, এই বর্ণে, এই আহার, এই সুখ-দুঃখ প্রতিসংবেদী, এই আয়ু পর্যন্ত। তথা হতে চ্যুত হয়ে এখানে উৎপন্ন হয়েছি। এভাবে সে সাকার (নিজের আকৃতি), স-উদ্দেশ্য অনেকবিহিত পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন। ইহার দ্বারা প্রথম বিদ্যা অধিগত হয়, অবিদ্যাসমূহ বিনষ্ট হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তম (অন্ধকার) ধ্বংস হয়, আলোক উৎপন্ন হয়। যেহেতু তিনি অপ্রমত্ততা লাভের জন্য অত্যুৎসাহী শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে বিহার করেন।"

"পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু তার লৌকিক অভিজ্ঞতার সীমাতিক্রান্ত অলৌকিক বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করেন– চ্যুতমান-উৎপদ্যমান, হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত যথানুরূপ কর্মানুসারে ফল প্রাপ্ত সত্ত্বদের তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন–

"হে ভদন্ত! বাস্তবিকপক্ষে যারা কায়-দুঃশ্চরিত সমন্নাগত, বাক্য-দুঃশ্চরিত সমন্নাগত, মন-দুঃশ্চরিত সমন্নাগত, আর্যগণের প্রতি অপবাদকারী, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী; তারা দেহান্তে মৃত্যুর পরে অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত প্রাপ্ত হয় এবং নরকে উৎপন্ন হয়। হে ভদন্ত! সেরূপ যে সত্ত্বগণ কায়-সুচরিত সমন্নাগত, বাক্য-সুচরিত সমন্নাগত, মন-সুচরিত সমন্নাগত, আর্যগণের প্রতি অপবাদ-কটূক্তি করে না, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সম্যকদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী; তাঁরা দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এরূপে লৌকিক অভিজ্ঞতার সীমাতিক্রান্ত অলৌকিক বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বদের দেখেন- চ্যুতমান-উৎপদ্যমান, হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত যথানুরূপ কর্মানুসারে ফল প্রাপ্ত সত্ত্বদের প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ইহার দ্বারা দ্বিতীয় বিদ্যা অধিগত হয়, অবিদ্যাসমূহ বিনষ্ট হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। তম ধ্বংস হয়, আলোক উৎপন্ন হয়- যেহেতু তিনি অপ্রমত্ততা লাভের জন্য অত্যুৎসাহী, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে বিহার করেন।"

"পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু যদি আসবসমূহ ক্ষয় করে অনাসব হন, চিত্তবিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত হন এবং দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞতা দ্বারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়ে বিহার করেন। ইহার দ্বারা তৃতীয় বিদ্যা অধিগত হয়। এভাবে অবিদ্যাসমূহ বিদূরিত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তম বিদূরিত হয়, আলোক উৎপন্ন হয়- যেহেতু তিনি অপ্রমত্ততার জন্য অত্যুৎসাহী, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে বিহার করেন। অতএব হে ভিক্ষুগণ! যিনি ধর্মের দ্বারা ত্রিবিদ্যা জ্ঞানের অধিকারী হন, তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি, যে কেবল অর্থহীন কথাবার্তা বলে প্রমত্ততায় থাকে তাকে নয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"পূর্ব পূর্ব জন্ম কথা জানে যেইজন,
স্বর্গ ও অপায় পারে করিতে দর্শন;
ততোধিক পূর্বজন্ম-ক্ষয় সম্পাদিয়া,
মুনি হয়; অভিজ্ঞায় পূর্ণতা লভিয়া।
এ ত্রিবিধ বিদ্যার অধিকারী যেজন,
তাঁহাকেই বলি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ;
যারা করে অর্থহীন বাজে আলাপন,
তাদের আমি নাহি বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

প্রসাদ, জাবিত, সজ্ঘাটি, অগ্নি, উপপরীক্ষা;
উৎপত্তি, কাম, কল্যাণ, দান, ধর্মদ্বারা এই দশ ॥

তৃতীয় নিপাত সমাপ্ত ॥

৪. চতুর্থ নিপাত

১. ব্রাহ্মণ ধর্মযজ্ঞ সূত্র

১০০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! আমি ভিক্ষাব্রতচারী, সদা পরিশোধিতপাণি (সংযত হস্ত), অন্তিম দেহধারী, অনুত্তর ভিষক, শৈল্য চিকিৎসক। তোমরা আমার পুত্র, আমার মুখ হতে জাত, ধর্মজাত, ধর্মত নির্মিত, ধর্মতদায়াদ, আমিষদায়াদ নয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! দান দুই প্রকার- আমিষদান ও ধর্মদান। হে ভিক্ষুগণ! এই দুই প্রকার দানের মধ্যে ধর্মদানই অগ্র (শ্রেষ্ঠতর)।"

"হে ভিক্ষুগণ! সংবিভাগ দুই প্রকার- আমিষ-সংবিভাগ ও ধর্ম-সংবিভাগ। হে ভিক্ষুগণ! এই দুই সংবিভাগের মধ্যে ধর্ম-সংবিভাগই শ্রেষ্ঠ।"

"হে ভিক্ষুগণ! অনুগ্রহ দুই প্রকার- আমিষানুগ্রহ ও ধর্মানুগ্রহ। হে ভিক্ষুগণ! এই দুই অনুগ্রহের মধ্যে ধর্মানুগ্রহই শ্রেষ্ঠতর।"

"হে ভিক্ষুগণ! যজ্ঞ দুই প্রকার- আমিষযজ্ঞ ও ধর্মযজ্ঞ। হে ভিক্ষুগণ! এই দুই প্রকার যজ্ঞের মধ্যে ধর্মযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"যার ধর্মযজ্ঞ অবলী মাৎসর্যহীন,
তথাগত সর্বপ্রাণে হিতানুকম্পী হন;
দেব-মানবের শ্রেষ্ঠ তাদৃশ সত্ত্বেরে,
ভবোত্তীর্ণ সেই জনে নমি শ্রদ্ধাভরে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

২. সুলভ সূত্র

১০১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার (বস্তু) তুলনামূলকভাবে

অল্প ও সুলভ এবং অনবদ্য। সেই চার প্রকার কি? হে ভিক্ষুগণ! পাংশুকুল চীবর অল্প ও সুলভ এবং তা অনবদ্য। হে ভিক্ষুগণ! পিণ্ডপাত ভোজন অল্প ও সুলভ এবং তা অনবদ্য। হে ভিক্ষুগণ! পূতিমূত্র ভৈষজ্য অল্প ও সুলভ এবং তা অনবদ্য। হে ভিক্ষুগণ! বৃক্ষমূলে শয়নাসন অল্প ও সুলভ এবং তা অনবদ্য। হে ভিক্ষুগণ! এই চারটি হলো অল্প ও সুলভ এবং তা অনবদ্য। হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু অল্পে ও সুলভে এবং অনবদ্যতার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, তবে তাকেই আমি অন্যতর (অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর) শ্রামণ্য-অঙ্গ বলি।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"অনবদ্যে অল্পে তুষ্ট, সুলভ যাহাতে,
শয়নাসন, চীবর ও পান-ভোজনেতে;
চিত্তের বিঘাত নহে কোন দিক হতে।
বর্ণিত সেই ধর্ম শ্রামণ্য-অনুকূলেতে,
যেই ভিক্ষু অধিগৃহীতায় সন্তুষ্ট হয়;
অপ্রমত্ততায় সে-ই শান্তি-সুখে রয়।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৩. আসবক্ষয় সূত্র

১০২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! আমি বলছি- যে ব্যক্তি দেখে এবং যে ব্যক্তি জানে তাঁর আসবসমূহ ক্ষয় হয়; যে দেখে না, যে জানে না তার হয় না। হে ভিক্ষুগণ! যে জানে, যে দেখে তার আসবসমূহ কিরূপে ক্ষয় হয়? হে ভিক্ষুগণ! 'ইহাই দুঃখ'– এভাবে যে জানে এবং যে দেখে তাঁর আসবসমূহ ক্ষয় হয়। হে ভিক্ষুগণ! 'ইহাই দুঃখ সমুদয়'– এভাবে যে জানে এবং যে দেখে তাঁর আসবসমূহ ক্ষয় হয়। হে ভিক্ষুগণ! 'ইহাই দুঃখ নিরোধ'– এভাবে যে জানে এবং যে দেখে তাঁর আসবসমূহ ক্ষয় হয়। হে ভিক্ষুগণ! 'ইহাই দুঃখ

নিরোধগামী প্রতিপদা'- এভাবে যে জানে এবং যে দেখে তাঁর আসবসমূহ ক্ষয় হয়। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে যে জানে এবং যে দেখে তাঁর আসবসমূহ ক্ষয় হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"শিক্ষার্থী হয়ে শিক্ষা কর যা সর্বোত্তম,
ঋজুমার্গ অনুসর বলে লোকোত্তম;
ক্ষয়িক জ্ঞান আসে প্রথম অবস্থায়,
অতঃপর সেইজন মহাজ্ঞান পায়।
তা হতে অনন্য জান সে জ্ঞান নিশ্চয়,
বিমুক্তের বিমুক্তি-জ্ঞান উত্তম যে হয়;
উৎপন্ন হয় ক্ষয়জ্ঞান, ক্ষীণসংযোজন।
জানিতে নাহি পারে অলস যেইজন,
আরও জানিতে অক্ষম হয় মূর্খজনে,
নির্বাণ অধিগম্য সর্বগ্রন্থি প্রমোচনে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৪. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১০৩. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যে কেউ 'ইহা দুঃখ' তা যথাভূত উপলব্ধি করে না; 'ইহা দুঃখ সমুদয়' তা যথাভূত উপলব্ধি করে না; 'ইহা দুঃখ নিরোধ' তা যথাভূত উপলব্ধি করে না; 'ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা' তা যথাভূত উপলব্ধি করে না। হে ভিক্ষুগণ! তারা আমার শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নয়, তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণসম্মত ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণসম্মতও নয়। এমনকি তারা আয়ুষ্মান (দীর্ঘজীবী) হলেও শ্রামণ্যের অর্থ ও ব্রাহ্মণ্যের অর্থ দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞতা দ্বারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যে কেউ 'ইহা দুঃখ' তা যথাভূত প্রকৃষ্টরূপে জানেন; 'ইহা দুঃখ সমুদয়' তা যথাভূত প্রকৃষ্টরূপে জানেন; 'ইহা দুঃখনিরোধ' তা যথাভূত প্রকৃষ্টরূপে জানেন; 'ইহা দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা' তা যথাভূত প্রকৃষ্টরূপে জানেন। হে ভিক্ষুগণ! তাঁরা আমার শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, তাঁরা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণসম্মত এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণসম্মত। অধিকন্তু তাঁরা আয়ুষ্মান (দীর্ঘজীবি) হয়ে শ্রামণ্যের অর্থসমূহ ও ব্রাহ্মণ্যের অর্থসমূহ দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞতা দ্বারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে উপশমপ্রাপ্ত হয়ে বিহার করেন।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"যারা নাহি জানে দুঃখ, দুঃখ সমুদয়,
দুঃখের উৎপত্তি যাহা সর্ব দুঃখময়;
তাহারা নাহি পারে সেই মার্গ জানিতে,
যে মার্গে সম্ভব দুঃখোপশম করিতে।
তাহারা হয়ে থাকে চিত্তবিমুক্তিহীন,
আরও সম্যক প্রজ্ঞাবিমুক্তিবিহীন;
সর্ব ভবের অন্তঃক্রিয়ার যোগ্যহীন,
সদা হয়ে থাকে জন্ম-জরার অধীন।
যাহারা জানেন দুঃখ, দুঃখ সমুদয়,
দুঃখের উৎপত্তি যাহা সর্ব দুঃখময়;
তাঁহারাই পারেন সেই মার্গ জানিতে,
যে মার্গে সম্ভব দুঃখোপশম করিতে।
তাঁরা হয় চিত্ত-প্রজ্ঞাবিমুক্তিসম্পন্ন,
জন্ম-জরা জয়ী দুঃখকে করেন নিষ্পন্ন।"
ইহার অর্থও ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৫. শীলসম্পন্ন সূত্র

১০৪. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুগণ শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিমুক্তিসম্পন্ন, বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন, উপদেশক, বিজ্ঞাপক, সন্দর্শক, সম্যক উৎসাহ দাতা, সমুত্তেজক, সম্প্রহর্ষক, উপযুক্ত, সমলঙ্কৃত, সদ্ধর্মের প্রশংসাকারী; হে ভিক্ষুগণ! আমি বলছি- এরূপ ভিক্ষুগণের দর্শন লাভে বহু উপকার হয় এবং হে ভিক্ষুগণ! আমি বলছি- এরূপ ভিক্ষুগণের কথা শ্রবণ করলে বহু উপকার হয়। হে ভিক্ষুগণ! আমি বলছি- এরূপ ভিক্ষুগণের সান্নিধ্য লাভে বহু উপকার হয়; হে ভিক্ষুগণ! আমি বলছি- এরূপ ভিক্ষুগণের পরিচর্যা-শ্রদ্ধা করলে বহু উপকার হয়; হে ভিক্ষুগণ! আমি বলছি- এরূপ ভিক্ষুগণের অনুস্মরণ করলে বহু উপকার হয়; হে ভিক্ষুগণ! আমি বলছি- এরূপ ভিক্ষুগণের কাছে প্রব্রজ্যায় বহু উপকার হয়। তার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ! তাদৃশ ভিক্ষুদেরকে সেবা করে, ভজনা করে, পরিচর্যা করে নিজের অপরিপূর্ণ শীল-স্কন্ধ ভাবনা পরিপূর্ণ করে চলেন, নিজের অপরিপূর্ণ সমাধি-স্কন্ধ ভাবনা পরিপূর্ণ করে চলেন, নিজের অপরিপূর্ণ প্রজ্ঞা-স্কন্ধ ভাবনা দ্বারা তা পরিপূর্ণ করে চলেন, নিজের অপরিপূর্ণ বিমুক্তি-স্কন্ধ ভাবনা দ্বারা তা পরিপূর্ণ করে চলেন, নিজের অপরিপূর্ণ বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন-স্কন্ধ ভাবনা দ্বারা তা পরিপূর্ণ করে চলেন; হে ভিক্ষুগণ! এরূপ ভিক্ষুদেরকে শাস্তানুরূপ বলা হয়, সার্থবাহ বলা হয়, রণঞ্জয়ী বলা হয়, তমোহন্তা (অন্ধকার ধ্বংসকারী) বলা হয়, আলোকোৎস বলা হয়, দীপ্তিমান বলা হয়, প্রদীপ্তকর বলা হয়, উজ্জ্বলবর্তিকাধারী বলা হয়, প্রভাঙ্কর বলা হয়, আর্য বলা হয় ও চক্ষুষ্মান বলা হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"প্রমোদ্য বিষয়কে বিশেষরূপে জানিয়া,
পরমানন্দ লভেন ভালোমন্দ বিচরিয়া;

নিজ চিত্তকে যথার্থরূপে করিয়া ভাবিত,
আর্যরা ধর্মপথে করেন জীবন চালিত।
তাঁরাই সদা সদ্ধর্মকে করেন আলোকিত,
ভাষণ করেন সত্যধর্ম হইয়া পুলকিত;
তাঁরা প্রভঙ্কর, ধর্মদ্বীপ-সজ্জাকারী ধীর,
খ্যাত হন চক্ষুষ্মান আর রণঞ্জয়ী-বীর।
সদা তাঁদের অনুশাসন করিয়া পালন,
সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন পণ্ডিতগণ;
জন্মক্ষয় জ্ঞানের অভিজ্ঞায় অভিজ্ঞ যাঁরা,
পুনর্ভবে জন্ম নিতে কভু নাহি আসে তাঁরা।"
এর অর্থ ভগবান দ্বারা যেরূপ ভাষিত,
মৎকর্তৃক ইহা সেইরূপ হয়েছে শ্রুত॥

৬. তৃষ্ণা উৎপাদ সূত্র

১০৫. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! তৃষ্ণা উৎপাদন চার প্রকার- যার দ্বারা ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয়। সেই চার প্রকার কি? হে ভিক্ষুগণ! চীবর হেতু ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয়; হে ভিক্ষুগণ! পিণ্ডপাত হেতু ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয়; হে ভিক্ষুগণ! শয়নাসন হেতু ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয়; হে ভিক্ষুগণ! এ'ভব হতে অন্য ভব হেতু ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই হলো চার প্রকার তৃষ্ণা-উৎপাদ (তৃষ্ণার কেন্দ্র) যার দ্বারা ভিক্ষুর মধ্যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে উৎপন্ন হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"তৃষ্ণার চিরসাথী হয় যদি কোনজন,
দীর্ঘ পথে যাত্রা করে জন্মের কারণ;

সংসারের বাহিরে সে যেতে নাহি পারে,
নানা সত্ত্ব হয়ে থাকে জন্ম-জন্মান্তরে।
জানেন উপদ্রব এই মতিমান জন,
তৃষ্ণাই সত্ত্বগণের দুঃখের কারণ;
বীততৃষ্ণা হয়ে ভিক্ষু করিবে বিহার,
উপাদান ছিন্ন হবে, তৃষ্ণা পরিহার।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৭. সব্রহ্মক সূত্র

১০৬. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! এই কুলসমূহ ব্রহ্মা সমতুল্য, যে গৃহে পুত্রগণ কর্তৃক মাতা-পিতা পূজিত হন। হে ভিক্ষুগণ! এই কুলসমূহ পূর্বদেবতা সমতুল্য, যে গৃহে পুত্রগণ কর্তৃক মাতা-পিতা পূজিত হন। হে ভিক্ষুগণ! এই কুলসমূহ পূর্বাচার্য সমতুল্য, যে গৃহে পুত্রগণ কর্তৃক মাতা-পিতা পূজিত হন। হে ভিক্ষুগণ! এই কুলসমূহ আহুণেয়[৩] সমতুল্য, যে গৃহে পুত্রগণ কর্তৃক মাতা-পিতা পূজিত হন।

"হে ভিক্ষুগণ! 'ব্রহ্মা' মাতাপিতারই অধিবচন (প্রতিশব্দ)। হে ভিক্ষুগণ! 'পূর্বদেবতা' ইহা মাতাপিতার অধিবচন। হে ভিক্ষুগণ! 'পূর্বাচার্য' ইহা মাতাপিতারই প্রতিশব্দ। তার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ! মাতাপিতাগণ পুত্রদের বহু উপকারী অভিভাবক, পরিপোষণকারী এবং এ পৃথিবীর দৃশ্যাদি প্রদর্শনকারী।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"পুত্রদের প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ,
ভবে আছে যে সকল পিতামাতাগণ;

---

[৩] আহুণেয়- অন্ন, বস্ত্র, শয়নাসন ও ভৈষজ্যাদি নানা উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা সাদরে পূজার যোগ্য (আহ্বানের যোগ্য)।

তাঁরাই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, পূর্ব-আচার্য আর
আহ্বণেয় বলিয়া খ্যাত হন নিরন্তর।
তদ্ধেতু তাদেরকে দেবতার মতন,
সৎকার নমস্কার করে পণ্ডিতগণ;
অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-শর্যা অনুলেপন,
স্নান পাদধৌতকরণ দ্বারা অনুক্ষণ;
পিতা-মাতার পরিচর্যায় হন রত,
ভবেতে আছেন প্রকৃত পণ্ডিত যত;
তাঁহারাই ইহলোকে হন প্রশংসিত,
পরলোকে স্বর্গেতেও হন প্রমোদিত।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৮. বহুকার সূত্র

১০৭. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ যারা তোমাদেরকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য প্রয়োজনীয় বস্তু চারিপ্রত্যয়াদি দান দেয়, তারা তোমাদের বহু উপকারী। হে ভিক্ষুগণ! তোমরাও ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদের বহু উপকারী, কারণ তোমরা তাদেরকে ধর্মদেশনায় আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, পর্যবসানে-কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন, কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেছ। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ একে অন্যের প্রতি আস্থাপূর্ণ নির্ভরতার দ্বারা ব্রহ্মচর্য জীবন-যাপন করা হয়- সংসার সমুদ্র হতে উদ্ধার হয়ে সম্যক দুঃখের অন্তকরণের জন্য।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"আগারিক আর অনাগারিক এ'উভয়,
একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল রয়;
তাঁদের আরাধ্য সদা সদ্ধর্ম অনুত্তর,
যোগক্ষেমের সাধনায় শান্তি নিরন্তর।

আগার ত্যাগী যাঁরা অনাগারিক হয়,
শুধু তাঁহাদেরই গ্রহণীয় নিশ্চয়;
চীবর প্রত্যয় শয়নাসন নিচয়,
আশ্রয় ও বিনোদনের জন্য নিশ্চয়।
গৃহীরাও আস্থাপূর্ণ আশ্রয়-সুগতে,
আর্যপ্রজ্ঞায় ধ্যানী আস্থাবান অর্হতে।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

৯. কুহক (প্রতারক) সূত্র

১০৮. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুগণ কুহক, অবাধ্য, লম্পট, চঞ্চল, উদ্ধত, অসমাহিত; হে ভিক্ষুগণ! তবে তারা আমার অনুসারী নয়। হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুরা এই ধর্ম-বিনয় হতে অপগত এবং তারা এই ধর্ম-বিনয়ের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, উন্নতি ও অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুগণ অপ্রতারক, নির্লোলুপ, ধীর, বাধ্য, সুসমাহিত; হে ভিক্ষুগণ! তাঁরা আমার অনুসারী। হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয় হতে অপগত নয় এবং তাঁরা এই ধর্ম-বিনয়ের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, উন্নতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"কুহক অবাধ্য আর বাচাল যেজন,
চঞ্চল, অহঙ্কারী অসমাহিত সেজন;
তাহারা কখনও নাহি করে সম্মান,
সম্বুদ্ধ-দেশিত ধর্মে যা' অতি মহান।
অকুহক, সংযতবাক্ যে ধীর সতত,
বাধ্য আর চিত্ত যাঁর অতি সমাহিত;
সম্বুদ্ধ কর্তৃক যাহা হয়েছে দেশিত,
সমৃদ্ধি করেন তাঁরা তাহাতে নিয়ত।"

ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১০. নদীস্রোত সূত্র

১০৯. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! যেমন কোন ব্যক্তিকে প্রিয়-আনন্দ সহকারে নদীর স্রোতে ভেসে আসতে দেখে তীরে স্থিত কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ যথাশীঘ্র এরূপ বললেন- 'ওহে পুরুষ, কেন তুমি এই প্রিয়-আনন্দ সহকারে নদীর স্রোতে ভেসে চলেছ; এর নীচের হ্রদে আছে- সঊর্মি, আবর্ত-সঙ্কুল, কুম্ভীর-রাক্ষসের আশ্রয়স্থল। হে পুরুষ! তুমি যখন ঐ হ্রদে যাবে তখন মৃত্যুমুখে পতিত হবে অথবা মৃত্যুসম দুঃখ ভোগ করবে'। হে ভিক্ষুগণ! অনন্তর সেই পুরুষটি (জলে ভাসমান) ঐ চক্ষুষ্মান পুরুষটির শব্দ (বাক্য) শুনে হস্ত-পদ দ্বারা প্রতিস্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করতে থাকবে অর্থাৎ স্রোতের বিপরীতে তীরে উঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমার এই উপমাটি একটি বিশেষ অর্থ বুঝানোর জন্য বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ! ইহার অর্থ এই- 'নদীর স্রোত' হলো তৃষ্ণার অধিবচন।"

হে ভিক্ষুগণ! 'প্রিয়রূপ-আনন্দরূপ' বলতে আধ্যাত্মিক ছয় আয়তনের (চক্ষু, স্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন) অধিবচন।"

"হে ভিক্ষুগণ! 'নীচের হ্রদ' পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজনের[৪] অধিবচন।"

"হে ভিক্ষুগণ! 'ঊর্মি ভয়' হলো ক্রোধ-উপায়াসের (মানসিক যন্ত্রণা) অধিবচন।"

---

[৪]. সংযোজন- (১) সৎকায়দৃষ্টি, (২) বিচিকিৎসা (সন্দেহ), (৩) শীলব্রত পরামর্শ, (৪) কামছন্দ ও (৫) ব্যাপাদ (অপরের ক্ষতি চিন্তা)।

"হে ভিক্ষুগণ! 'আবর্ত' হলো পঞ্চকামগুণের (রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ) অধিবচন।"

"হে ভিক্ষুগণ! 'কুম্ভীর-রাক্ষসের আবাসস্থল' হলো নারী জাতির অধিবচন।"

"হে ভিক্ষুগণ! 'প্রতিস্রোত' হলো নৈষ্ক্রম্য-সংকল্পের অধিবচন।"

"হে ভিক্ষুগণ! 'হস্ত-পদ দিয়ে প্রচেষ্টা করা' হলো বীর্যারম্ভের অধিবচন।"

"হে ভিক্ষুগণ! 'তীরে স্থিত চক্ষুষ্মান পুরুষ' হলো অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ তথাগতের অধিবচন।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন-

"দুঃখসয়ে কামজয়ী হয় যেইজন,
উত্তম যোগক্ষেম লভেন সেইজন;
সম্প্রজ্ঞানী আর সুবিমুক্ত চিত্ত যার,
দুঃখমুক্ত হয়ে লভেন শান্তি অপার;
ব্রহ্মচর্যাশ্রয়ী লোকান্তগামী জ্ঞানীশ্বর,
তাঁহাকে বলা হয় তীরে উত্তীর্ণ নর।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১১. চর (বিচরণ) সূত্র

১১০. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে- "হে ভিক্ষুগণ! বিচরণশীল ভিক্ষুর মধ্যে যদি কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক কিংবা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়; হে ভিক্ষুগণ! তবে ভিক্ষু যদি ইহার মধ্যে বাস করে, ইহাকে পরিত্যাগ না করে, ইহাকে অপনোদন না করে, ইহাকে বিনাশ না করে, ইহাকে অবসান না করে, ইহাতে বিচরণ করে। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ বিচরণশীল ভিক্ষুকে অনুৎদ্যমী, অসাবধানী, সদাসর্বদা অলস ও হীনবীর্য বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! উপবিষ্ট ভিক্ষুর মধ্যে যদি কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক কিংবা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! তবে ভিক্ষু যদি ইহার মধ্যে বাস করে, ইহাকে পরিত্যাগ না করে, ইহাকে অপনোদন না করে, ইহাকে অপসারিত না করে, ইহার চরম অবসান না করে, ইহাতে উপবিষ্ট থাকে; হে ভিক্ষুগণ! এরূপ উপবিষ্ট ভিক্ষুকে অনুৎদ্যমী, অসাবধানী, সদাসর্বদা অলস ও হীনবীর্য বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! দণ্ডায়মান ভিক্ষুর মধ্যে যদি কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক কিংবা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! তবে ভিক্ষু যদি ইহার মধ্যে বাস করে, ইহাকে পরিত্যাগ না করে, ইহাকে অপনোদন না করে, ইহাকে অপসারিত না করে, ইহার চরম অবসানে গমন না করে, ইহাতে দণ্ডায়মান থাকে। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ দণ্ডায়মান ভিক্ষুকে অনুৎদ্যমী, অসাবধানী, সদাসর্বদা অলস ও হীনবীর্য বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! শায়িত জাগরিত ভিক্ষুর মধ্যে যদি কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক কিংবা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! তবে ভিক্ষু যদি ইহার মধ্যে বাস করে, ইহাকে পরিত্যাগ না করে, ইহাকে অপনোদন না করে, ইহাকে বিনাশ না করে, ইহাকে চরম অবসান না করে, ইহাতে শয়ন করে থাকে। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ শায়িত জাগ্রত ভিক্ষুকে অনুৎদ্যমী, অসাবধানী, সদাসর্বদা অলস ও হীনবীর্য বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! বিচরণশীল ভিক্ষুর মধ্যে যদি কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক কিংবা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! তবে ভিক্ষু যদি ইহার মধ্যে বাস না করে, ইহাকে পরিত্যাগ করে, ইহাকে অপনোদন করে, ইহাকে বিনাশ করে, ইহার চরম অবসানে গমন করে। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ বিচরণশীল ভিক্ষুকে পুণ্যকর্মে আগ্রহশীল, পাপকর্মে ভীত, সদাসর্বদা আরব্ধবীর্য ও উদ্যোগী বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! দণ্ডায়মান ভিক্ষুর মধ্যে যদি কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক কিংবা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! তবে

ভিক্ষু যদি ইহার মধ্যে বাস না করে, ইহাকে পরিত্যাগ করে, ইহাকে অপনোদন করে, ইহাকে বিনাশ করে, ইহার চরম অবসানে গমন করে। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ দণ্ডায়মান ভিক্ষুকে পুণ্যকর্মে উৎসাহী, পাপকর্মে ভীত, সদাসর্বদা আরব্ধবীর্য ও উদ্যোগী বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! উপবিষ্ট ভিক্ষুর মধ্যে যদি কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক কিংবা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! তবে ভিক্ষু যদি ইহার মধ্যে বাস না করে, ইহাকে পরিত্যাগ করে, ইহাকে অপনোদন করে, ইহাকে বিনাশ করে, ইহার চরম অবসানে গমন করে; হে ভিক্ষুগণ! এরূপ উপবিষ্ট ভিক্ষুকে অত্যুৎসাহী, সাবধানী, সদাসর্বদা আরব্ধবীর্য ও উদ্যোগী বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! শায়িত জাগরিত ভিক্ষুর মধ্যে যদি কামবিতর্ক বা ব্যাপাদবিতর্ক কিংবা বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! তবে ভিক্ষু যদি ইহার মধ্যে বাস না করে, ইহাকে পরিত্যাগ করে, ইহাকে অপনোদন করে, ইহাকে বিনাশ করে, ইহার চরম অবসানে গমন করে। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ শায়িত জাগ্রত ভিক্ষুকে অত্যুৎসাহী, সাবধানী, সদাসর্বদা আরব্ধবীর্য ও উদ্যোগী বলা হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"দাঁড়ানে গমনে আর শুইতে বসিতে,
পাপ আর গার্হাস্থ্য চিন্তা করে ইর্যাপথে।
মোহে মুগ্ধ হয়ে মূর্ছিত হয় যেজন,
কুমার্গেতে প্রতিপন্ন হয় সেইজন;
এমন ভিক্ষুর পক্ষে অসম্ভব অতি,
লভিতে উত্তম সম্বোধি জ্ঞানের গতি।
দাঁড়ানে গমনে আর শুইতে বসিতে,
বিতর্ক উপশমে রত সর্ব অবস্থাতে;
এরূপ ভিক্ষুর পক্ষেই সম্ভব অতি,
লভিতে উত্তম সম্বোধি জ্ঞানের গতি।"

ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

১২. সম্পন্নশীল সূত্র

১১১. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা শীলসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষসম্পন্ন হয়ে বিহার কর; তোমরা প্রাতিমোক্ষ-সংবর সংবৃত্ত হয়ে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়ে অল্পমাত্র অন্যায়েও ভয়দর্শী হয়ে বাস কর এবং তোমরা শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষারত হও।"

"হে ভিক্ষুগণ! যে সকল ভিক্ষু শীলসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষসংবর-সংবৃত্ত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অল্পমাত্র অন্যায়েও ভয়দর্শী হয়ে বাস করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষারত তাদের উচ্চতর করণীয় কি?"

"হে ভিক্ষুগণ! বিচরণশীল ভিক্ষুর যদি অবিদ্যা বিগত হয়, ব্যাপাদ বিগত হয়, স্ত্যান-মিদ্ধ বিগত হয়, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বিদূরিত হয়, বিচিকিৎসা প্রহীন হয়, আরব্ধবীর্য হয়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সক্রিয়, অবিস্মৃত প্রশান্ত কায়, অনুত্তেজিত, সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ বিচরণশীল ভিক্ষুকে পুণ্যকর্মে অত্যুৎসাহী, পাপকর্মে ভীত, সদাসর্বদা আরব্ধবীর্য ও প্রতিনিয়ত উদ্যোগী বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! স্থিত ভিক্ষুর যদি অবিদ্যা বিগত হয়, ব্যাপাদ বিগত হয়, স্ত্যান-মিদ্ধ বিগত হয়, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বিতাড়িত হয়, বিচিকিৎসা প্রহীন হয়, আরব্ধবীর্য হয়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সক্রিয়, অবিস্মৃত প্রশান্ত কায়, অনুত্তেজিত, সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ স্থিত ভিক্ষুকে পুণ্যকর্মে অত্যুৎসাহী, পাপকর্মে ভীত, সদাসর্বদা আরব্ধবীর্য ও প্রতিনিয়ত উদ্যোগী বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! উপবিষ্ট ভিক্ষুর যদি অবিদ্যা বিগত হয়, ব্যাপাদ বিদূরিত হয়, স্ত্যান-মিদ্ধ বিগত হয়, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বিতাড়িত হয়, বিচিকিৎসা প্রহীন হয়, আরব্ধবীর্য হয়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সক্রিয়,

অবিস্মৃত প্রশান্ত কায়, অনুত্তেজিত, সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ উপবিষ্ট ভিক্ষুকে পুণ্যকর্মে অত্যুৎসাহী, পাপকর্মে ভীত, সদাসর্বদা আরব্ধবীর্য ও প্রতিনিয়ত উদ্যোগী বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! শায়িত জাগ্রত ভিক্ষুর যদি অবিদ্যা বিগত হয়, ব্যাপাদ বিদূরিত হয়, স্ত্যান-মিদ্ধ বিগত হয়, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বিতাড়িত হয়, বিচিকিৎসা প্রহীন হয়, আরব্ধবীর্য হয়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সক্রিয়, অবিস্মৃত প্রশান্ত কায়, অনুত্তেজিত, সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এরূপ শায়িত জাগ্রত ভিক্ষুকে পুণ্যকর্মে অত্যুৎসাহী, পাপকর্মে ভীত, সদাসর্বদা আরব্ধবীর্য ও প্রতিনিয়ত উদ্যোগী বলা হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"চলনে, দাঁড়ানে, উপবেশনে, শয়নেগত,
সংকোচনে, প্রসারণে ভিক্ষু রহিবে সংযত;
ঊর্ধ্বে, পার্শ্বে, পেছনে যেরূপ জগতের গতি,
স্কন্ধ-ধর্মের উদয়-ব্যয়ে মনোযোগী অতি।
এইরূপ বিহারীই হন শান্ত অনুদ্ধত,
শিক্ষাকামী প্রশান্ত চিত্ত সতত এইমত;
যথা বিধিমতে যেইজন চলেন সতত,
এতে সতত উদ্যোগী ভিক্ষু নামে হন খ্যাত।"
ভগবান দ্বারা ইহা ব্যক্ত হলো এইমতে,
মৎকর্তৃক শ্রুত তাহা হলো সেইমতে ॥

১৩. লোক সূত্র

১১২. আমি এরূপ শুনেছি, ভগবান অর্হৎ কর্তৃক ইহা এরূপ ভাষিত হয়েছে– "হে ভিক্ষুগণ! তথাগত কর্তৃক লোক (জগৎ) সম্বন্ধে সম্যকভাবে অভিজ্ঞাত হয়েছে, তথাগত লোক হতে বিসংযুক্ত। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত কর্তৃক লোকসমুদয় সম্যকভাবে অভিজ্ঞাত হয়েছে, তথাগতের লোকসমুদয় প্রহীন হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত কর্তৃক লোকনিরোধ সম্বন্ধে সম্যকভাবে অভিজ্ঞাত হয়েছে, লোকনিরোধ

সম্বন্ধে তথাগত কর্তৃক সম্যকভাবে উপলব্ধি হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত কর্তৃক লোকনিরোধগামিনী প্রতিপদা সম্যকভাবে অভিজ্ঞাত হয়েছে, লোকনিরোধগামিনী প্রতিপদা তথাগত কর্তৃক ভাবিত হয়েছে।

"হে ভিক্ষুগণ! সদেব, সমার, সব্রহ্মা, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সপ্রজা ও সদেব-মনুষ্যগণের দৃষ্ট, শ্রুত, বিচিন্তিত, বিজ্ঞাত, অভীষ্ট লক্ষ্যপ্রাপ্ত এবং ভাবিত সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে তথাগত কর্তৃক অভিজ্ঞাত হয়েছে; এজন্য তাঁকে 'তথাগত' বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! যে সময় তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেন এবং যে সময় তিনি অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন; এরই মধ্যবর্তী সময়ে যা কিছু ভাষণ করেছেন, উচ্চারণ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন তা সব বিষয়ে তদানুরূপই হয়েছে, অন্যথা হয়নি; এজন্য তাঁকে 'তথাগত' বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! তথাগত যা বলেন তা-ই করেন এবং তিনি যা করেন তা-ই বলেন; এইরূপে তথাগত যা বলেন তা-ই করেন এবং তিনি যা করেন তা-ই বলেন; এজন্য তাঁকে 'তথাগত' বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! সদেব, সমার, সব্রহ্মা, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সপ্রজা ও সদেব-মনুষ্যগণ জগতে 'তথাগত' অভিভূ, অনভিভূত, অন্যের প্রয়োজনদর্শী এবং সর্বশক্তির অধিকারী; এজন্য তাঁকে 'তথাগত' বলা হয়।" ভগবান এর মর্মার্থ বুঝাতে, তদ্বিষয়ে ইহা ভাষণ করলেন–

"সর্বলোক সম্বন্ধে লভিয়া অভিজ্ঞতা,
যথাযথ জ্ঞাত হন সে, নহে অন্যথা;
সর্বলোক হতে সদা হয়ে বিসংযুক্ত,
সর্বলোকের প্রতি থাকেন অনাসক্ত।
তিনি হলেন সর্বজ্ঞ বীর মহাশয়,
সর্ব গ্রন্থি প্রমোচনে দক্ষ অতিশয়;

কুশল কর্মেতে অকুতোভয়ী যেজন,
পরম শান্তি নির্বাণ লভেন সেজন।
পবিত্র বুদ্ধ তিনি সর্ব আসবহীন,
সংশয় ছেদনে তিনি বিতর্কবিহীন;
সকল কর্মক্ষয়ে হয় নির্বাণ প্রাপ্ত,
উপধিক্ষয় করে তিনি হন বিমুক্ত।
তিনি সেই ভগবান বুদ্ধ অনুত্তর,
নরসিংহ জগৎ মাঝে শ্রেষ্ঠ লোকোত্তর;
দেব-নরের কল্যাণে করেন প্রবর্তন,
ধর্মচক্র নামে যাহা হয়েছে বর্ণন।
দেব-নর মাঝে যারা বুদ্ধ-শরণাগত,
প্রণাম করিবে তাঁকে যিনি সুসংযত;
দান্ত সমাহিত তিনি শ্রেষ্ঠ মুনিবর,
বিমুক্তিতে অগ্র সে মুক্ত উত্তীর্ণ নর।
কালোত্তীর্ণ মহামানব ধর্মে অধীশ্বর,
ত্রিলোকেতে অতুল্য তিনি গুণে মুনিশ্বর;
তাঁহার সমকক্ষ নেই কোন নরোত্তম,
পূজনীয় তাই তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম।"
ইহার অর্থ ভগবান দ্বারা ভাষিত,
মৎকর্তৃক সেইরূপ হয়েছে শ্রুত ॥

চতুর্থ নিপাত সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

ব্রাহ্মণ, সুলভ, আসব, শ্রমণ, শীল, তৃষ্ণা আর ব্রহ্মা;
বহুকার, কুহকপুরুষ, নদী, চর, সম্পন্ন, লোক এ ত্রয়োদশ ॥

ইতিবুত্ত গ্রন্থ সমাপ্ত।